লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২ সফর, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ নবুওয়ত, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

“এমন এক সময় আসবে
যখন
সারা পৃথিবীতে এই জামা’ত
পরিচিতি লাভ করবে
আর
জামা’তের প্রসার এবং বিস্তার
নিজ গুণে একটি নিদর্শন হবে
এবং
ঐশী সমর্থনের প্রমাণ হবে”

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

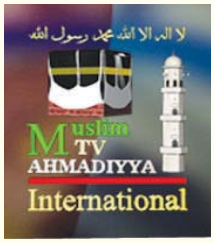

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

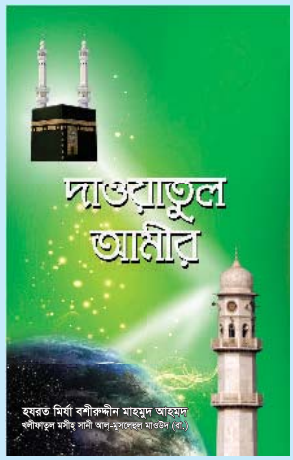

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

যুগ খলীফার দিক-নির্দেশনায় বিশ্বের শান্তি ও মুক্তি নিহিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯৯১ সালে তৃতীয় বিশ্বের তথা মুসলমানদের দুরবস্থার কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে বলেন ঃ

উন্নত জাতিগুলো যাদেরকে প্রথম-বিশ্বও বলা হয় তারা কেবল স্বাধীনই নয় বরং তারা আপনাদেরকে সেবা দাস বানানোর জন্য আগের চেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আমি আগেই বলেছি যে, তাদের অর্থনৈতিক ধারা এমন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে আরও পদদলিত করতে বাধ্য। এর কারণ হল, তারা তাদের জীবন যাত্রার মান কমাচ্ছে না আর তাদের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এই জীবন যাত্রার মান কমাতে বলার সামর্থ্যই রাখে না। যে পার্টি এ কথা বলবে তারা নির্বাচনে নির্ঘাত হেরে যাবে। তারা এমন জঘন্য ধরণের ফাঁদে আটকা পড়েছে যে, অত্যাচারের পর আত্যাচার করে যেতে তারা এখন বাধ্য।

ইসলামী বিশ্বকে আমি এই পরামর্শ দিব যে, ***প্রথমে*** তোমরা ইসলামের দিকে তথা ইসলামের স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমত সবদিক থেকে কীভাবে নাযেল হয়, তোমরা তা অবলোকন করবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হল, তোমরা জ্ঞানচর্চা আর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি মনোযোগ দাও। শ্লোগান দিতে দিতে কতগুলো শতাব্দী তোমরা পার করেছ! শ্লোগান দিয়ে আর কবিতার জগতে ও রূপকথার কল্পকাহিনীর মাঝেই তোমরা সময় কাটিয়েছো। তোমাদের কপালে আজ কিছুই জোটে নি। এরই মধ্যে অন্যান্য জাতিগুলো জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন তোমরা তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবছ অথচ তাদের কাছে যেসব পরিক্ষীত অস্ত্রসস্ত্র আছে যা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো অবলম্বন করার কোন চেষ্টাই তোমাদের নেই। তাই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মুসলমান ছাত্ররা আবেগ তাড়িত হয়ে চলে। তাদেরকে দিয়ে অলি-গলিতে মারা-মারি করিয়ে, গালি দিয়ে তাদের চরিত্র ও শিক্ষা ধ্বংস করো না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠিচার্জ আর গুলি চালিয়ে তাদের মান-মর্যাদা ও শারীরিক ধ্বংসের ব্যবস্থা করো না।

আজ পর্যন্ত তোমরা তো এই খেলাই খেলছো। মুসলমান সন্তানদের তোমরা প্রথমে উত্তেজিত কর যার ফলে, বেচারারা ইসলামের ভালবাসায় রাজপথে নামে তারপর তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। তাদেরকে লাঠিচার্জ করা হয়। তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। আর তারা নিজেরাও জানে না, কেন তাদের সাথে এমনটি হয়। তাই আবেগ নিয়ে না খেলে তাদের সাহস যোগাও, তাদেরকে ভদ্রতা ও শালীনতার শিক্ষা দাও। তাদেরকে বলো, যদি দুনিয়ার বুকে নিজেদের জন্য কোন সম্মানজনক স্থান পেতে চাও তাহলে প্রথমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতম স্থান অর্জন কর, তোমাদের প্রকৃত সম্মানজনক স্থান লাভ করার এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

তৃতীয়ত ঃ আরব এবং মুসলমানদেরকও ইনশাআল্লাহ্ পরামর্শ দিব–এই নতুন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তোমাদেরকে কোন্ ধরণের কর্ম করতে হবে। কোন্ ধরণের ভুল করেছ যার পুনরাবৃত্তি হওয়া সমীচীন নয় এবং আগামী কালের জন্য কোন্ ধরণের কর্মপন্থা হবে। এটা নির্বোধ ও আবেগের কথা যে, ইংরেজদের ঘৃণা কর। আমেরিকাকে ঘৃণা কর। এটা তো পাগলের কথা। পৃথিবীতে ঘৃণা কখনও সফলতা লাভ করতে পারেনি। উচ্চাঙ্গের চরিত্রই জয়লাভ করেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান চারিত্রিক আদর্শই সফলতা লাভ করে থাকে এবং তা হওয়াই অবধারিত। মুসলমানগণ যদি এই জীবনকে বাস্তবায়িত করে তাহলে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শে পরিণত হবে। এটা তো এমন এক সীরাত (জীবন) যা পৃথিবীতে বিজিত হবার জন্য সৃষ্টি হয়নি। দুনিয়ার কোন শক্তি সীরাতে মুহাম্মদীর ওপর জয় লাভ করতে পারবে না। সুতরাং সেই ইনসাফের চরিত্রের দিকে ফিরে এসো। সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করো। তাহলে দুনিয়ার সকল সমস্যা সমাধান হতে পারে। প্রকৃত সেই বিপ্লব সাধিত হতে পারে যাকে আমরা এই দুনিয়াতে খোদা প্রদত্ত জান্নাত বলে আখ্যা দিতে পারব।

আজ খেলাফতে আহমদীয়ার ধারাবাহিকতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) অনুরূপ সতর্ক বার্তাই দিয়ে চলছেন বিশ্বের সর্বত্র। সকল আহমদী এ প্রত্যাশায় প্রিয় ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে চলছে। মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই কামনাই আমরা করি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর আশিসময় খেলাফতকালে তার গতিশীল নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। জগত সে শুভ দিন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করুক। আমীন!

সূচিপত্র

১৫ নভেম্বর, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফোর্টস্থ বাইতুল আফিয়াতে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর
১৬ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**। ৯

আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) ১৮
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ২১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

কলমের জিহাদ ২৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

কোন ধর্মের ওপর আঘাত করার শিক্ষা ধর্মে নেই ২৬
মাহমুদ আহমদ সুমন

তবলীগ ও তার পদ্ধতি ২৯
খন্দকার আজমল হক

বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৩১
নাবিদ আহমদ লিমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৪
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

দোয়া কবুলিয়্যতের একটি অনবদ্য ঘটনা ৩৫
গিয়াস উদ্দিন আহমদ

বগুড়া জেলার ধূনট উপজেলার চিকাশী গ্রামে আহমদীয়াত ৩৬
মোহাম্মদ মোবাশ্বেরুল ইসলাম

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ৩৮

সংবাদ ৪৩

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর
বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ
وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝١٠ ع

১০। আর (বান্দাদের) সোজাপথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র, কেননা এ (পথ)-গুলোর মাঝে বাঁকা পথও রয়েছে। আর তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিয়ে দিতেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ
شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١١

১১। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এতে রয়েছে সুপেয় পানি। আর এ থেকেই (সেসব) গাছপালা (উৎপন্ন) হয় যেগুলোতে তোমরা (গবাদি পশু) চরিয়ে থাক।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ
وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١٢

১২। এ দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য (সব ধরনের) ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সব ধরনের ফলফলাদিও উৎপন্ন করেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য এক নিদর্শন রয়েছে[১৫৩৩]।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ
بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ ۝١٣

১৩। আর তিনি রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তাঁরই আদেশে তারকারাও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায়।

১৫৩৩। উদ্ভিদ ও গুল্মাদি গজাবার উৎপাদিকা শক্তি মাটিতে সুপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির পানি না পেলে সেই শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। একইভাবে মানুষ অতি উত্তম সহজাত বা স্বাভাবিক কার্যক্রমতা বা মনোবৃত্তির অধিকারী হলেও সে পবিত্র ওহী-ইলহামের সাহায্য ছাড়া ঐ সকল গুণকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবলমাত্র তার বুদ্ধিমত্তার ওপরই নির্ভরশীল– এই কথা বলা, আর পানি ছাড়া মাটি থেকে গাছ-গাছড়ার উৎপাদন হতে পারে বলা, একই কথা।

হাদীস শরীফ

উত্তম পারিবারিক জীবন
স্বামী-স্ত্রীর সোহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা

হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? তিনি (সা.) বললেন, যা তুমি খাও, তাকেও তা-ই খাওয়াবে। যা তুমি পর, তাকেও তা-ই পরাবে। তার চেহারায় কোন আঘাত করবে না। তার কোন ভুলের দরুন যদি তাকে শিখানোর জন্য তোমাকে পৃথক থাকতে হয়, তবে গৃহের মধ্যে তা করবে, ঘর হতে বের করবে না। [আবু দাউদ]

হযরত সুবহান বিন বুহুদুদ রাযি আল্লাহু তা'লা আনহু, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'সর্বোৎকৃষ্ট ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয় যা সে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য, বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে তার সহযোগিতার জন্য ব্যয় করে। [মুসলিম]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি যদি কাউকে আদেশ করতে পারতাম যে, সে অন্য কাউকে সিজদা করে, তবে স্ত্রীকে বলতাম, তুমি তোমার স্বামীকে সিজদা করবে।" [তিরমিযী]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে আসতে দিবে না। [বুখারী]

হযরত ইবনে উমর রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হালাল (বৈধ) বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে ত্বালাক। অর্থাৎ-প্রয়োজনের ভিত্তিতে এর অনুমতি তো আছে, কিন্তু তা খোদা তা'লার ভীষণ অপছন্দনীয় বিষয়। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী-গমনের সময় এই দোয়া করে: আল্লাহ্‌র নামের সাথে। আল্লাহ্, আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা কর এবং এই সন্তানকেও শয়তান হতে নিরাপদ রাখ, যা আমাদেরকে দিবে'– তবে তাদের জন্য কোন সন্তান, আল্লাহ্ তা'লার সংকল্প থাকলে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। [বুখারী]

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু তা'লা আনহা বলেন : একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসল। তার দু'টি শিশু বালিকাকে সে বহন করছিল। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুই বালিকাকে এক একটি খেজুর দিল এবং একটা খেজুর তার নিজ মুখে দিল। কিন্তু সে খেজুরটাও তার মেয়েরা তার নিকট চেয়ে বসল। এতে সে ঐ খেজুরটি তার মুখ হতে বের করল। তা দুই ভাগ করল একটা অংশ এক মেয়েকে এবং অন্য অংশটা অন্য মেয়েটিকে দিল। আমি তার মাতৃস্নেহ দেখে আশ্চর্য হলাম এবং 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে তা বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'লা তার এই কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেছেন। অথবা তিনি উল্লেখ করে ছিলেন যে, তার এই অপত্য স্নেহের কারণে তিনি তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। [হাদিকাতুস সালেহীন]

সংকলন: ***এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার***

অমৃতবাণী

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে যারা পরিহার করে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার রীতি হলো, তিনি তাদের হৃদয়কে সত্যে পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে-সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধারা সঞ্চালন করেন। তিনি তাদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেন এবং তাঁদের মাঝে পবিত্র প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন ঘটান আর পরিণতি উপলব্ধি করার ও ধ্বংসস্থল সম্পর্কে সাবধান থাকার জ্ঞান দান করেন। সকল কল্যাণ তাদের দিকে প্রবাহিত করেন আর সকল অকল্যাণ হতে তাঁদের দূরে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে কুরআনের তত্ত্ব ও নবী (সা.)-এর সুন্নতের জ্ঞান দান করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের লালন-পালন করেন ও নিজ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে ভূষিত করেন, একই সাথে এমন সকল বিষয় ও স্থান যা স্খলনের কারণ হতে পারে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁদেরকে ইসলামের (সীমানা ও শিক্ষার) রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেন যা সকল কল্যাণের উৎসস্থল। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ কল্যাণের অফুরন্ত সঞ্জীবনী ধারা প্রতিনিয়ত তাদের দিকে প্রবাহিত হয় আর এই ঐশী প্রস্রবণের কল্যাণে তাঁদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতি বা আলোর ফুৎকার করা হয়। মানুষ চেষ্টা করে পুণ্যকর্ম করে আর তাঁরা করেন সহজাত প্রেরণায়।

তাঁদের হাতে পুণ্যকর্ম তাঁদের সুস্থপ্রকৃতির তাড়নায় সাধিত হয়, কৃত্রিমভাবে নয়। যেভাবে ঝর্ণা প্রবল বেগে প্রবহমান থাকে এঁদের মাঝে প্রকৃতিগত সাধুতা সেভাবে বিরাজ করে। কঠিন কাজ সম্পাদনে অন্যদের যেমন কষ্ট হয় তাঁদের তা হয় না। ভয়ের মুহূর্তে তুমি তাঁদেরকে পর্বতের মত অবিচল দেখতে পাবে এবং চরম বিপদের সময় তাঁদের বীরত্ব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁরা চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত হন এবং চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অপারগতায় নয় বরং ভালোবাসার প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন।

বিপদের ভয়াবহতার ভয়ে নয় বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা প্রাণ উজাড় করে দেন। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। তুমি তাঁদের মধ্যে নোংরা স্বভাব ও মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করার অভ্যাস দেখবে না। তাঁরা (অর্থাৎ ওলীগণ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্র আর এতিম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। তাঁরা পঙ্কিলতা, কুটিলতা এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা অলৌকিক ও ঈমানী ঐশী নূরের জ্যোতিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়-আঙ্গিনা এমন আধ্যাত্মিক প্রাণীকূলের বিচরণস্থল যারা অন্যদের কাছে ভয়ে ধরা দেয় না। তাঁরা খোদার দ্বারে সেজদাবনত অবস্থায় থাকেন। তাঁদের আত্মা তাঁর ভালোবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিহার করেন। প্রবৃত্তি ও এর তাড়না কাকে বলে তা তাঁরা জানেন না। খোদা তা'লা নিজ প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান তাঁদের পরিচালিত করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার ফলে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন। তারপর করুণাবশত তাঁদেরকে নিজ বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, সাধুতা, পুণ্য ও সাফল্যের প্রতি আহবান করেন।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ০২-০৩ থেকে উদ্ধৃত]

‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

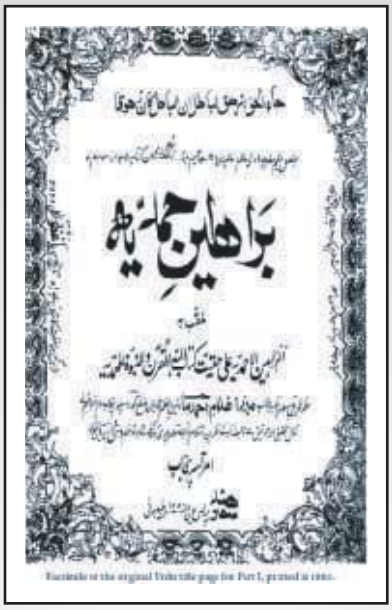

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৫ম কিস্তি)

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

দ্বিতীয় খণ্ড

“যাআলহাক্কু ওয়াযাহাকাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানাযাহুকা”

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের পথ-প্রদর্শকের মহান কৃপায় এবং পথহারাদের সঠিক পথ-প্রদর্শনকারীর সার্বজনীন করুনায় এ অখণ্ডনযোগ্য গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে,

বারাহীনে আহমদীয়া

এর পুরো নাম হলো, ‘আলবারাহীনুল আহমদীয়া আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহিল কুরআন ওয়ান্ নবুয়্যতীল মুহাম্মদীয়াহ’।

গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান গ্রামের সুমহান নেতা এবং পাঞ্জাবের মুসলমানকূলের গর্ব, জনাব মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব (খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন) ইসলাম বিরোধীদের সামনে এর সত্যতার প্রমাণ স্পষ্ট করার জন্য চূড়ান্ত গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর ১০ হাজার রূপী (পুরস্কার) প্রদানের প্রতিশ্রুতির সাথে এটি প্রকাশ করেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপা খানা
অম্রিতসর
পাঞ্জাব
১৮৮০ খৃষ্টাব্দ

আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবো, সুতরাং আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না। (সূরা আম্বিয়া)

বারাহীনে আহমদীয়ার বিরোধীদের ত্বরাসূলভ আচরণ।

বেশ কিছু পাদ্রী ও হিন্দু ভদ্রলোক তড়িঘড়ি করে সফীরে হিন্দ, নূর আফশাঁ ও বিদ্যিয়া প্রকাশক পত্রিকায় আমাদের নামে বিভিন্ন প্রকার ঘোষণাপত্র ছাপিয়েছেন। এতে তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা অবশ্যই এই বইয়ের উত্তর দেবেন। কিছু মানুষ ডোমদের ন্যায় এমন ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছে যার মাধ্যমে তাদের প্রকৃতিগত পবিত্রতার চিত্রই খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে! তারা নিজেদের অভদ্রোচিত ও ইতর বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের হুমকি-ধমকি দেয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে; কিন্তু আমি যে তাদের ভিতরের খবরও রাখি তা তাদের জানা নেই। তাদের মিথ্যা, নীচ ও হীন চিন্তাধারা আমাদের জন্য গোপন কোন বিষয় নয়। তাই এটি কি করে হতে পারে যে, আমরা তাদের ভয় করব? আর তারা আমাদের কিইবা ভয় দেখাবে?

তুচ্ছ পতঙ্গের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তা অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে প্রজ্জ্বলিত প্রদিপে ঝাঁপ দেয়।

যাই হোক আমি তাদের সশ্রদ্ধ অনুরোধ

করবো যে, কিছুটা ধৈর্য ধরুন। বই এর কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার পর যত ইচ্ছা সমালোচনা বা হৈচৈ করতে পারেন। প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, 'সত্যের মৃত্যু নেই' তাই কোন পাদ্রী বা পন্ডিত আমাদের সামনে দাঁড়াবে– এটি কি করে সম্ভব? আর নিছক কারো অপলাপে আমাদের কিইবা ক্ষতি হতে পারে?

বরং এমন আচরণে পাদ্রি ও পন্ডিতদের সততার চিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা যে গ্রন্থ এখনও দেখেনি-শুনেনি, না তাতে বিধৃত প্রমাণাদির কোন ধারণা আছে, না এটি কোন মানের গবেষণাকর্ম তার কোন সংবাদ রাখে; তাই বড় গলায় সে গ্রন্থের খন্ডন লিখার দাবি করে বসা! এটিই কী এদের সততা ও ঈমানের পরিচয়?

বন্ধুগণ! যেখানে আপনারা আমার উপস্থাপিত যুক্তিমালা ও প্রমাণাদিই দেখেননি, সেখানে কি করে বুঝলেন যে, আপনারা এর উত্তর লিখতে সক্ষম হবেন? যতক্ষণ কারো উপস্থাপিত যুক্তি, প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ বা তার লিখিত কোন দলিল বা যুক্তি সম্পর্কে অবহিত না হবেন আর যতক্ষণ যাচাই করা না হবে যে তা সুনিশ্চিত নাকি অনুমানিক, তা-কি সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না-কি ভ্রান্তির ওপর; ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্পর্কে কোন বিরোধী মতামত ব্যক্ত করা আর অনর্থক তা খণ্ডনের আস্ফালন করা বিদ্বেষ নয় তো আর কি? আপনারা যেহেতু বাস্তব চিত্র উদঘাটনের পূর্বেই এর উত্তর লিখার সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তাই আপনাদের অবাধ্য প্রবৃত্তি কথায় কথায় প্রতারণা, সত্যকে ঘোলাটে করা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও অসৎপন্থা অবলম্বন থেকে কি করে বিরত থাকতে পারে? কেননা তা মরিয়া হয়ে উত্তর প্রদানের বাহবা কুড়াতে ব্যগ্র।

যদি আপনাদের মাঝে বিন্দু পরিমাণও সদিচ্ছা থাকত আর আপনাদের হৃদয়ে ন্যায়-নিষ্ঠার লেশ মাত্র থাকত, তাহলে আপনারা এভাবে ঘোষণা দিতেন যে, যদি গ্রন্থের যুক্তি-প্রমাণাদি বাস্তবিকই সত্য ও সীঠক হয়, তাহলে সর্বান্তঃকরণে আমরা তা গ্রহণ করব; নতুবা সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এর খণ্ডন লিখব। যদি আপনারা এমনটি করতেন তাহলে ন্যায়পরায়ণদের দৃষ্টিতে ন্যায় পরায়ণ ও স্বচ্ছমনা আখ্যা পেতেন। কিন্তু যারা খোদার সাথেও অবিচার করতে ভয় করে না তাদের হৃদয়ে সততা বা সুবিচার থাকবে এমনটি আমরা আশা করি না। তাদের কেউ কেউ তাঁকে স্রষ্টার পদ থেকে অব্যহতি দিয়েছে। কতেক এককে তিন বানিয়ে বসেছে। কেউ মনে করে খোদা কোন সময় নাসেরায় বসবাস করতেন, আর অন্য কেউ তাঁকে টেনে এনেছে অযোদ্ধার দিকে! সার কথা হলো, দোহাই! তিলেক মাত্র বিলম্ব করবেন না। আমাদের প্রতিদ্বন্দিতায় প্লেটো হওয়ার ভান করুন, ব্যেকনের রূপ ধারণ করুন, এরিস্টোটলের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ধার নিন, নিজেদের কৃত্রিম খোদাদের কাছে করজোড়ে সাহায্য যাচনা করুন; এরপর দেখুন, আমাদের খোদা জয়যুক্ত হন– না কি আপনাদের মিথ্যা উপাস্যরা? মনে রাখবেন, যতক্ষণ এ গ্রন্থের জবাব না দেবেন ততক্ষণ বাজারে পশুতুল্য মানুষের সামনে ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং হিন্দুদের মন্দিরে আসন গেঁড়ে একমাত্র বেদকে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সত্য জ্ঞান আখ্যা দেয়া আর বাকী সকল বার্তাবাহক বা পয়গাম্বরদের প্রতারক আখ্যায়িত করা লজ্জা-শরম বিবর্জিত কাজ হবে।

হে বন্ধুগণ! আমিত্ব ও অহমিকা থেকে বিরত হবে কি-না?

নিজেদের স্বভাব পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করবে কি-না?

মিথ্যার প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ পরিহার করবে কি-না?

সত্যের পানে ফিরে আসবে কি-না?

আর কত দিন হিংসা ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত হতে থাকবে? সত্যের পানে কি শেষতকও পদক্ষেপ উঠাবে না?

যে বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত তা কিভাবে প্রত্যাখান করবে? ওজর-আপত্তি করতে গিয়ে কি বিবেক খাটাবে না?

সত্য করে বল, যদি কোন উত্তর দিতে না পার তাহলে পৃথিবীবাসীদের কীভাবে মুখ দেখাবে?

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন

ব্যাপক মূল্যহ্রাস ও ছাড় দেয়ার পর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের মূল্য কেবল মুসলমানের জন্য দশ রূপী নির্ধারিত হয়েছে, তাদের জন্য যারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও সঙ্গতি থাকলে নিজেদের ধর্মের সেবায় অর্থ ব্যয় করতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। কিন্তু অন্য ধর্মের কোন অনুসারী যদি এই বই ক্রয় করতে চায়, তাদের কাছে যেহেতু ধর্মের সাহায্যের আশা নেই তাই তাদের কাছ থেকে সেই পূরো মূল্যই আদায় করা হবে যা প্রথম অংশের ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘোষক
লেখক
বারাহীনে আহমদীয়া

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য নিবেদন।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতা তাকে সর্বদা সামাজিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী রাখে। এই সামাজিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আবশ্যকতা, এমন একটি সুবিদিত বিষয় যা সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তির দ্বিরুক্তি নেই। স্বয়ং আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের গঠন ও বিন্যাশ এমন যা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রথম প্রমাণ বহন করে। আমাদের হাত, পা, নাক, কান ও চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আমাদের সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন শক্তি-বৃত্তিগুলো এমনভাবে সৃষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ না করবে ততক্ষণ আমাদের দেহতন্ত্র আদৌ সুস্থভাবে চলতে পারে না আর মানবদেহ বিকল হয়ে যাবে। দু-হাতের যৌথ প্রচেষ্টায় যেকাজ হওয়া সম্ভব তা শুধু এক হাত দ্বারা সাধিত হতে পারে না। যেপথ দু'পা সম্মিলিত ভাবে অতিক্রম করে তা কেবল এক পা দ্বারা অতিক্রান্ত হতে পারে না। অনুরূপভাবে আমাদের সামাজিক ও পারলৌকিক জীবনের সকল সফলতা নির্ভর করে সহযোগিতার ওপর। কোন মানুষ ইহ ও পারলৌকিক কোন কাজ এককভাবে সমাধা করতে পারে কী? মোটেই নয়। ইহলৌকিক বা পারলৌকিক–পারস্পরিক সহযোগিতা

ছাড়া কোন কাজ চলতে পারে না। দেহের অঙ্গগুলো যেভাবে একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে থাকে অনুরূপভাবে প্রত্যেক গোষ্ঠী, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন, যদি তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকে, তাহলে সেই অভিন্ন লক্ষ্য সুন্দর ও সূচারুরূপে অর্জিত হতে পারে না। বিশেষ করে, এমন অসাধারণ কাজ যার উদ্দেশ্য হলো সুমহান গণকল্যাণ; তা সকলের সহযোগিতা ছাড়া সমাধা হতেই পারে না। একক ভাবে কোন ব্যক্তি সে কাজ করতে পারে না, আর কোন যুগে পারেও নি। সম্মানিত নবীগণ যারা খোদা-নির্ভরতা, সমর্পণ, ধৈর্য ও পুণ্যকর্মের সংগ্রামে সর্বাগ্রে, তাঁদেরকেও বাহ্যিক উপকরণ সামনে রেখে "মান আনসারী ইলাল্লাহ" (আল্লাহ্‌র কাজে কে আমার সাহায্যকারী– অনুবাদক) বলতে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাও প্রকৃতির এই নিয়মের সত্যায়নে স্বীয় শরিয়তে "ওয়াতাআনু আলাল বিররে ওয়াত্‌তাকওয়া" (অর্থাৎ পুণ্য ও তাক্‌ওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা কর– অনুবাদক) -এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানদের মাঝে অনেকেই এই কল্যাণময় নীতিটি ভুলে গেছে। এমন মহান ও মৌলীক নীতিকে তারা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছে, যাতে তাদের ধর্মের উন্নতি ও সম্মান নিহিত। অন্যান্য জাতি যাদের ঐশী গ্রন্থে এ সম্পর্কে এমন কোন তাকীদপূর্ণ নির্দেশ নেই, তারাও স্বীয় ধর্ম প্রসারে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে "তাআনু" (পরস্পর সহযোগিতা কর–অনুবাদক) নির্দেশটি অনুসরণ করে চলেছে। জাতিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার কল্যাণে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিয়ত প্রসার লাভ করছে। খৃষ্টানদেরকেই লক্ষ্য কর, স্বীয় ধর্ম প্রচারে আজকাল তারা কতটা আন্তরিক উদ্দীপনা রাখে আর কত পরিশ্রম ও প্রাণপণ চেষ্টা করছে– কেবল নতুন প্রকাশনা বা বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রসারের জন্য তাদের লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি রূপী গচ্ছিত থাকে। ইউরোপ বা আমেরিকার একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ইঞ্জিলের শিক্ষা প্রচারে, নিজের পুঁজি থেকে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদশালীরা সম্মিলিতভাবেও তার সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারবে না। যদিও একদিকে ভারতবর্ষে এক বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে, যাদের অনেকেই সম্পদশালী ও সঙ্গতিশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশ ভাল কাজে (কিছু ধনাঢ্য, মন্ত্রী ও কর্মকর্তা ব্যতিরেকে) মারাত্মকভাবে হীনবল, সংকীর্ণমনা ও কৃপণ। যাদের চিন্তাধারা কেবল কামনা-বাসনার দাসত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ আর যাদের মন-মস্তিক ভ্রুক্ষেপহীনতা বা ঔদাসীন্যের দুর্গন্ধে কলুষিত। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রয়োজনকে এরা কিছুই মনে করে না; পক্ষান্তরে নাম ও মিথ্যা সম্মানের জন্য বাড়িঘরসহ সবকিছু উজাড় করে দিতেও দ্বিধা করে না। বিশেষ করে ধর্মের প্রয়োজনে উদার মুসলমানদের (উদাহরণস্বরূপ একজন হলেন, সাইয়্যেদেনা ও আমাদের সেবাধন্য পটিয়ালার মুখ্যমন্ত্রী হযরত খলীফা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাসান খান বাহাদুর সাহেব) এত অভাব যে, তাদের হাতের আঙ্গুলেও গুণা যায়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে পর্দা করা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যারা বলে, ইসলামে মুখমন্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হলো মুখমন্ডল। মুখমন্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমন্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার ওপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া হয় অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমন্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো বলেন– "কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।" (আল ফযল ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

জুমুআর খুতবা

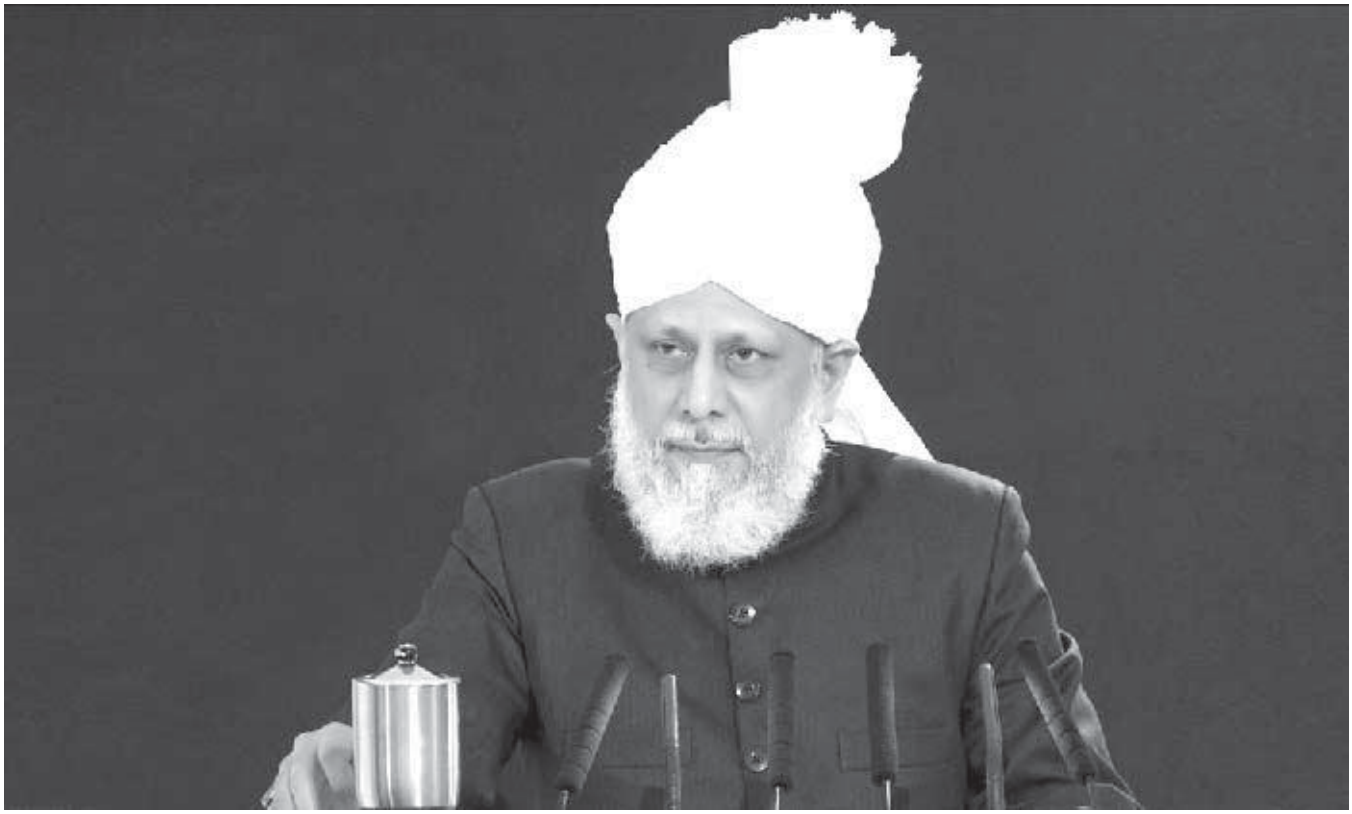

ইসলাম, তথা আহমদীয়াতের প্রচারে আহমদীয়া জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ

জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফোর্টস্থ বাইতুল আফিয়াতে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১৬ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি আমি হল্যান্ড-এ ছিলাম। সেখানকার স্থানীয় পত্রিকার এক সাংবাদিক যিনি জাতীয় প্রত্রিকায়ও লেখেন, আমাকে বলেন, 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কি পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল জামা'ত? আমি বললাম, 'আন্তর্জাতিক জামা'ত হিসেবে যদি আপনি দেখেন তাহলে নিঃসন্দেহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল জামা'ত'। আর এখন আমাদের সেসব বিরোধী যাদের জামা'তের প্রতি দৃষ্টি রয়েছে তারাও একথা স্বীকার করে। এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ যে, ভারতের ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উদ্ভূত ধ্বনী বা আওয়াজ আজ পৃথিবীর সকল শহর ও গ্রামে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আর এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তখন আরো সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে বা আরো উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে যখন আমরা দেখি, একজন সাধারণ মানুষ যখন চিন্তাও করতে পারতো না আর স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না যে, আহমদীয়া জামা'ত সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করবে; এমন সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দৃপ্ত কণ্ঠে ও দৃঢ়তার সাথে তাঁর রচনা এবং বক্তৃতায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে

বলতেন, "এমন এক সময় আসবে যখন সারা পৃথিবীতে এই জামা'ত পরিচিতি লাভ করবে আর জামা'তের প্রসার এবং বিস্তার নিজ গুণে একটি নিদর্শন হবে এবং ঐশী সমর্থনের প্রমাণ হবে"।

একবার তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে বিস্তৃত করছেন"। আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বরং একটি রেওয়ায়েত-এ এটিও উল্লেখিত আছে অর্থাৎ তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা ধীরে ধীরে এই জামা'তকে এমনভাবে বিস্তৃত করবেন যে, জামা'ত সবার ওপর জয়যুক্ত হবে"। আজকের সব পরীক্ষা উবে যাবে। আল্লাহ্ তা'লার রীতি হলো, সব কাজ ক্রমান্বয়ে হওয়া। তিনি (আ.) বলেন, "কোন গাছ এত দ্রুত ফল বহন করে না যত দ্রুত উন্নতি আমাদের জামা'ত করছে। এটি খোদার কাজ যা এক বিস্ময়কর বিষয়। এটি খোদা তা'লার একটি নিদর্শন এবং মোজিযা"।

অতএব আমরা তো এই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর নিশ্চয় প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তায় প্রকৃত বিশ্বাস রাখে সেও এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা কেবল ১২৫ বছর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র ও দূরবর্তী স্থান থেকে উদ্ভূত ধ্বনিকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শুধু বিস্তৃতই করেন নি বরং নিষ্ঠাবানদের সমন্বয়ে একের পর এক জামা'তও প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন যারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসে উন্নতি করে চলেছে। সেই খোদা নিজ অনুগ্রহে তাঁর একথাও পূর্ণ করবেন ইনশাআল্লাহ্, অর্থাৎ পরীক্ষা উবে যাবে এবং এই জামা'ত সবার ওপর জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজকাল আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি সে যুগে জামা'ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে আর এই ক্রমোন্নতি পৃথিবীবাসীর চোখেও ধরা পড়ছে। সে কারণেই সেই সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, এই জামা'ত কি পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভকারী জামা'ত? আরো অনেক জায়গায় অ-আহমদীরা এই প্রশ্ন করে এবং স্বীকারও করে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুব দ্রুত প্রসারমান একটি জামা'ত। যদিও একইসাথে পরীক্ষাও দিতে হচ্ছে কিন্তু শত্রুর অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রকে যদি দেখেন তাহলে এই পরীক্ষা কিছুই নয়।

আর প্রতিটি পরীক্ষা, আহমদীয়াতের কারণে কোন আহমদী যখন ব্যক্তিগতভাবে এর সম্মুখীন হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো জামা'তও যদি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, প্রতিটি পরীক্ষা পূর্বের চেয়ে সমধিক ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসে। প্রত্যেক আহমদী যে পাকিস্তান থেকে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে এসেছে যদি তার মাঝে কৃতজ্ঞতার চেতনাবোধ থাকে তাহলে একথা সে অস্বীকার করতে পারবে না যে, পরিস্থিতির কারণে স্বদেশ থেকে হিজরতের পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর কত অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন। শুধু তাই নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব রিপোর্ট বা প্রতিবেদন আসে তাতে বয়আতেরও উল্লেখ থাকে এবং বয়আতকারীদের ঘটনাবলীও বিধৃত থাকে; সেগুলো পাঠ করে আশ্চর্য হতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা কোন কোন স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে আর একইসাথে তাঁর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা কত অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করছেন। এটি যদি মানুষের হাতে গঠিত কোন জামা'ত হতো তাহলে জামা'ত প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে এবং শুরু থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যত বিরোধিতা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর মান্যকারীদের যে বিরোধিতা হচ্ছে এরফলে এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা এবং এই জামা'তের মিথ্যাচার স্পষ্টভাবে সামনে আসার কথা। কিন্তু ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে ক্রমাগত উন্নতি দিচ্ছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক বৈঠকে বলেন, "বিরোধীরা সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছে কিন্তু খোদা তা'লা উন্নতি দিয়েছেন। এটিই সত্যতার প্রমাণ যে, পৃথিবী ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে কিন্তু সত্য বিস্তার লাভ করে"। তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের বিরোধিতায় এমন কোন্ অপচেষ্টা আছে যা করা হয়নি কিন্তু অবশেষে তারা ব্যর্থতাই দেখেছে। এটি খোদা তা'লারই নিদর্শন'।

"এমন এক সময় আসবে যখন সারা পৃথিবীতে এই জামা'ত পরিচিতি লাভ করবে আর জামা'তের প্রসার এবং বিস্তার নিজ গুণে একটি নিদর্শন হবে এবং ঐশী সমর্থনের প্রমাণ হবে"

অতএব যেমনটি আমি বলেছি, বিরোধীরা শক্তি প্রয়োগ করে আসছে আর আজও করছে কিন্তু আজও বিরোধীদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, আমাদের বিরুদ্ধে বড় বড় আলেমদের সমস্ত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বরং আহমদীয়াতের বিরোধিতায় বিভিন্ন সরকারের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথাই পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ বিরোধীরা ব্যর্থ হবে আর এটি খোদা তা'লার নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নিদর্শন প্রকাশ করছেন এবং কীভাবে মানুষকে ধরে ধরে বা এক এক করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করছেন তা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হতে হয়।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর

বৈঠকে বা মজলিসে উল্লেখ করা হয়, লাহোর থেকে এক ব্যক্তির পত্র এসেছে। সে ব্যক্তিকে স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্য। সে ব্যক্তি এক ফকীরের ভক্ত বা মুরীদ ছিল যে দাতাগঞ্জ বখ্‌শ সাহেবের মাজারের পাশেই থাকতো। সেই ব্যক্তি তার পীর বা ফকীরের কাছে একথা উল্লেখ করে। সেই পীর বলেন, এত দীর্ঘকাল যাবৎ মির্যা সাহেবের উন্নতি হওয়া তাঁর সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। তখন নিজ ধ্যানে মগ্ন আরেকজন ফকীর সেখানে আসে, দরবারে এমন অনেকেই বসে থাকে, তিনি বলেন, বাবা আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করার সুযোগ দাও অর্থাৎ আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লার কাছে জিজ্ঞেস করতে দাও, আসল বিষয় কী। দ্বিতীয় দিন সেই ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছেন, মির্যা হলেন, মওলা। তখন প্রথম ফকীর তাকে উত্তরে বলে, মওলানা বলে থাকবেন। তিনি তোমার-আমার তথা আমাদের মতো সবার মওলা বা মওলানা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন বলেন, আজকাল স্বপ্ন এবং রুইয়্যা অনেক দেখানো হচ্ছে; সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে অবহিত করতে চান। খোদা তা'লার ফিরিশ্‌তারা সেভাবেই ঘোরাফেরা করে যেভাবে আকাশে পঙ্গপাল উড়ে বেড়ায়। তারা হৃদয়ে একথা সঞ্চার করেন, গ্রহণ কর, মেনে নাও।

আরেক ব্যক্তির অবস্থাও তিনি (আ.) বর্ণনা করেন, যে হুযূরের বিরোধিতায় একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বপ্নে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি মির্যা সাহেবের খন্ডন লিখছ অথচ তিনি সত্য। অতএব এই হলো, ঐশী দিক নির্দেশনা যা খোদা তা'লা পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের দান করেন। সেই যুগের তুলনায় আজকাল তবলীগের উপায়-উপকরণ আমাদের হাতে অনেক বেশি রয়েছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ছিল; কিন্তু তাসত্ত্বেও খোদা তা'লা যেভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে অর্থাৎ রুইয়্যা ইত্যাদির মাধ্যমে যার হৃদয় উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। নিঃসন্দেহে যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা করেন এমন মানুষকে তবলীগও প্রভাবিত করে কিন্তু খোদা তা'লা সরাসরিও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেন।

আজও অগণিত এমন মানুষ আছেন যারা এভাবে হিদায়াত বা পথের দিশা লাভ করেছেন এবং করছেন। তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা স্বীকার করে এবং তাঁর হাতে বয়আত করে। এখন আমি গত বছরের এমন কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এমন অজস্র ঘটনার মাঝে আমি মাত্র কয়েকটি নিয়েছি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেছেন। তাদের কথা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। তারা কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করছেন বরং অনেকে এমন অঞ্চলে বসবাসকারী যেখানে কোন যোগাযোগ মাধ্যমও নেই কিন্তু খোদা তা'লা তাদেরকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করছেন।

মরিশাসের কাছে একটি ছোট দ্বীপ আছে যার নাম হলো মায়ুট (Maut)। মরিশাসের মুবাল্লিগ সেখানে সফরে যান। তিনি বলেন, এক অ-আহমদী বন্ধু স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিছুদিন পর তার এমটিএ দেখার সুযোগ হয়। এমটিএ-তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, ইনিই সেই বুযূর্গ যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। এভাবে যখন তাকে ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আহমদীয়াতই সত্য ইসলাম এবং এরপর তিনি বয়আত করেন।

অনুরূপভাবে আরেকটি দূরবর্তী দেশ হলো গিনি কোনাকরি যা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অবস্থিত এবং আফ্রিকার একটি দেশ। এখানে শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সোলেমান সাহেব দীর্ঘদিন যাবত যেরে তবলীগ হিসেবে ছিলেন কিন্তু বয়আত করছিলেন না। একদিন তিনি আসেন এবং বলেন, এখন আমি আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত তাই বয়আত করতে চাই। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কীভাবে আশ্বস্ত হলেন। তিনি তখন তার একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন, আমি একটি নৌকায় আরোহিত ছিলাম। আমাদের নৌকার পাশে দ্বিতীয় আরেকটি নৌকা ছিল যা পানিতে ডুবে যাচ্ছিল এবং সেই নৌকার আরোহীরা সাহায্যের জন্য আমাদেরকে ডাকে। আমরা তাদের সাহায্য করি আর তারাও আমাদের নৌকায় আরোহন করে। এরপর আমরা যে টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে বসেছিলাম সেখানে ইমাম মাহদী (আ.)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদেরকে পান করার জন্য একটি দুধের পেয়ালা দেন। আমি সেই পেয়ালা নিজের হাতে নিয়ে পেট ভরে দুধ পান করি যা খুবই সুস্বাদু ছিল। এরপর আমার চোখ খুলে যায় আর আমি বুঝতে পারি, এই প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নৌকায় আরোহন এবং তাঁর হাতে বয়আতের মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। এরপর তিনি বয়আত করেন।

আরেকটি দেশ হলো আইভরিকোস্ট। সে দেশের একজন অধিবাসী আল্ আহসানী সাহেব একটি স্বপ্ন শুনান। তিনি বলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, বিশাল এক জনসমাবেশ। আমার এক সাথী বলেন, এই সমাবেশে ইমাম মাহদী (আ.)ও রয়েছেন। ঔৎসুক্যের কারণে আমি ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেই। আমার সাথী বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ কর। আমি স্বপ্নেই বয়আত করি। এরপর যখন সেই সমাবেশের কাছে যাই বাস্তবিকই সেখানে ইমাম মাহদী (আ.)-কে দেখি। আমি দেখি যে, তিনি তবলীগ করছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এরপর দক্ষিণ ভারতের কেরালা জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব তার রিপোর্টে লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধু আছেন যিনি এমটিএ এবং স্বপ্নের মাধ্যমে পাঁচ মাস পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার ঘরে ক্যাবলের মাধ্যমে টেলিভিশন দেখতেন। হঠাৎ একদিন তার এমটিএ দেখার সুযোগ হয়। তার আগ্রহ

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আব্দুল হামীদ সাহেব, যিনি আহমদী হয়েছেন, তরিকতের (সূফী মতবাদ) সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং একজন পীরের হাতে বয়আত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, দুই এক মাসই এমটিএ দেখা হয়েছে। এরপর স্বপ্নে দেখেন, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাজার যিয়ারত করছেন। তার প্রয়াত পীর সাহেবকেও তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাজার যিয়ারত করতে দেখেন। এই স্বপ্নের পর জামা'তের সন্ধানে তিনি জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে আসেন এবং বলেন, আমি বয়আত করতে চাই। প্রেসিডেন্ট সাহেব তাকে আরো গবেষণা করতে বলেন। এরপর তিনি জামা'তের আমীরের কাছে গেলে তিনিও একই কথা বলেন। এরপর তিনি কাদিয়ান পৌঁছেন এবং সেখানে গিয়ে বয়আত করেন।

একইভাবে উত্তর আফ্রিকার একটি দেশের নাম হলো তিউনিসিয়া। এখানকার এক বন্ধুর নাম হলো, কাদের। তিনি বলেন, জামা'তের শিক্ষায় আমি প্রভাবিত ছিলাম কিন্তু বয়আতের ব্যাপারে আমার মন সায় দিচ্ছিল না কেননা ইমাম মাহদীকে নবী হিসেবে মেনে নিতে আমার হৃদয় প্রস্তুত ছিল না। এটি মৌলিক বিষয়। কেউ যদি এই বিষয়টি বুঝে, বিশেষ করে মুসলমানরা যদি বুঝতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি হলো, শরীয়ত বিহীন নবী হওয়ার এবং যা পাওয়ার তিনি তা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণেই পেয়েছেন, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং তাঁর ভালোবাসার কারণে নবী আসতে পারে, তাঁর ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা কাউকে নবীর মর্যাদা দিতে পারেন, আর আগমনকারী মসীহ্‌র নবীর মর্যাদা নিয়েই আসার কথা ছিল। যাহোক একথা মানতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি বলেন, এরপর আমি সিদ্ধান্ত নেই, যদি খোদা তা'লা আমাকে অবহিত করেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই ইমাম মাহদী তাহলে আমি বয়আত করব। তিনি বলেন, ইত্যবসরে এক আহমদী বন্ধুর সাথে আমার আলোচনা হয়। তিনি আমাকে একটি রেফারেন্স দেন, যে ব্যক্তি ইমাম মাহদীকে চেনার পরও বয়আত করবে না তার মৃত্যু হবে অজ্ঞানতার মৃত্যু। তিনি বলেন, এই কথার আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। রাতে আমি ইস্তেখারা করি এবং স্বপ্নে দেখি, আমি কুরআন শরীফ পড়ছি আর এমন একটি স্থানে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে যাই যেখানে লেখা ছিল, 'ইন্নী আনসুরুকা ইয়া আহমদ'। তিনি বলেন, এই স্বপ্ন দেখে আমি তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত গ্রহণ করি।

আরেকটি দেশের নাম হলো মালি। সেখানকার মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, এক ব্যক্তির নাম হলো, কোলিবালি সাহেব। এখানকার একটি ছোট্ট শহরে তিনি বসবাস করতেন। তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। ২০১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তার বয়আত করার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলেন, ১৯৬৪ সনে যখন তিনি আইভরিকোস্টে বসবাস করতেন তখন একদিন স্বপ্নে দেখেন, দু'জন শেতাঙ্গ তার কাছে এসে বলেন, ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন তাঁর হাতে বয়আত কর। এই স্বপ্ন দেখার পর জীবনের এক দীর্ঘ সময় কেটে যায়। তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং স্বপ্নের কথা ভুলে যান। কিন্তু ২০১৪ সনে একদিন তিনি রেডিও টিউন করতে গিয়ে আহমদীয়া রেডিও খুঁজে পান। সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের অনেক রেডিও স্টেশন কাজ করছে। যখন রেডিও শোনা আরম্ভ করেন আর ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ শুনতে পান; তিনি বলেন, আমার হৃদয়ের অবস্থা পাল্টে যায় আর সেই স্বপ্নের কথাও মনে পড়ে। তিনি তখন খোদার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন যার সংবাদ ৫০ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হয়েছিল। নেক প্রকৃতির লোকদের আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস হতে দেন না। সময় কেটে গেলেও বা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

আরেকটি দেশের নাম হলো, সোয়াযিল্যান্ড। সেখানকার এক আহমদী যুবকের নাম তাহের। কিছুকাল পূর্বে তিনি বয়আত করেন। এ বছর ২৭শে রমযানের রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, পূর্ণ চন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমা ছিল, দিবালোকের মতো দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল। স্বপ্নে আওয়াজ আসে, এটি সেই আলো যা তুমি লাভ করেছ, এটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, এটি এখন ধীরে ধীরে পুরো সোয়াযিল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়বে। স্বপ্নে আমাকে বোঝানো হয়েছে, এই আলো বলতে আহমদীয়াত বোঝায় যা ধীরে ধীওে পুরো দেশে বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। এই স্বপ্নের পর এই নতুন আহমদী আহমদীয়াতের বিশ্বাসে অসাধারণ দৃঢ়তা লাভ করেন।

মালিরই আরেকটি ঘটনা। একটি জামা'তের নাম হলো, নান্দ্রে বোগো। সেখানকার এক বুযূর্গের নাম সাঈদ সাহেব। আহমদীয়াত সম্পর্কে তিনি শুনেছিলেন কিন্তু নিশ্চয়তার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে চল্লিশ রাত চিল্লা করেন আর বলেন, একুশতম রাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন আর সাথে আমাকেও দেখেন। উভয়েই তার ঘরে আসেন আর তাকে সাথে করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি বলেন, এই স্বপ্ন দেখে তিনি আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

মানুষ মনে করে, আফ্রিকানরা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আহমদীয়াত মেনে নেয়। তাদের মাঝে যেহেতু সত্যের অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তাই তারা শুনে এবং যাচাই করে, গোয়ার্তুমি প্রদর্শন করে না বা গোয়ার্তুমি করে না। প্রকৃতিগতভাবে তারা যেহেতু নেক তাই খোদা তা'লা পথ প্রদর্শন করেন। ধর্মের জন্য সেই ব্যক্তির হৃদয়ে এক বেদনা ছিল এ কারণেই চল্লিশ দিন চিল্লা করার কথা ভেবেছেন।

মালিরই আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন তার নাম হলো বামা সাহেবো। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কথা শুনেছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে, আহমদীয়াত সত্য কি মিথ্যা। তিনি ইস্তেখারা করেন আর তৃতীয় দিন স্বপ্নে দেখেন, তিনি একটি নৌকায় ভ্রমণ

করছেন। সেই নৌকা পানিতে উল্টে যায় আর সবাই নিমজ্জমান ছিল। তখনই পানি থেকে একটি শিশু বের হয়ে বলে, যদি বাঁচতে চাও তাহলে আহমদীয়াত গ্রহণ কর। এরপর স্বপ্নেই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন যে কারণে তিনি রক্ষা পান আর অন্য সবাই ডুবে যায়। এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি বয়আত করেন।

সিয়েরালিওনের আব্দুল সাহেব বর্ণনা করেন, আমার পিতা আহমদী ছিলেন। (অনেক পথহারা ও ধর্মের প্রতি উদাসীন লোককে আল্লাহ্ তা'লা পিতা-মাতার দোয়া এবং নিজের পুণ্যের কারণে সঠিক পথ দেখান) তিনি বলেন, আমার পিতা আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি কোন কারণে জামা'ত থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়ি আর তবলীগি জামা'তে যোগ দিয়ে তবলীগে যাওয়া আরম্ভ করি। পাকিস্তান এবং ভারত থেকেও আফ্রিকাতে তবলীগি জামা'ত যায়। যাহোক তিনি বলেন আমাদের মুবাল্লিগ এবং আমার পিতা আমাকে অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু আমার ওপর এর এতটুকু প্রভাবও পড়েনি। কিছুকাল পর আমি একদিন স্বপ্নে দেখি, আকাশে অনেক বড় এবং সুন্দর একটি ছবি রয়েছে যা যুগ মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর। পরের দিনই আমি তবলীগি জামা'ত ছেড়ে দেই আর আহমদীয়াত তথা সত্য ইসলামে আবার যোগ দেই আলহামদুলিল্লাহ্ আর তিনি নিজেই লিখেছেন, এখন আমি সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করি।

এরপর এটি স্পষ্ট করার জন্য অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য, প্রেরিত এবং মসীহ্ ও মাহদী ছিলেন কেবল তাই নয় বরং তারপর চলমান খিলাফত ব্যবস্থাও ঐশী মদদপুষ্ট আর এই খিলাফত ব্যবস্থাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে চলছে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে খলীফাদেরও স্বপ্নে দেখিয়ে পথ দেখান। নাইজেরিয়া থেকে একজন মুয়াল্লিম লিখেন, এক ব্যক্তির নাম হলো মুহাম্মদ। তিনি তার স্বপ্ন শোনাতে গিয়ে বলেন, তিনি সামুদ্রিক জাহাজে আরোহিত ছিলেন। জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে পৌঁছে তখন হঠাৎ তুফান শুরু হয়। জাহাজ তলিয়ে যেতে থাকে এবং জীবিত থাকার সম্ভাবনা লোপ পায়। তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি হাত প্রসারিত করে আমাকে তীরে নিয়ে আসেন। আমার জানা ছিল না, আল্লাহ্‌র এই বান্দা কে। কিছুকাল পর এই মুহাম্মদ নামি ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ হয় আমাদের এক দাঈইলাল্লাহ্ অর্থাৎ তবলীগকারী মুয়াল্লিমের সাথে। তিনি তাকে এমটিএ দেখান। এমটিএ'তে সেই ব্যক্তি আমার চেহারা দেখে বলেন, ইনিই আল্লাহ্‌র সেই বান্দা যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। এরপর তিনি তার পুরো পরিবার সহ আহমদীয়াতভুক্ত হন।

একইভাবে সুদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ঘটনা রয়েছে। (সুদানের মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে অনেক কট্টর হয়ে থাকে) সেখান থেকে আহমদ সাহেব লিখেন, ডক্টর আমীর সাহেব ফোন করে তাকে জানান, তিনি বয়আত করতে চান। পরেরদিন জুমুআ ছিল, তিনি জুমুআয় আসেন এবং আমাদের সাথে জুমুআর নামায পড়েন। বয়আতের বিষদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, তার স্ত্রী তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-র সাথে স্বপ্নে দেখেন। হুযূর তাকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি এখনো বয়আত করেন নি কেন? এতে তিনি হাত উঠিয়ে বলেন, আমি বয়আত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। একইভাবে তার মেয়ে বলেন, তিনি আমাকে (অর্থাৎ বর্তমান হুযূরকে) হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের সাথে দেখেন। তিনি বলেন, এর ফলে আমীর সাহেব নিশ্চিত হন, এই জামা'ত সত্য। তার স্ত্রী এক খলীফাকে দেখেন আর মেয়ে অন্য খলীফাকে, এভাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, জামা'ত সত্য এবং খিলাফত ব্যবস্থা সত্য। তার সম্পর্ক সূফী বংশের সাথে। তিনি বলেন, সেখানকার এক মজযূব (পরজগতমুখী) বুযূর্গের নাম হলো ইব্রাহীম। তার স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন পূর্ণ হয়। ডক্টর সাহেব বলেন, তিনি এই বুযূর্গ ব্যক্তিকে ফোন করে জামা'ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, ইমাম মাহদী কি এসে গেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, ইমাম মাহদী এসে ইন্তেকালও করেছেন। আপনি কি এ সংবাদ পাননি? তখন ডক্টর সাহেব জিজ্ঞেস করেন, এখন ইমাম মাহদীর পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে, আমার কি তাঁর হাতে বয়আত করা উচিত? সেই বুযূর্গ বলেন, বয়আত করুন।

যেভাবে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ঘটনা ঘটে অর্থাৎ দাতাগঞ্জ বখ্‌শ সাহেবের মাযারের পাশে বসবাসকারী ফকীর বা মজযূব (পরজগতমুখী) যেভাবে দিক-নির্দেশনা নিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে এক ব্যক্তিকে অবহিত করেন অনুরূপভাবে ইনিও আর একজন পুণ্যবান ব্যক্তির কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা পাচ্ছেন আর তাও ১২০ বছর পর। এরপর তিনি তার স্ত্রীকে ফোন দেন। তিনি সেই বুযূর্গ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, বয়আত উত্তম হবে নাকি তরিকতের সাথে সম্পৃক্ত থাকাই উত্তম হবে। মজযূব (পরজগতমুখী) উত্তরে বলেন, মানুষ যখন বয়আত করে তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

আরেকটি ঘটনা হলো বেনিনের। কোতনু শহরের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক বছর পূর্বে বেলু নামের এক নাইজেরিয়ান বন্ধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সেখানে আসেন। নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হলে পাড়ায় দু'টো মসজিদ দেখে তিনি চিন্তায় পড়ে যান, কোন মসজিদে যাবো। (এখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে মসজিদ দেখিয়ে আরো এক জনকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন) তিনি বলেন, আমি এক জুমুআয় অ-আহমদী মসজিদে যাই এবং দ্বিতীয় জুমুআয় আহমদী মসজিদে যাই। তিনি বলেন, এরপর উভয় মসজিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আরম্ভ করি। মানুষ আহমদীয়াত সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলা আরম্ভ করে। মানুষের কথা শুনে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি কেননা, পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলার দিক থেকে আহমদীয়া মসজিদ সুশৃঙ্খল কিন্তু বলা হচ্ছে, আহমদীরা ইসলাম বিরোধী, তাদের নবী ভিন্ন অথচ আমি প্রশান্তি পেয়েছি আহমদী মসজিদে। অতএব আমি দোয়ায় রত হই, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং পথের দিশা দাও, আমি এখানে বা এ অঞ্চলে নতুন। আহমদীদের মসজিদে গিয়ে প্রশান্তি

অনুভব করি কিন্তু মানুষ বলে, আহমদীরা বাজে লোক ও কাফির। কিন্তু দ্বিতীয় মসজিদে আমার ভাল লাগে না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে ঘরেই নামায পড়তে থাকি। এদিকেও যাই নি ওদিকেও যাই নি। উভয় দিকে যাওয়া বন্ধ করে দেই।

তিনি বলেন, তিন চার দিন পর স্বপ্নে ঘরে আমাকে দু'টো সাবান দেখানো হয়েছে, একটি নীল রঙের জার্মান সাবান, আর দ্বিতীয়টি ছিল স্থানীয় সাবান। তিনি বলেন, অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে এর এই অর্থ বুঝানো হয়েছে যে, নীল রঙ বলতে নীল রঙের নামাযের পাটি বোঝায়। জাগ্রত হয়ে আমি ভাবলাম, জুমুআর দিন আহমদীয়া মসজিদে লাল রঙের কার্পেট দেখেছি আর পাটি ছিল সবুজ রঙের। স্বপ্ন দেখার পর আমি উভয় মসজিদে পুনরায় নিরীক্ষণ করে দেখলাম, তখন আহমদীয়া মসজিদে নিল রঙের বিছানা দেখতে পাই। এরপর আমি আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়া আরম্ভ করি এবং দোয়ায় রত থাকি। তিনি বলেন, একদিন স্বপ্নে দেখি, ইমাম সাহেব আমাকে একটি বই দিয়েছেন যাতে খুবই সুন্দর একটি ছবি রয়েছে। পরবর্তী জুমুআর দিন নামাযের পর আহমদীয়া মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি, আমি ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে ষ্টাডি বা পড়াশুনা করতে চাই। আমার একথা শোনার পরই তিনি বলেন, ২/১ দিনের ভেতর আপনাকে কোন বই পাঠিয়ে দেব। এরপর কোন মাসলা মাসায়েলের বই পাঠানোর পরিবর্তে বা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত কোন পুস্তিকা পাঠানোর পরিবর্তে অথবা হাদীসের কোন রেফারেন্স না দিয়ে আমাকে যে বই পাঠানো হয়েছে তাহলো, 'World Crisis And The Pathway To Peace' (বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ)। সেটি খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠায় ঠিক সেই ছবিটি ছিল যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরফলে আমার ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। এরপর একবার স্বপ্নে আমাকে কুরআন শরীফ দেখানো হয়েছে। ঘরে আমার কাছে যে কুরআন শরীফ ছিল তা সেই কুরআন নয় বরং ভিন্ন কোন কুরআন ছিল। এর কয়েকদিন পর কুরআনের সেই ফ্রেঞ্চ অনুবাদ আমি মসজিদে দেখতে পাই অর্থাৎ স্বপ্নে কুরআনের যে ফ্রেঞ্চ অনুবাদ জামা'ত ছেপেছে তা তাকে দেখানো হয় সেটি তিনি মসজিদে দেখেন।

এভাবে খোদা তা'লা আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন, যেন তিনি স্বয়ং আমার হাত ধরে আমাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, একদিন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় বলেন, দশটি নির্দেশ আছে সেগুলো পড় আর স্বপ্নেই আমাকে সেই দশটি নির্দেশ পড়ে শোনানো হয়। শব্দগুলো আমার ঠিক মনে ছিল না কিন্তু প্রতিটির বিষয়বস্তু আমার হৃদয়ে গ্রথিত হতে থাকে। তিনি বলেন, তিন চার দিন পর আমি মসজিদে মুরব্বী সাহেবের সাথে কথা বলার সময়, তখনও আমি এদিকে আসি নি যে, বয়আত কীভাবে করতে হয়, মুরব্বী সাহেব আমাকে একটি পৃষ্ঠা দেন এবং বলেন, ইসলাম অনুশীলনের জন দশটি শর্ত আছে, এগুলো পড়ুন এবং বুঝুন অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা যদি খুঁজে বের করতে হয় তাহলে এগুলো পড়ুন। বয়আতের দশটি শর্ত পড়ে আমি অনেক কেঁদেছি, আমার খোদা আমাকে কত আশ্চর্যজনকভাবে হিদায়াত দিয়েছেন। এরপর আমি বয়আত করি এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বয়আতের পর প্রতিদিন আমি নিত্যনতুন স্বাদ পাচ্ছি এবং উপভোগ করছি।

মিশরের এক ব্যক্তি বলেন, ২০০৪ সনে স্বপ্নে দেখি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এক জায়গায় বিশ্রাম করছেন। আমি তাঁর সাথে বসে আছি। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, তোমার এ বিষয়ে গবেষণা করা উচিত। তিনি বলেন, আমি তখন বুঝতে পারিনি আর আমি এর পূর্বে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-কে কখনো দেখিওনি। স্বপ্ন দেখার চার বছর পর আমি এমটিএ দেখি এবং গবেষণা আরম্ভ করি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হিদায়াত দেন। ২০১৪ সনের নভেম্বর মাসে বয়আতের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি একটি মসজিদে প্রবেশ করেছি যা নামাযীতে পরিপূর্ণ ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখানে বসে আছেন এবং আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমি হুযূরের নিকটবর্তী হই এবং তাঁর (আ.) জায়গায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখতে পাই। তখন একটি আওয়াজ বা ধ্বনী শুনতে পাই যা বলছে, ইনি আবু বকর সিদ্দীক। এরপর আরো কাছে গেলে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জায়গায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.)-কে দেখি। তিনি আমাকে দেখামাত্রই দোয়ার জন্য হাত উঠান আর আমিও দোয়ায় যোগ দেই। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের তাবীর আমি এভাবে করেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খলীফাদের অনুসরণের মাধ্যমেই দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে

অতএব এরা সেসব সৌভাগ্যবান যারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখে খোদা তা'লা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন বা করেছেন। কিছু মানুষের স্বপ্ন থেকে যেভাবে একথা সুস্পষ্ট যে, এত পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করেন যে, মানুষ হতভম্ব হয়ে যায় আর যারা নিজেদেরকে ধর্মের আলেম মনে করে তারা এই ঐশী দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নতুন বয়আতকারীদের এক বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সেসব নতুন বয়আতকারীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান। যারা বড় বড় মৌলভী ছিল তাদের জন্য খোদা তা'লা দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন আর আপনাদের জন্য তা অবারিত করেছেন।"

যারা এখানে বসে আছেন এবং পৃথিবীময় বিস্তৃত জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দের ওপরও খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরও আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। অতএব যেমনটি আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, আমাদেরও খোদার এই অনুগ্রহকে স্মরণ রাখা উচিত এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। হতে পারে আপনাদের মাঝেও কতক এমন রয়েছেন

যাদের পিতা, পিতামহ, দাদা, বড় দাদা সেই মজলিসে বা সেই বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যে বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কথাগুলো বলে থাকবেন। এছাড়া সেসব পুণ্যাত্মার জন্য আপনাদের দোয়া করা উচিত যারা খোদার এই অনুগ্রহকে স্মরণ রেখেছেন আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মে আহমদীয়াতকে জারী বা চলমান রেখেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তভুক্তদের সম্পর্কে বলতেন, "আমাদের জামা'তকেই দেখ! এদের সকলেই আমাদের বিরোধীদের তাবু থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছেন। আর প্রতিদিন যারা বয়আত করে তারাও তাদের মধ্য থেকেই আসে। তাদের ভেতর যদি যোগ্যতা এবং পুণ্য না থাকে তাহলে তারা কীভাবে আসে? বয়আতকারীদের এমন অনেক পত্র আসে।" তিনি (আ.) বলেন, "তারা লিখে, পূর্বে আমি গালি দিতাম কিন্তু এখন তওবা করছি, আমাকে ক্ষমা করা হোক।" আজও এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের আচরণ ছিল এমনই বিরোধিতা-প্রসূত, কিন্তু এখন তারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি করছেন অর্থাৎ বয়আত করেন এবং বয়আতের পর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় উন্নতি করছেন।

উদাহরণস্বরূপ মালির এক মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমাদের জামা'তের এক সদস্যের নাম হলো, সোলেমান সাহেব। বয়আতের পর তার স্ত্রী তার ভাই দিয়াম তাপিলে সাহেবের কাছে চলে যায় এবং বলে, তোমার ভাই আর মুসলমান নেই। এটি মুসলমান পরিবার ছিল, স্ত্রী স্বামীর ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলে, তোমার ভাই আহমদী হয়ে গেছে এখন আর সে মুসলমান নয়। সে আহমদী হয়ে গেছে তাই তাকে গিয়ে বুঝাও। একথা শুনে তার ভাইয়ের অনেক রাগ হয়। সে সোলেমান সাহেবের কাছে আসে এবং আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করে আর বলে, যদি আহমদীয়াত না ছাড়ে তাহলে ভাই আর তার মাঝে কোন সম্পর্কই থাকবে না এমনকি তার জানাযাও তিনি পড়বেন না, আহমদীরাই পড়বে। কিন্তু সোলেমান সাহেব ভাইয়ের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজ বিশ্বাসের ওপর অনড় ও অবিচল ছিলেন। তার বিরোধী ভাইও কিছুদিন পর আহমদীয়া রেডিও শনতে আরম্ভ করেন কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে, ভাইকে আহমদীয়াত থেকে দূরে রাখবেন। তিনি রেডিও শুনবেন আর আপত্তি করবেন এবং ভাইকে দূরে রাখবেন, কিন্তু কিছুকাল পর স্বয়ং তার বিরোধী ভাইয়ের হৃদয়ের অবস্থাও বদলে যায় এবং তিনিও বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন।

একইভাবে ভারত থেকে আমাদের মুরুব্বী আজমল সাহেব লেখেন, এ বছর ১৭ই জুন অর্থাৎ যখন এ পত্র লিখেছেন তখনকার কথা, পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে একটি তবলীগি অধিবেশন ডাকা হয়। মিটিংয়ে গ্রামের অ-আহমদী মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধায়ক, মসজিদের মুয়ায্যিন এবং আরো কয়েকজন শিক্ষিত অ-আহমদী যোগ দেয়। মিটিং শেষে মসজিদ কমিটির নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ক বলেন, আমার ভাতিজা আহমদী আর আমি আহমদীদের সব সময় ঘৃণাই করতাম এবং মনে করতাম, আহমদীরা বে-দ্বীন। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আহমদীরাই সত্যিকার মুসলমান আর বাকী সবাই ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে। এরপর এই গ্রামে ১২টি বয়আতও হয়।

অতএব এগুলো খোদা তা'লারই কাজ যা তিনি করে যাচ্ছেন আর জামা'ত এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছে। নিঃসন্দেহে এসব ঘটনা আমাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এই কল্যাণ খোদার জামা'তেরই বিশেষত্ব যে, তা শত্রুর মাঝে লালিত-পালিত হয় এবং উন্নতি করে"। তিনি বলেন, "তারা অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যার মামলাও দায়ের করেছে কিন্তু যেসব কথা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসে থাকে তা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, এই জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে। যদি এটি মানবীয় হাত এবং মানবীয় ষড়যন্ত্রের ফসল হতো তাহলে

"আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, এই জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে। যদি এটি মানবীয় হাত এবং মানবীয় ষড়যন্ত্রের ফসল হতো তাহলে মানবীয় ষড়যন্ত্র এবং মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ পর্যন্ত একে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিত। মানবীয় ষড়যন্ত্রের সামনে এর বৃদ্ধি পাওয়া এবং উন্নতি করাই এর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ। অতএব তোমরা বিশ্বাসশক্তিকে যত বৃদ্ধি করবে ততই তোমাদের হৃদয় জ্যোতির্মণ্ডিত হবে"

মানবীয় ষড়যন্ত্র এবং মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ পর্যন্ত একে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিত। মানবীয় ষড়যন্ত্রের সামনে এর বৃদ্ধি পাওয়া এবং উন্নতি করাই এর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ। অতএব তোমরা বিশ্বাসশক্তিকে যত বৃদ্ধি করবে ততই তোমাদের হৃদয় জ্যোতির্মন্ডিত হবে” অর্থাৎ তোমরা আহমদীরা যদি বিশ্বাসশক্তিকে বৃদ্ধি কর তাহলে সে অনুপাতেই তোমাদের হৃদয় আলোকিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই শব্দ নিঃসন্দেহে ঐশী শব্দ আর ঐশী সমর্থনও এর পিছনে রয়েছে এবং আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, এই জামা'ত শত্রুর মাঝে থেকেও উন্নতি করছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যেভাবে বলেছেন, হৃদয় আলোকিত করার জন্য বিশ্বাসের শক্তিকেও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, আমাদের বিশ্বাস শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? আমাদের হৃদয় আলোকিত হচ্ছে কি? ধর্মের প্রতি আমাদের আকর্ষণ রয়েছে কি? আমরা কি ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করছি? আমরা কি নিজেদের আধ্যাত্মিক ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি? মানুষ অনেক ঘটনা লিখে পাঠায়।

নবাগত আহমদীরা লিখে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় অকল্পনীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে। আমাদের নামাযের মাঝে অনেক উন্নতি এসেছে, আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক মহিলা স্বামীদের সম্পর্কে লিখে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাদের আচার-আচরণ রাতারাতি পাল্টে গেছে। পূর্বে যেখানে ঘরে ফ্যাসাদ, অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ হতো সেখানে এখন ঘরে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। অতএব দেখুন! নবাগতরা কত সচেতনতার সাথে নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ভাবছেন এবং নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করছেন। একই অবস্থা আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় আমাদের ধর্মীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

“কুরআন শরীফ পাঠ কর আর খোদা সম্পর্কে বা খোদার প্রতি কখনো নিরাশ হবে না। মু'মিন কখনও খোদা সম্পর্কে নিরাশ হয় না, এটি কাফিরদের অভ্যাস, তারা খোদা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায়। আমাদের খোদা 'আলা কুল্লু সায়ইন ক্বাদির' খোদা। কুরআন শরীফের অনুবাদও পড় এবং নামায সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে আদায় কর, নামাযের অর্থ বুঝ আর নিজের ভাষায়ও দোয়া কর। কুরআনকে এক তুচ্ছ গ্রন্থ মনে করে পাঠ করবে না বরং খোদা তা'লার উক্তি এবং গ্রন্থ হিসেবে পড়।

মহানবী (সা.) যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবে নামায পড়। অবশ্য মসনূন যিকরে ইলাহীর পর নিজেদের চাহিদা ও উদ্দেশ্যবালী ইত্যাদি নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর আর আল্লাহর কাছে যাচনা কর। নিজের চাহিদা নিজের ভাষায় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপন কর আর সেজদায় আকুতি-মিনতি কর; এতে কোন অসুবিধা নেই আর এতে মোটেও নামায নষ্ট হয় না।' তিনি (আ.) বলেন, “আজকাল মানুষ নামাযকে নষ্ট করে ফেলেছে। তারা কি নামায পড়ে? মাথা ঠোকে অর্থাৎ তারা মোরগের ঠোকর মারার মত তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে এবং এরপর দোয়ার জন্য বসে থাকে।” এটিই অ-আহমদীদের অবস্থা। কিন্তু আমাদের মসজিদে নামাযের পরে দোয়াও হয় না আর আমি কতককে দেখেছি, তারা নামাযও খুব দ্রুত পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, “নামাযের আসল প্রাণ এবং প্রেরণা হলো দোয়া। নামায থেকে বের হয়ে দোয়া করলে সেই আসল উদ্দেশ্য কীভাবে হস্তগত হতে পারে। এক ব্যক্তির জন্য বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়ে নিজের কথা বলার সুযোগ আসে কিন্তু তখন সে কিছু বলে না অর্থাৎ বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়ে সেখানে যদি সে কিছু না বলে আর দরবার থেকে বেরিয়ে যদি আবেদন নিবেদন করে তাহলে লাভ কি? একই অবস্থা সেসব লোকের যারা নামাযে আকুতি- মিনতির সাথে দোয়া করে না। যে দোয়া করতে হয় তা তোমরা নামাযে কর এবং দোয়ার পুরো শিষ্টাচার দৃষ্টিগোচর রোখো।”

তিনি (আ.) বলেন, “আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের সূচনাতেই দোয়া শিখিয়েছেন এবং একই সাথে দোয়ার রীতিও শিখিয়েছেন। নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক আর এটি তো দোয়াই যা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, প্রকৃত দোয়া নামাযেই হয়ে থাকে। এই দোয়া আল্লাহ্ তা'লা এভাবে শিখিয়েছেন,

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তোয়ানির রাযিম,

بسم الله الرحمن الرحيم ۝

الحمد لله رب العلمين ۝ الرحمن الرحيم ۝

ملك يوم الدين ۝ اياك نعبد واياك نستعين ۝

اهدنا الصراط المستقيم ۝

صراط الذين انعمت عليهم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين ۝

সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, “দোয়ার পূর্বে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করা উচিত যার কল্যাণে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার জন্য এক প্রকার ভালোবাসা এবং উচ্ছাস সৃষ্টি হবে। বলা হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। 'রাব্বিল আলামিন' যিনি সবার স্রষ্টা এবং লালন-পালনকারী, 'আর রাহ্‌মান' যিনি কোন কর্ম ছাড়াই অযাচিত দান করেন। 'আর রাহীম' এরপর তিনি এই পৃথিবীতেও এবং পরকালেও মানুষের কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন বা দেন।

তিনি বলেন, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' সকল প্রতিদান এবং শাস্তি ও পুরস্কার তাঁরই হাতে অর্থাৎ পাপ-পুণ্য সবই খোদার হাতে। মানুষ তখনই পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট একত্ববাদী হয় অর্থাৎ মানুষ এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী তখনই হয় যখন সে খোদা তা'লাকে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' হিসেবে স্বীকার করে। দেখ! শাসকের সামনে গিয়ে তাদের সবকিছু মনে করা পাপ অর্থাৎ জাগতিক কর্মকর্তাদের সামনে গিয়ে তাদের সবকিছু মনে করা অন্যায়। এরফলে অবশ্যই শির্ক হয়। কেননা খোদা তা'লা তাদেরকে হাকেম বা শাসক নিযুক্ত করেছেন তাই তাদের আনুগত্য

আবশ্যক।" শাসক নিযুক্ত হওয়ার যতটুকু সম্পর্ক আছে সেক্ষেত্রে তাদের ইতায়াত বা আনুগত্য আবশ্যক, কেননা আল্লাহ্ তা'লাই তাদের নিযুক্ত করেছেন কিন্তু তাদেরকে খোদা মনে করবে না। এটি ভেবো না যে, কেবল তারাই তোমাদের কাজ করবে। অনেকেই তাদের অফিসারদের এমনভাবে খোশামোদ এবং তোষামোদ করে এবং এমন আচরণ করে যেন নাউযুবিল্লাহ্ তারা খোদা।

তিনি বলেন, "অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আল্লাহ্ তা'লাকে এবং মানুষের প্রাপ্য মানুষকে দাও এবং এরপর বলো, 'ইয়্যাকানাবুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্তাঈন' আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। 'ইহদিনাস সিরাতালমুস্তাকিম' তুমি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর অর্থাৎ সেসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো আর তাঁরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনদের জামা'ত।"

এই দোয়ায় সকল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরস্কার যাচনা করা হয়েছে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "সেসব লোকের পথ হতে রক্ষা কর যাদের ওপর তোমার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব এক কথায় এটি সূরা ফাতেহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এভাবে বুঝে শুনে পুরো নামাযের অনুবাদ পাঠ করো। এর পর এই অর্থ বুঝে নামায পড়। এটি হলো নামায পড়ার রীতি, এভাবেই নামায পড়া উচিত।

যারা তাড়াহুড়ো করে নামায পড়ে তারা নামাযের কি বুঝে? বিভিন্ন শব্দ মুখস্থ করলে কোন লাভ নেই, একথা নিশ্চিত জেনো, প্রকৃত একত্ববাদ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতেই পারে না যত দিন সে তোতা পাখির মত নামায পড়বে। আত্মার ওপর সেই প্রভাব পড়ে না এবং সেই আঘাত আসে না যা তাকে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছায়।"

তিনি (আ.) বলেন, "এই বিশ্বাসই রাখ, আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি বা কোন সমকক্ষ নেই আর কর্মের মাধ্যমেও একথাই প্রমাণ কর" অর্থাৎ বিশ্বাসও এটি থাকা চাই আর কর্মও এমনটি হওয়া চাই। কর্ম এবং বিশ্বাস এক হওয়া আবশ্যক, কেবল তবেই মানুষ সত্যিকার মু'মিন হতে পারে।

অতএব আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, আমাদের কর্ম এই শিক্ষাসম্মত কি-না এবং আমাদের চিন্তাধারা এই শিক্ষাসম্মত কি-না? যদি তা না হয় তাহলে ভাবতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে, কোথাও পরবর্তীতে আগত জাতি উন্নতি করে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে না যায়, খোদার নৈকট্যের ক্ষেত্রে কোথাও তারা এত দূরে না চলে যায় যে, যখন আমরা সম্বিত ফিরে পাবো যে আমরা পিছিয়ে আছি এবং আমাদের প্রজন্ম পিছিয়ে আছে তখন সেই শূন্যতা পূরণে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে, পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের কাজে আমাদের পুরো সময় লেগে যেতে পারে।

অতএব এদিকে লক্ষ্য রাখুন, বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হয়ে কোথাও আমাদের প্রজন্ম আবার অনেক পিছিয়ে না যায়। এসব দেশে এসে কেবল বস্তুবাদিতার পিছনেই ছুটবেন না। খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা আবশ্যক, নামায পড়া এবং বুঝে-শুনে পড়া আবশ্যক। কোথাও যেন এমন না হয় যে, আমাদের প্রজন্ম অনেক পিছিয়ে থাকবে আর নবাগতরা সেই সমস্ত নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। তাদের মর্যাদা অনেক উন্নত হবে আর আমরা পিছিয়ে থাকবো, এমনটি হওয়া উচিত নয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই শব্দগুলো নিয়ে অনেক ভাবা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত।

এগুলোকে বুঝার চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। এই শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, নিজেদের বিশ্বাসশক্তিকে বৃদ্ধি করুন, হৃদয়কে আলোকিত করে খোদার নৈকট্য অর্জন করে সেই সমস্ত নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হোন। এমনটি যেন না হয় যে, পিছিয়ে থেকে আমরা সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে সম্পর্ক বন্ধন রচিত হয়েছে চেষ্টা করুন এই সম্পর্ক যেন কখনো ছিন্ন না হয়, এ বন্ধন যেন ছিন্ন না হয়।

যারা তাড়াহুড়ো করে নামায পড়ে তারা নামাযের কি বুঝে? বিভিন্ন শব্দ মুখস্থ করলে কোন লাভ নেই, একথা নিশ্চিত জেনো, প্রকৃত একত্ববাদ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতেই পারে না যত দিন সে তোতা পাখির মত নামায পড়বে। আত্মার ওপর সেই প্রভাব পড়ে না এবং সেই আঘাত আসে না যা তাকে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করতে পারি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যেন বুঝতে পারি এবং জামা'তের সক্রিয় কার্যকর অংশে যেন আমরা পরিণত হই, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে যেন পৃথিবীময় প্রচারকারী হতে পারি আর সব সময় যেন খোদার নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহোদয়গণ! শুনুন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন, আমি নিজেই বাদী আর আমিই বিবাদী। আমি রাখ-ঢাক করে কথা বলি না। দানশীল প্রভুর পক্ষ থেকে আমি অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে পাঠিয়েছেন ধর্মের সংস্কার করা, ইসলামের মুখ উজ্জ্বল করা, ক্রুশ ভঙ্গ করা, খ্রিস্টধর্মের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনাদর্শ বা সুন্নত পুনরুজ্জীবন, যা নষ্ট হয়েছে তার সংস্কার এবং হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ পুনর্বহালের জন্য। আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগ মাহদী। খোদা তা'লা ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমার সাথেও রসূলদের মতই বাক্যালাপ করেছেন। সেসব নিদর্শনের মাধ্যমে তিনি আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। অধিকন্তু তিনি আমার চেহারা এমনভাবে জ্যোতির্মন্ডিত করে দেখিয়েছেন যার সাথে তোমরা পরিচিত।

আমি একথা বলি না যে, তোমরা আমাকে কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই মেনে নাও, বরং আমি তোমাদের সামনে এ ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ আমার পক্ষে যেসব নিদর্শন ও সাক্ষ্য-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি তোমরা সুবিচার কর। হে অস্বীকারকারীরা! সত্যবাদীদের ও অতীতের নবীদের ক্ষেত্রে খোদার রীতি যেমন ছিল, আমার নিদর্শনাবলীকে যদি অনুরূপ না পাও তাহলে তোমরা আমাকে গ্রহণ করো না বরং প্রত্যাখ্যান করো। যদি তোমরা আমার নিদর্শনাবলীকে পূর্ববর্তীদের নিদর্শনের আদলে পাও তাহলে ঈমানের দাবি হবে, নিদর্শনাবলীকে পাশ না কাটিয়ে আমাকে গ্রহণ করা ।

তোমরা কি আল্লাহ্‌র করুণাবারি দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? অথচ তা প্রকাশিত হওয়ার এটিই উপযুক্ত সময়। তোমরা দেখছ যে, মাংস পঁচে-গলে ইসলামের অস্থিপুঞ্জ বেরিয়ে এসেছে এবং এর শত্রুদের

সম্মানিত করা হচ্ছে, আর সেবকদের করা হচ্ছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করছ? সত্যের সূর্যকে চোখের সামনে দেখেও তোমরা কেন ঈমান আনছ না?

হে মানব মন্ডলী! ঐশী অকাট্য যুক্তিপ্রমাণাদি পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে গেছে; তা সত্ত্বেও তোমরা কোথায় পালাচ্ছ? সকল দিক থেকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এক অতি উপেক্ষিত গুহায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল, পরিতাপ, আজ এর আদেশ-নিষেধ পরিত্যক্ত। এর ওপর সকল প্রকার সমস্যার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। সকল বিপদাপদ ইসলামকে বিষদাঁত প্রদর্শন করছে। সকল অশুভ শক্তি একে গ্রাস করার জন্য উদ্যত। ষষ্ঠ সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে যাতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ রয়েছে। খোদা কি স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন, না-কি পূর্ণ করেছেন; তোমাদের কী মনে হয়? যেভাবে ঘন গহীন জঙ্গল থেকে আচমকা হিংস্র প্রাণী বেরিয়ে হামলা করে অনুরূপভাবে এই মিল্লাত বা মুসলমানদের বিরোধিতায় সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আর সর্বসম্মতভাবে এর ওপর হামলা করেছে, তোমরা কি তা দেখ না? ইসলাম এক প্রত্যাখ্যাত সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। সকল সীমা লঙ্ঘনকারীর লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। ইসলামের চন্দ্র হয়ে গেছে নিস্প্রভ। অন্যরা ঈদের আনন্দে বিভোর কিন্তু আমদের চাঁদ এখনও যুলকদ অনতিক্রান্ত অর্থাৎ আমাদের ঈদ এখনও বহু দূরে। আমরা কাফিরদের হাতে পরাজিত জাতির ন্যায় হতোদ্যম এবং ভয়ভীতির মাঝে বসে-বসে কাঁপছি। তারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে এমন সব মর্মপীড়াদায়ক কথা বলে যা বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রভু আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে পাঠালেন। তোমরা কি মনে কর যে, তিনি আমাকে অপ্রয়োজনে পাঠিয়েছেন? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি মনে করি, প্রয়োজন এখন পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি।

ইসলামের সম্মান নিমজ্জিত বালকের ন্যায় অপসৃত হয়েছে অথচ ইসলাম ছিল দৃষ্টিনন্দন ও সৌম্যকান্তি সুপুরুষতুল্য। কিন্তু আজ তুমি এর চেহারায় বিদাতের কালিমা ও কুপ্রথার ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাচ্ছ। এর সব সৌন্দর্য ও ফল-ফলাদি খড়কুটায় পরিণত হয়েছে। এর প্রবাহমান পানি হয়ে গেছে ঘোলাটে, আলো অন্ধকারে বদলে গেছে আর রাজপ্রাসাদ রূপ নিয়েছে ধ্বংসস্তুপে। তা এখন জনমানবশূন্য গৃহে বা মৌচাকের অন্তঃসারশূন্য গহ্বরের মত হয়ে গেছে, যাতে এখন মৌমাছি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোমরা একথা ভাবলে কীভাবে যে, আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে কোন মুজাদ্দেদ পাঠান নি? অথচ, এটি দস্তরখান গুটানোর সময় নয় বরং আধ্যাত্মিক খাদ্যভান্ডার (দস্তরখান) নাযিলের সময়। বদান্যতা ও কৃপাবারির আধার খোদা বি'দাতের ভয়াবহতা ও পাপের বন্যার মুখে সৃষ্টির সংশোধনের কোন সদিচ্ছা প্রকাশ না করে ভ্রষ্টতার বিষে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে এক দাজ্জালকে তাদের ওপর চাপিয়েছেন! একথা তোমরা কীভাবে ভাবতে পার? খ্রিষ্টানদের প্রতারণা কি কম বা পথ-ভ্রষ্টতার জন্য কি তা যথেষ্ট নয়? আর সেই শূন্যতা আল্লাহ্ এই দাজ্জালের মাধ্যমে পূর্ণ করলেন? আল্লাহ্‌র কসম! এটি বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মানদের কথা নয় বরং তা এমন একটি কথা– যা গাধার আওয়াজ থেকেও ঘৃণ্য এবং উটের বাচ্চার ক্ষীণ শব্দ হতেও দুর্বল। [অর্থাৎ, এটি শুনতেই রুচিতে বাধে এবং এটি খোঁড়া যুক্তি-অনুবাদক]

এছাড়া, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, সে প্রতারক তবুও তার সমর্থনে কেন উপর্যুপরি নিদর্শন নাযিল হচ্ছে? হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের হৃদয়ে কি আদৌ খোদাভীতি নেই? এটি হতেই পারে না যে, কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নামে প্রতারণার আশ্রয় নেবে, তারপরও আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রিয়জনের ন্যায় সাহায্য করবেন। এমনটি যদি হয় তাহলে তো শান্তি উঠে যাবে, বিষয় ঘোলাটে হয়ে যাবে আর ঈমানের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা দেখা দেবে। এটি সন্ধানীদের জন্য বড় পরীক্ষার কারণ। তোমরা কি দাবি কর যে, এক ব্যক্তি অহোরাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে আর কোন ওহী না হওয়া সত্ত্বেও বলে যে, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে; তা সত্ত্বেও তার প্রভু তাকে সত্যবাদীদের ন্যায় সাহায্য করবেন? কোন সুস্থ বিবেক কী এ বিষয়টি মানতে পারে? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা খোদাভীরুদের ন্যায় বিবেক খাটাও না? তোমাদের জন্য কি কেবল দাজ্জালই রয়ে গেল? প্রশ্ন হলো, সংস্কারক এবং সংশোধনকারীরা কোথায়? ধর্মকে যে অবিশ্বাসের উইপোকা খেয়ে ফেলেছে, তা কি তোমরা দেখ না?

খ্রিষ্টান আলেমরা অজ্ঞদের কীভাবে প্রতারিত করে, বিভিন্ন কথা ও কাজে কীভাবে মিথ্যা আকর্ষণ সৃষ্টি করে; তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না? আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে সত্যের অকাট্য প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন; হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা কেন তাঁর প্রমাণকে কাজে লাগাও না? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যদি পূর্বাপর তাদের সকলেই, তাদের সকল বিশেষ ও সাধারণ মানুষ এবং তাদের সকল নর-নারীও সমবেত হয় আর পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের যেমন নিদর্শন দেয়া হয়েছে তারা অনুরূপ একটি নিদর্শনও উপস্থাপন করতে পারবে না। কেননা, তারা মিথ্যার ওপরই চলছে আর আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রভু জীবিত এবং তাদের খোদা মৃত, যে তাদের চিৎকার ও হা-হুতাশ কিছুই শোনে না। আমাদের একজন এমন নবী আছেন যার সত্যতার নিদর্শন আমরা এ যুগেও দেখতে পাই। আর তাদের হাতে অলীক, অর্থহীন ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং, হে উদাসীনগণ! তোমরা নিরাপদ দুর্গ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?

আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বীয়া। তাঁর পর তাঁর আলোয় যিনি আলোকিত

হবেন তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী নেই। তার আবির্ভাব তিনি (সা.)-এর আগমনেরই প্রতিচ্ছবি হবে। সুতরাং আনুগত্যের কল্যাণে ওহী লাভ করা আমাদের প্রাপ্য এবং আমাদের অধিকার। তা আমাদের নিজেদেরই হারিয়ে যাওয়া সম্পদ যা আমরা এই অনুসরণীয় নবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করেছি। আমরা তা ক্রয় করি নি বরং বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ মু'মিন সে, যাকে এই নিয়ামত দানস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। যাকে এ থেকে দান করা হয় না, তার পরিণাম অশুভ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এটি আমাদের ধর্ম; আমরা সর্বদা এই ধর্ম অনুসরণের সুফল দেখে থাকি বা উপভোগ করি আর এর জ্যোতি প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম এমন একটি গৃহতুল্য যার অমানিশা মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে আর এর অন্ধকার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। চোখে পড়ার মত এর কোন নিদর্শন আছে কি? খোদার কসম! যদি ইসলাম ধর্ম না থাকতো তাহলে বিশ্ব-প্রতিপালককে চেনা কঠিন হয়ে যেতো। নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান কেবলমাত্র এ ধর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এটি এমন একটি বৃক্ষ যা সকল মৌসুমে ফল দিয়ে থাকে আর তা সেসব আহারকারীকে আমন্ত্রণ জানায় যারা বিবেকবানদের অন্তর্গত। হযরত ঈসার ধর্মের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা কেবল এমন এক বৃক্ষের ন্যায় যাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, আর প্রবল ঝড়ো বায়ু একে নিজের স্থান হতে বিচ্যুত করেছে। অধিকন্তু তস্কর এর কোন লক্ষণ বা চিহ্নই অবশিষ্ট রাখে নি। তাদের ধর্মে কতগুলো গতানুগতিক কাহিনী এবং পরিত্যক্ত কিছু অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটি জানা কথা যে, নিছক কাহিনী বিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে না। এতে এমন কোন শক্তি নেই যা বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে। পরীক্ষিত এবং যুগে বিরাজমান নিদর্শনের মাঝেই কেবল আকর্ষণ করার বৈশিষ্ট্য থাকে, আর এর মাধ্যমেই হৃদয় পরিবর্তিত ও মন পবিত্র হয় এবং দোষত্রুটি দূরীভূত হয়। এসব এখন ইসলাম ও আমাদের নবী (সা.)-এর আনুগত্যের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আমি এ বিষয়ের সাক্ষী বরং আমি (তাঁর আনুগত্যে) তা লাভ করেছি আর আমি এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা এর মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের সামনে সত্যের প্রমাণ অকাট্যভাবে উপস্থাপনের কাজ সমাপ্ত করছি। যে ঘরের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা যে বাগানের বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত, ধর্ম যদি তেমনই হয় তাহলে তা কিসের ধর্ম? কোন বিবেকবান সে ধর্ম পছন্দ করতে পারে না যা বিরান ঘর-তুল্য এবং যা ভাঙ্গা লাঠি ও বন্ধ্যা নারীর ন্যায় বা যা এমন চোখের মত যা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার। ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম যা মৃতদের জীবিত করে, উষর ভূমিকে সতেজ করে আর জীবনকে প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্যে ভরে দেয়। খোদার কসম! আমি এমন জাতির আচরণে বিস্ময়াভিভূত হই যারা একদিকে বলে মুসলমান হবার দাবি করে, অপরদিকে এ ধর্মের এবং আমাদের নবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি ও সর্বজ্ঞানী খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। এদের কি হয়েছে যে, এরা জাগ্রত হতে চায় না আর বিবেকের চক্ষু খোলে না? এদের এহেন অবস্থা থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তাদের দেখে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে আমি আশ্চর্য হই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে তাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়েছি, কিন্তু তারা ঈমান আনে নি। আমি তাদের আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছি, কিন্তু তারা আসে না। কথা শুনেও তারা এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায় যেন শুনতেই পায় নি। তাদের কাছে কী সে জাতির বৃত্তান্ত এখনও পৌঁছে নি, যারা রসূলদের অস্বীকার করত, আর অস্বীকার করা হতে বিরত হতো না? কুরআনে কি তাদের দায়মুক্ততার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যার ভরসায় তারা এমনটি করছে?

আল্লাহ্‌র কসম! আমি পরম দয়ালু খোদার পক্ষ থেকে এসেছি। আমার প্রভু আমার সাথে বাক্যালাপ করেন আর তিনি কৃপা ও অনুগ্রহবশত আমার প্রতি ওহী করেন। আমি তাঁকে সন্ধান করে পেয়েছি, আর যতক্ষণ পাইনি ততক্ষণ অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছি। মৃত্যুকে বরণের পর আমাকে জীবন দেয়া হয়েছে। নশ্বর উপকরণাদী পরিত্যাগের পরই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। নিশ্চয় আমাদের প্রভু কখনও সন্ধানী জাতিকে ব্যর্থ করেন না। যে বিশ্বাসের সন্ধানী তাকে তিনি সন্দেহের দোলাচালে ছেড়ে দেন না। তোমরা সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করেছ। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণা না হতো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমার প্রভু আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি আমাদের স্নেহ-দৃষ্টিতে রয়েছ। আর সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রের মুখে তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন আর নিজ সন্নিধানে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমাদের সকলেই আমার ওপর হামলা করেছ, কিন্তু আমার সামনে কোন মানুষ দাঁড়াতে পারে নি। তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা যা জোড়া দিতে বলেছেন তোমরা তা কর্তন করেছ আর তোমরা মানুষের মাঝে এই অপপ্রচার করেছ যে, এরা মুসলমান নয়, অধিকন্তু আমরা সহায় সম্বলহীন হিসেবে পরিত্যক্ত হই– এটিই ছিল তোমাদের অভিপ্রায়। সুতরাং, আল্লাহ্ তোমাদের নোংরা অভিপ্রায় তোমাদের মুখে ছুঁড়ে মেরেছেন আর আমাদের খ্যাতি জগতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন; এটি কী মিথ্যাবাদীদের প্রতিদান?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১২তম কিস্তি)

আমাদের উলামা সূরা আল যিলযালের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে তফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ এই যে, বস্তুত:পক্ষেই পৃথিবীতে আখেরী যুগে অতি তীব্র ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী উলট-পালট হয়ে যাবে এবং এর ভেতরে যা-কিছু (পদার্থ) আছে তা সবই বেরিয়ে আসবে। আর মানুষ অর্থাৎ কাফির লোক পৃথিবীকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোর কী হয়েছে?' তখন সেদিন পৃথিবী কথা বলবে এবং নিজের হাল-চাল ও অবস্থা বর্ণনা করবে। এটি সর্বৈব গলদ ও ভুল তফসীর যা কুরআন করীমের বিষয়বস্তুর পূর্বাপর অনুসঙ্গের পরিপন্থী। কুরআন শরীফের এতদস্থলে গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরাতুল বাইয়্যেনাহ্ ও সূরাতুল-যিলযাল প্রকৃতপক্ষে সূরাতুল-কদরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া, সুস্থ ও সরল বুদ্ধি (সম্পন্ন ব্যক্তি) মাত্রই অনুধাবন করতে বাধ্য যে, এমন প্রচন্ড ভূমিকম্পের সময়ে যখন সমগ্র পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে, তখন এমন কাফের লোক কোথায় জীবিতাবস্থায় অবস্থান করবে, যারা পৃথিবীর কাছে তার অবস্থার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? এ কি সম্ভব যে, পৃথিবী তো সমস্তটা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, এমন কি ওপরের স্তর ভেতরে তলিয়ে যাবে এবং ভেতরের স্তর ওপরে

চলমান টীকা ঃ মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের জীবনের বিস্ময়কর ঘটনা ও অবস্থাবলীর মধ্যকার একটি হলো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তাঁর সম্পর্কে 'বেলায়েত' (ঐশীবন্ধুত্ব) লাভে তিনি ধন্য ছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর অলৌকিক ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্টাবলী লোক-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। খুবই বিরলভাবে এমনটি হয় যে, কোন বিধর্মী লোক তার শত্রুর কিরামতের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। কিন্তু এই লেখক মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের কতক অলৌকিক ঘটনা এমন সব শিখদের মুখে শুনেছে যাদের বাপ-দাদা বিপক্ষ বৈরী দলের হয়ে যুদ্ধ করতো। অধিকাংশ লোকের বর্ণনা বা সাক্ষ্য এই যে, প্রায়শ মরহুম মির্যা সাহেব কেবল একা হাজার হাজার মানুষের মোকাবিলায় রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে সবার ওপর বিজয়ী হতেন। তাঁর ধারে-কাছে ভিড়ারও কারো সাধ্য ছিল না। যদিও শত্রু বাহিনী তোপ বা বন্দুকের গোলা বা গুলি দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে প্রাণপন চেষ্টা করতো। কিন্তু কোন গুলি বা গোলা তার ওপর কার্যকর হতো না। তাঁর এই 'কিরামত' অসংখ্য শত্রু-মিত্র শিখদের মুখে শোনা গেছে যারা এরকম যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বাপদাদাদের থেকে বিশ্বস্তসূত্রে শুনে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা বিস্মিত হওয়ার মত কোন বিষয় নয়। অনেকে এমন আছেন, দীর্ঘকাল যুদ্ধরত বাহিনীতে নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনের বৃহদাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়ে থাকেন এবং দৈবক্রমে কখনও তলোয়ার বা বন্দুকের হাল্কা কোন আঘাত বা জখমও তাদের স্পর্শ করে না। অতএব এই কিরামত (অলৌকিকতা) যদি যৌক্তিক ভাবে বর্ণনা করা যায় যে, খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় শত্রুদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করতে থাকেন তাহলে এটি কোন আপত্তির বিষয় নয়। এতে কোন লেশমাত্রও সন্দেহ নেই বা হতে পারে না যে, মরহুম মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব দিবসে একজন প্রতাপান্বিত বীর পুরুষ এবং নিশিতে তিনি একজন মহাবৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইবাদতকারী সাধক ছিলেন। এক কথায় তিনি সার্বক্ষণিক সাধনায় নিয়োজিত ও শরীয়তের বিধি-বিধানে পরিচালিত ছিলেন। ঐ যুগে কাদিয়ানে ইসলামের এমন এক জ্যোতি উদ্ভাসিত ছিল যে, আশ-পাশের মুসলমান এ জনবসতিটিকে মক্কা বলে অভিহিত করতো।

কিন্তু মির্যা গুল মোহাম্মদ সাহেবের তিরোধানের পর অধমের দাদা মির্যা আতা মোহাম্মদ সাহেবের আমলে সহসা প্রচন্ড এক বিপ্লব উপস্থিত হলো। বিরোধীও বৈরী ভূমিকা প্রদর্শনের পরে পরে যে-সব জঙ্গী শিখ নিছক কপটতার মাধ্যমে সমঝোতা ও সন্ধি সম্পাদন করলো, তাদের বেঈমানী, বজ্জাতি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এ পরিবারের ওপর ভীষণ বিপদাবলী আপতিত হলো এবং কাদিয়ানসহ কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সবই

বেরিয়ে আসবে, তবুও মানুষ নিরাপদে বেঁচে থাকবে?! বরং (প্রকৃতপক্ষে) এতদস্থলে পৃথিবী দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীদের বোঝায়। আর এটি কুরআন শরীফের সাধারণ একটি বাগধারা যে, পৃথিবী শব্দ দ্বারা মানুষের হৃদয় বা অন্ত:করণ এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও শক্তি নিচয়কে বোঝায়। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু একস্থলে বলেন ঃ ***ই'লামু আন্নাল্লাহা ইউহ্‌য়িল আরযা বা'দা মাওতিহা।"*** [অর্থাৎ 'মনে রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পৃথিবীকে তার মৃত্যু ঘটার পর জীবিত করবেন।' (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৮) –অনুবাদক]

আরও যেমন তিনি বলেন ঃ ***"ওয়াল্***

চলমান টীকা ঃ তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। পরিশেষে শিখরা কাদিয়ানও দখল করে নিল এবং মরহুম দাদা সাহেবকে পরিবার-পরিজনসহ দেশান্তরিত করা হল। ঐদিন শিখরা প্রায় পাঁচশ' কপি কুরআন শরীফ অগ্নি সংযোগে পুড়িয়ে দিল। বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করলো। মসজিদগুলোর মধ্যে কয়েকটি তারা বিধ্বস্ত করলো। কিছু মসজিদকে তারা তাদের বাসগৃহ বানালো। আর কিছু মসজিদে তাদের ধর্মশালা স্থাপন করলো এগুলো এখনও মওজুদ রয়েছে। এই নৈরাজ্যের সময়ে যতজন জ্ঞানীগুণি, আলেম-উলামা ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ কাদিয়ানে বাস করতেন সবাই বের হয়ে যান এবং বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করেন। আর এ জায়গাটি ঐসব দৃষ্কৃতকারী ও ইয়াযিদী-স্বভাব সম্পন্ন লোকে ভরে গেল, যাদের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতায় দুষ্কর্ম ও পাপাচার বৈ আর কিছু ছিল না। এরপর বৃটিশ রাজত্বের কিছুকাল পূর্বে অর্থাৎ সেই সময়- যখন পঞ্জাবে মহারাজা রঞ্জিৎ সিংএর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ অধমের শ্রদ্ধেয় পিতা অর্থাৎ মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব কাদিয়ানে ফিরে এসে বসবাসরত হন। তারপরও শিখদের জুলুম-অত্যাচার ও দংশনবৃত্তি অব্যহত থাকে। ঐ যুগে আমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) এত অপমানিত ও অপদস্ত ছিলাম যে দেড়-দুই টাকায় কেনা যায় এমন একটা বাছুরকে আমাদের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি সম্মানের চোখে দেখা হতো। আর এ পশুটাকে সামান্য কিছু খোঁচা লাগার অজুহাত ধরে মানব হত্যা বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। শত শত নিরপরাধ মানুষকে কেবল এ সন্দেহের ওপর হত্যা করা হতো যে, তারা কিনা এ পশুটিকে জবাই করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। আর এটা স্পষ্ট যে, যে-রাষ্ট্র পশুহত্যার বিনিময়ে মানুষ হত্যাকে নিজেদের অবশ্য-কর্তব্য বলে জ্ঞান করতো এমন অর্বাচিন ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্র খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অবকাশ ও অব্যাহতি পাওয়ার কখনও যোগ্য হতে পারতো না। কাজেই খোদা তা'লার এই হোঁশিয়ারীমূলক ভীতিকর অবস্থাকে মুসলমানদের ওপর থেকে অতি শীঘ্র তুলে নিলেন এবং রহমতের বারিধারার ন্যায় একটি সরকার আমাদের জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে আনয়ন করলেন। আর সেই গ্লানি ও তিক্ততা, যা শিখদের আমলদারিতে আমরা বয়ে ও সয়ে আসছিলাম, ঐসব কিছু আমরা বৃটিশ সরকারের শাসনাধীন আসায় বিস্মৃত হয়েছি। ***আর তাই আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের জন্য অবশ্য- কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা যেন এই মোবারক সরকারের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকি।***

ইংরেজ রাজত্বের আমলে শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব তালুকদারীর তিনটি গ্রাম এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে কাদিয়ানের মালিকানা স্বত্ব ফিরে পান, যা অধ্যাবধি বহাল রয়েছে। এটি (পবিত্র হাদীসবর্ণিত) 'হাররাস (তথা বিশিষ্ট জমিদার') শব্দটির প্রতীক ও সত্যায়ন স্বরূপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ সাহেব (মরহুম) এ দেশের বিশিষ্ট জমিদারদের মাঝে গণ্য হতেন। গভর্নরের দরবারে উপবেসনের জন্য তাঁকে আরাম-কেদারা দেয়া হতো। বৃটিশ সরকারের প্রতি তিনি সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞ ও হিতাকাঙ্খী ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিঃ সনের সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলোতে তিনি পঞ্চাশটি ঘোড়া নিজ অর্থে ক্রয় করে এবং (ঘোড়সওয়ার হিসেবে) ভালো ভালো জওয়ান সংগ্রহ করে সরকারকে সাহায্যস্বরূপ দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি এ সরকারের সুনজরে ছিলেন। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ আগ্রহ সহকারে তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতেন। প্রয়াশঃ কমিশনার ও ডিপুটি কমিশনার সাহেব তাঁর সাথে দেখা করতে (কাদিয়ানে) তাঁর বাসভবনে চলে আসতেন। এসব বর্ণনা থেকে সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ পরিবার একটি সম্মানিত জমিদার পরিবার ছিল, যারা বিগত প্রাচীন বাদশাহদের আমল থেকে অধ্যাবধি উল্লিখিত আবিযাত্যের সাক্ষ্য বহণ করে আসছে।

"ফাল্‌হাম্‌দুলিল্লাহিল্লাযী আসবাতা হাযিহিল্ আলামতা ইস্‌বাতান বাইয়্যেনান ওয়াযিহান মিন ইন্দিহি।" (অর্থঃ সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি উল্লেখিত চিহ্নটি নিজ পক্ষ থেকে অতি স্পষ্টাকারে সপ্রমাণ করেছেন – অনুবাদক)।

চতুর্থ ও ***পঞ্চম*** চিহ্নটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, বরং এগুলো স্বয়ং স্বতঃস্পষ্ট। কাদিয়ানকে খোদা তা'লা যে দামেস্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং নিজ ইলহামী বাণীতে এ-ও বলেছেন ঃ ***"উখরিজা মিনহুল ইয়াযিদীউন"***- ["এখান থেকে এযিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকদের সৃষ্টি করা হয়েছে"–অনুবাদক] –এ ঐশী হুঁশিয়ারী ঐসব নাস্তিক ও দুষ্টলোকদের কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে যারা এ শহরে বাস করে। এ শহরটির বেশীর ভাগই ঐসব লোকে ভরে রয়েছে, যাদের মৃত্যুর কথাও স্মরণ নেই। তারা রাতদিন কেবল পার্থিব চিন্তা ও প্রতারণায় লিপ্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি অন্তরায় না হতো, তাহলে এদের অন্তর সব ধরণের অপরাধ করতে উদ্যত "ইল্লা মাশায়াল্লাহ্" (অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কিছু লোক ব্যতীত'– অনুবাদক)। এদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা খোদার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং কোন বিষয়কে তারা হারাম (নিষিদ্ধ) বলে গ্রহ্য করে না। তাদের মনমানসিকতা ও গতিবিধি লক্ষ করে আমি দেখতে পাই, ভ্যবিচার থেকে শুরু করে অন্যায় রক্তপাত পর্যন্ত তাদের দৃষ্টিতে সুযোগ সাপেক্ষে কেবল বৈধই নয়, বরং এ ধরণের সব (জঘন্য) কাজ প্রশংসনীয়। আমি এদের দৃষ্টিতে সম্ভবত জগতজুড়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু এজন্যে আমার কোন আক্ষেপ নেই, আমার রূহানী ভ্রাতা মসীহ্‌র বাক্যটি আমার স্মরণ আছে ঃ 'নবী কেবল তাঁর জন্মস্থানেই অপদস্ত হয়ে থাকেন।' সত্যি সতি বলছি, এ লোকগুলো যদি ইমাম হুসায়ন (রা.) এর সময়ে হতো, তাহলে আমার

বালাদুত্ তাইয়্যেবু ইয়াখরুজু নাবাতুহু বি-ইযনি রাব্বিহি ওয়াল্-লাযী খাবুসা লা ইয়াখরুজু ইল্লা নাকিদা।" [অর্থৎ আর উত্তম ভূমি এর প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (উত্তম) ফসল উৎপন্ন করে। আর যে (ভূমি) নিকৃষ্ট তা আবর্জনা ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করে না' (সূরা আল আ'রাফ) –অনুবাদক]।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে এর আরও অনেক নজির মওজুদ রয়েছে, যা কুরআন পাঠকারীদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন নয়। তা ছাড়া রূহানী উপদেশক বা সংস্কারকদের আবির্ভাব এবং তাঁদের সাথে ফিরিশ্‌তাদের অবতরণ এক রূহানী কিয়ামতের নমুনাস্বরূপ হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে (আধ্যাত্মিক ভাবে) মৃতদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং যারা কবরে পড়ে আছে তারা সঞ্জীবিত হয়ে বইরে বেরিয়ে আসে। আর সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর লোক তাদের পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে যায়। অতএব সূরা আর যিলযালকে (এতে বর্ণিত বিষয়) যদি কিয়ামতের চিহ্নাবলীর মাঝে ধরা হয়, তাহলে এতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে অনুরূপ সময়টি রূহানীভাবে এক কিয়ামতকালই হয়ে থাকে। খোদা তা'লার সাহায্যপুষ্ট ও সহায়তাপ্রাপ্ত বান্দাগণ কিয়ামতের রূপ ধারণেই এসে থাকেন। আর তাদের সত্তা কিয়ামত নামে অভিহিত হতে পারে, যাঁদের আগমনে রূহানী মৃতরা জীবিত হতে শুরু করে। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে এরূপ যুগ যখন আসে, যখন মানবীয় সহজাত ক্ষমতা স্বীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি প্রকাশ করে। অতএব, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তা-চেতনার পক্ষে যতদূর উড্ডয়ন করা সম্ভব, ততদূর তারা পৌঁছাবে এবং যে-সব গোপন রহস্য ও তত্ত্ব-তথ্য আদিকাল থেকে উদ্ঘাটিত হওয়া নির্ধারিত, তা সার্বিকভাবে যখন প্রকাশিত হবে তখন এ বিশ্বের নির্দিষ্ট বৃত্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। *"কুল্লুমান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা যুল-যালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম।"* (অর্থঃ "এ পৃথিবীতে যা-ই আছে সব-ই নশ্বর। কিন্তু প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সত্তা অবিনশ্বর"– (সূরা রহমান ঃ ২৭ ও ২৮ আয়াত)

(চলবে)

ধারণা, ইয়াযিদ ও শিমারের চেয়েও (নিষ্ঠুরতায়) তারা এগিয়ে যেতো। মসীহ্‌র যুগে যদি এরা হতো, তাহলে তাদের চক্রান্তের সামনে ইহুদা ইস্ক্রিউতিকেও হার মানতে হতো। খোদা তা'লা যে ইয়াযিদের সাথে এদের তুলনা করেছেন এমনটি তিনি বিনা কারণে করেন নি। বরং তিনি এদের অন্তঃকরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সরল-সিধা নয়। এদের চালচলনের প্রতি তাকিয়ে দেখেছেন, যা সঠিক নয়। তখন তিনি আমাকে (ইলহাম যোগে) জানিয়েছেন, এ লোকগুলো ইয়াযিদি স্বভাব বিশিষ্ট এবং এ শহরটি (তথা কাদিয়ান) দামেস্ক সদৃশ। অতএব, খোদা তা'লা অতি গুরুত্ববহ এক কার্য সমাধার উদ্দেশ্যে এই 'দামেস্কে' এ অধমকে অবতীর্ণ করেছেন *"বি-তারফিন শারকিয়্যেন ইন্দাল মিনরাতিল বাইদায়ি মিনাল মাস্‌জিদিল লাযী মান দাখালাহু কা'না আমেনান ফা-তাবারাকাল্লাযী আন্‌যালানী ফি হাযাল মুকাম। ওয়াস সালামু আলার রসূলিহি আফযালির রুসুলি ওয়া খাইরিল আনাম।"* [অর্থঃ 'সেই মসজিদের পূর্বদিকে শুভ্র মিনারার কাছে অবতীর্ণ করেছেন যে মসজিদটিতে যে-ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রাপ্ত হবে। অতএব কল্যাণময় তিনি, যিনি এই মোকামে অবতীর্ণ করেছেন। আর শান্তি বর্ষিক হোক সেই রসূলের ওপর, যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও সর্বোৎকৃষ্ট মানব'– অনুবাদক] টীকা সমাপ্ত- গ্রন্থকার।

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব

মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.) প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

অর্থ: **'যখন তোমরা তাঁর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা, আল্-মাহ্‌দী।'**

[সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরূজুল মাহ্‌দী]

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৪০)

(১০) আর একটি বাস্তব-সম্মত প্রশ্ন হলোঃ যথাসময়ে যীশুর মৃত্যু না হয়ে থাকলে 'পারকুলিত' (শান্তিদাতা) এবং 'সত্যের আত্মা'-এর আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে?

যীশু বলেছেনঃ 'আমি তোমাদেরকে সত্য কথা বলছি। আমার যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ আমি গত না হলে 'পারকুলিত' (শান্তিদাতা অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ-অনুবাদক) আসবেন না। কিন্তু আমি গত হলে তাঁকে আমি প্রেরণ করবো।" (যোহন-১৬ঃ৭)।

'তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার সকল আজ্ঞা পালন করবে। আর আমি পিতার নিকট আবেদন করবো এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি হলেন 'সত্যের আত্মা' (হযরত মুহাম্মদ সাঃ-অনুবাদক)। (যোহন-১৪ঃ১৫-১৬)।

'তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।' (যোহন-১৬ঃ১২-১৩)।

যীশু আরও বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি (বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. -অনুবাদক) আসিতেছেন। আর আমাতে তাঁহার কিছুই নাই।' (যোহন-১৪ঃ৩০)।

ফলতঃ যীশুর মৃত্যুর পরই 'পারকুলিত' বা শান্তি-দাতা এবং সত্যের আত্মার আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হয়েছে ইসলামের মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বের কল্যাণ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (সুরা আল আম্বিয়া) এবং তাঁর আগমনকে সত্যের আগমন এবং মিথ্যার নির্গমন বলে অভিহিত করা হয়েছে (সুরা বণী ইস্রায়েল)। নবুয়তের দাবীর পূর্বেই তাঁকে 'আলামীন' এবং 'আস-সাদেক' উপাধি দ্বারা আরববাসীগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সম্বোধন করতো। উল্লেখ্য যে, যীশুর মৃত্যুর অনেক প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে (এসকল বিষয় সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে)। আরো উল্লেখ্য যে, বাইবেলে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

যীশুর মৃত্যু সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সার-সংক্ষেপ

(১) ক্রুশীয় ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রাচীন পত্রের সাক্ষ্যঃ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় খনন কার্য করে প্রাচীন কালের তথ্যাবলী আবিস্কৃত হয়েছে। সেখানের গ্রীক গীর্জায় একটি প্রাচীন পত্র পাওয়া গিয়েছে যা ক্রুশীয় ঘটনার কিছু দিন পরে লেখা হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত পত্রটি এসীন্স ব্রাদারহুড-এর একজন যাজক তাঁর ভ্রাতৃমন্ডলীর জন্য একজন সদস্যকে লিখে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। ১৯০৭ সনে আমেরিকান পুস্তক কোম্পানী উক্ত পত্রখানি "The Crucifixion by An Eye-Witness" নামে প্রকাশ করে। এই পুস্তকে ক্রুশীয় ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশু-খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর সংগাহীন অবস্থায় পাথরের গুহা-কবরে তিন দিবা-রাত্র অবস্থানের পর সুস্থ হয়ে উঠেন। অতঃপর তিনি ছদ্মবেশে জেরুযালেম থেকে প্রাচ্যের দিকে হিজরত করেন। উক্ত পত্রে যীশুর আকাশে উঠে যাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে- "শিষ্যরা যখন নতজানু হয়ে বসেছিল সেই সময় তাদের সামনে থেকে যীশু উঠে গেলেন। কিন্তু শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, যীশু মেঘের ভিতর দিয়ে আকাশে চলে গেছেন। এই খবরটি তারাই আবিস্কার করেছিল যারা যীশুর বিদায় বেলায় সেখানে উপস্থিত ছিল না।" (পৃঃ-১২৪)

(২) ভূস্বর্গে অর্থাৎ কাশ্মীরে যীশুর আগমনঃ

পবিত্র কুরআনে যীশুর আশ্রয়–স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "আমরা মরিয়ম তনয় ও তাহার মাতাকে এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক শ্যামল উপত্যকাময় ও ঝরণা প্রবাহিত উচ্চ ভূখন্ডে!" (মুঃমিনুল, ৫১ আয়াত)। এই বর্ণনা ভূ–স্বর্গ তথা কশ্মীরে যীশুর আগমনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

বাইবেল ও ঐতিহাসিক প্রমান দ্বারা যীশুর দেশত্যাগ এবং বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যশেষে কাশ্মীরে-আগমন সম্পর্কিত অনেক তথ্য সত্যায়িত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি সারাংশ–বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো [৩৪]

"যীশু আগমণ করিয়াছিলেন ইস্রায়েল-কুলের উদ্ধারের জন্য। যীশুর আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ইস্রায়েলের বারটি গোত্র বিভিন্ন ভাবে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছিল। যীশুর আবির্ভাবের সময় দ্বাদশ গোত্রের মধ্যে মাত্র দুইটি গোত্র প্যালেষ্টাইনে বাস করিতেছিল। অবশিষ্ট দশটি গোত্র প্যালেষ্টাইন রাজ্যের বাহিরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেছিল। এই বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলিকে ঈশ্বরের শিক্ষায় এক আর্দশে সম্মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আগমন করিয়াছিলেন। যীশু বলেন, "আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খে াঁয়াড়ের নয়, তাহাদিগকে আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে একপাল ও এক পালক হইবে" যোহন, ১০ ঃ ১৬)।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী দশটি ইস্রায়লীয় গোত্রের মধ্যেও যে তাঁহাকে প্রচার করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে যীশু বলেন, 'অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে ; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি" লুক (৪ ঃ ৪৩)। হারান গোত্রগুলির সন্ধানে যাওয়ার পূর্বে তিনি শিষ্য–দিগকে বলিয়াছিলেন, 'কোন ব্যক্তির যদি একশত মেষ থাকে, আর তাহাদের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া ঐ হারান মেষটির অন্বেষণ করেনা?" (মথি ১৮ ঃ ১২)। কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায় "কারণ যাহা হারান ছিল, তাহার পরিত্রান করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন" (ঐ টীকা দ্রষ্টব্য)। ক্রশের দুর্ঘটনার পর যীশু চল্লিশ দিন পর্যন্ত যিরূশালেম ত্যাগ না করিতে উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন (প্রেরিত, ১ ঃ ৩, ৪)। অতঃপর যীশু জৈতুন নামক পর্ব্বতে আরোহন করিলেন. তখন 'একখানি মেঘ তাঁহাদের (অর্থাৎ শিষ্যদের) দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল " (প্রেরিত, ১ ঃ ৯)। ইহার পর শিষ্যগণ পর্বত হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন (প্রেরিত. ১ ঃ ১২)। ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে নতুন নিয়মের লেখকগণ নীরব রহিয়াছেন। অতএব , যীশুর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা এখন ইতিহাস হইতে আলোচনা করিব।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণঃ

* জৈতুন পর্বত পার হইয়া যীশু ইস্রায়েল জাতির হারান গোত্র-গুলির সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে আফগানীস্তান হইয়া 'ভূস্বর্গ ' কাশ্মীর আগমন করেন। হাদিসে আছে, আল্লাহ ইছাকে বললেন, তুমি একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাও (কন্জুল উন্মাল, ২১ খন্ড)। লিছানুল আরবের মতে মসিহ অর্থও ভ্রমণকারী (৪৬১ পৃঃ)। তিনি কাশ্মীরেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। আফগান এবং কাশ্মীর বাসীগণ যে ইস্রায়েল জাতিরই শাখা তাহা F.Bernier, G.Foster প্রভৃতি ঐতিহাসিক Travels in the Moghul Empire ও Letters on a Jurney from Bengal to England নামক পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন।

* আর্য পন্ডিত মহাশয় লক্ষণ তাঁহার 'ভবিষ্য পুরানের আলোচনা' নামক হিন্দি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ব্রক্ষ ভারতে ম্লেচ্ছ আচার্য্য মুছার বহু শিষ্য বাস করে। অন্যত্র আছে, Kashmiries are of the lost tribes of Israel (Kashmir, Vol. 1, Page-16)। কাশ্মীরে মালিক গোত্রের লোকই অধিক। ইহারা বনি ইস্রায়লীয় (আকওয়ামে কাশ্মীর, ১ম খন্ড, ২৩৯ পৃঃ)। কাশ্মীরিয়া ইস্রায়েলের বংশধর (তারিখে হাশমত)। খাজা হাসান নিজামী বলেন. 'আমি নিশ্চিত যে বনি ইসরাইল এই দেশে আসিয়াছিল এবং এখানকার (কাশ্মীরের) জনগণ তাহাদেরই বংশধর (দরবেশ ভলিয়াম–৭, নং–৬, ১৫/৯/২৬ ইং)। ইহাদিগকে (কাশ্মীরবাসীকে) ইস্রায়লীয় বলিয়াই প্রমাণ করে (Ancient Monuments of Kashmir, Page-75)

* কাশ্মীরের উওর–পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত ইস্রায়লীয় (HISTORY OF Pre-Musalman India, Vol 1, P-367) The Kashmiries are decendents of the Jews (General History of the Moghul Empire, Page-195)

* খ্রিষ্টান মিশনারী C. E. Tyndal Bisco লিখিয়াছেন. The Kashmiries belong to the lost tribes of Israel (Kashmir in Sunlight and Shade P-153)। Sir Francies Younghusbands লিখিয়াছেন, That these Kashmiries are the lost tribes of Israel and certainly as I have already said. there are real Biblical types to be seen everywhere in Kashmir (Kashmir, P-107). তিনি আরো বলিয়াছেন, There resided in Kashmir some 1900 years ago a saint of the name of Yuz Asaf . who preached in Parables as Christ uses...His tomb is in Srinagar ... and the theory is that Yuz Asaf and Jesus are one and the same person (112 P).

(চলবে)

কোন ধর্মের ওপর আঘাত করার শিক্ষা ধর্মে নেই

মাহমুদ আহমদ সুমন

গত ২৩ অক্টোবর, শুক্রবার গভীর রাতে রাজধানী ঢাকার হোসনী দালানে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতিকালে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও শতাধিক আহত হোন। এ ধরণের কর্মকাণ্ড নিশন্দেহে ইসলাম বিরোধি কাজ। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে ধর্ম সকলের শান্তি কামনা করে। কোন ধর্মের ওপর আঘাত করার শিক্ষা ইসলামে নেই। তাই ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামের ধর্মকে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীতে বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরিয়তবাহী নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শান্তির অমিয় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন।

মহান খোদা তা'লার এক নাম 'ছালাম' অর্থাৎ শান্তি। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন আর রাসুলুল্লাহ (সা.)কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপরে অধিষ্ঠিত' (৬৮: ৫)। হজরত রাসূল করীম (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদি, খৃষ্টান বা যে কোন ধর্মের অনুসারী।

মহানবী (সা.) যিনি পশুতুল্য মানুষকে ফেরেশতায় রুপান্তর করেছিলেন। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষত্ব হারিয়ে ইচ্ছা মাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল ঠিক তখনই কোরাইশ বংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরব জাহান তথা বিশ্ব মানবকূলের জন্য প্রেরণ করেন শান্তির বাণী দিয়ে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–কে। জন্মলগ্ন থেকে যার উছিলায় শান্তির স্বপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বময় রহমত আসতে থাকে। কতই না চমৎকার তার আদর্শ, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা, সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে, কোটি কোটি হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিলেন। সমাজে তার (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই ছিল ভালবাসার লড়াই। বোমাবাজি বা অস্ত্রেও লড়াই নয়।

তিনি (সা.) প্রকৃত ইসলামি দর্শন,

গত ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ শুক্রবার গভীর রাতে রাজধানী ঢাকার হোসনী দালানে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতিকালে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও শতাধিক আহত হোন। এ ধরণের কর্মকাণ্ড নিশ্চন্দেহে ইসলাম বিরোধি কাজ। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে ধর্ম সকলের শান্তি কামনা করে।

কোরআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তার উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি (সা.) সমাজে কোন ধরনের অশান্তির লেশমাত্র রেখে যান নি। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন ইসলাম আসলেই যে শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। তিনি (সা.) শুধু মাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই বরং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে এ সব কিছুই তিনি (সা.) তার কর্ম দ্বারা শিখিয়ে গিয়েছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সর্ব শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মহান আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন সবার জন্য শান্তির বার্তা দিয়ে। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য কেবল রহমত এবং শান্তির কারণই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দয়ার এক মহা সাগর। আমরা যদি তাঁর (সা.) বিনয়, নম্রতা ও দয়াসুলভ আচরণের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি এ সবগুলো গুণেই সমৃদ্ধ ছিলেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'অতএব এই কুরআন, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যদি কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি যেন মানুষ ঐশী বাণীর মাহাত্ম্য বুঝার জন্য চিন্তাভাবনা করে' (সূরা হাশর:২২)। এ আয়াতে এই গুঢ়-তত্বই বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা-ই সেই সত্তা ছিল, যিনি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন, একারণেই পবিত্র কুরআনের মত মহা মর্যাদাপূর্ণ বাণী তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর বিনয়, নম্রতা ও কোমলতায় উন্নতি করে তিনি আপন সত্তাকে এত বেশি বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় এমনভাবে বিলীন হয়ে বা মিশে গেছেন যে পর্যন্ত ফেরেশতারাও পৌঁছতে পারে নি।

মানুষের জন্য এত দরদ, এত প্রেম আর এমন অসাধারণ ভালোবাসা যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে আছে, 'নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তার কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের কল্যাণের পরম আকাঙ্ক্ষী। সে মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী' (সূরা তাওবা:১২৮)।

মানবের প্রতি মহানবী (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তাঁর (সা.) তায়েফ গমনের ঘটনা সর্বজন বিদিত। মক্কায় আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ প্রচার করার ব্যাপারে কিছুটা ব্যর্থ হয়ে তিনি তায়েফ নগরীতে গমন করেন। মহানবী (সা.) ভাবলেন, তায়েফবাসী হয়তো বা তার কথায় কান দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের বাণী তায়েববাসীরা শোনাতো দূরের কথা, বরং তাঁর ওপর অমানবিক যুলুম অত্যাচার করল। তায়েববাসীরা বখাটেদেরকে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দেয় এবং তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহকে রক্তাক্ত করে দেয়। আত্মরক্ষার্থে মানব দরদী রসূল দ্রুতপদে তায়েফ ত্যাগ করেন। তিনি যখন তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতা এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে এই যালিম শহরবাসীদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপের দরুন ধ্বংস করে দিবেন।' ফেরেশতার কথার জবাবে মানব-প্রেমী রসূল আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দু'হাত তুলে এই দোয়াই করলেন, 'হে খোদা! তারা অজ্ঞ, তাই আমার ওপর যুলুম করেছে। তুমি এদেরকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াত দাও।' হায়! কি মহানই না ছিলেন আমার প্রিয় নবী।

নবুওয়ত লাভের পর মক্কী-জীবনে তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যে পৈশাচিক যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমরা সবাই জানি। আবুজাহল ও আবুলাহাবের দল তাঁর ওপর জঘন্য শারিরীক নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রায় তিন বছর তাঁকে (সা.) ও সাহাবীগণ (রা.)-কে নির্বাসিত-জীবন যাপন করতে হয়েছিল। বহু নিরাপরাধ মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে যালিমদের যুলুম-নির্যাতনে মহানবী (সা.) প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যেদিন তিনি মহাবিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন মক্কাবাসীরা ভেবেছিল, আজ নিশ্চয়ই তাদের রক্ষা

নেই। তারা ভয়ানক শাস্তির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামিন, মানব দরদী রসূল সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। মহান আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়াত ও রহমানিয়াতের গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত না হলে এমন সাধারণ-ক্ষমা করা কি সম্ভব?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল জাতির মাঝে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকারকেও তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যেন বলবত থাকে সেই ব্যবস্থাও করেছেন। যেমন উল্লেখ রয়েছে-এটি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.) প্রণীত কাছের এবং দূরের খ্রিষ্টীয় মতবাদ পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য ঘোষণা পত্র : আমরা এদের সাথে আছি। নিশ্চয়ই আমি নিজে আমার সেবকবৃন্দ মদিনার আনসার এবং আমার অনুসারীরা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। কেননা খ্রিষ্টানরা আমার দেশের নাগরিক। আর আল্লাহ্‌র কসম! যা কিছুই এদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতির কারণ হয় তার ঘোর বিরোধী। এদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা যাবে না, এদের বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না আর এদের ধর্মযাজকদেরকেও এদের আশ্রয় থেকে সরানো যাবে না। কেউ এদের উপাসনালয় ধ্বংস বা এর ক্ষতিসাধণ করতে পারবে না। কেউ যদি এর সামান্য অংশও আত্মসাৎ করে সেক্ষেত্রে সে আল্লাহ্'র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। নিশ্চয়ই এরা (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা) আমার মিত্র এবং এরা যেসব বিষয়ে শঙ্কিত, সেসব বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। কেউ এদেরকে জোর করে বাড়ী ছাড়া করতে পারবে না অথবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেও এদের বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলমানরা এদের জন্য যুদ্ধ করবে। কোন খ্রিষ্টান মেয়ে যদি কোন মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সে মেয়ের) অনুমোদন ছাড়া এটি সম্পাদিত হতে পারবে না। তাকে তার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে বাধা দেয়া যাবে না।

এদের গির্জাগুলোর পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধা দেয়া যাবে না। আর এদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর পবিত্রতা-হানী করা যাবে না। এ ঘোষণা পত্র কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই উম্মতের সদস্য লঙ্ঘন করতে পারবে না। [অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪১৬ হিজরী, ১০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৫]

তিনি (স.) সেই মানব-দরদী রসূল, যিনি বিচলিত চিত্তে এক ইহুদী শিশুকে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে যান এবং দরদ ভরা হৃদয়ে তাকে তৌহিদের বাণী শুনান এবং তিনি সেই মানব প্রেমিক রসূল যিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ঐ বৃদ্ধাকে দেখতে যান, যে তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এইতো সেই রহমাতুল্লিল আলামীন, যিনি মানবতার সম্মানে ইহুদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যান। তিনিই সেই ক্ষমাশীল রসূল, যার মহান ক্ষমায় তারই সামনে নিবেদিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় হাজার হাজার বিধর্মীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। আর আজকে সেই মহান রসূলের উম্মত দাবি করে করা হচ্ছে সব ধরণের অন্যায় কাজ। আজ এই ধর্মান্ধরা শরীয়তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী এমন নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আর হাজারো নিরীহ ও অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলছে আর সব কিছুই করছে আমার প্রিয় নবীর নামে। অথচ পরম দয়ালু আল্লাহ্ এবং বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসূলের নামে এই ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম করা হচ্ছে। পাকিস্তানে প্রতিনিয়ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা আক্রমণের শিকার। আর এই আক্রমণ কারা করছে? সেই শ্রেষ্ঠ নবীর তথাকথিত উম্মতরাই করছে। তাই বলা যায়, সমগ্র বিশ্বে আজ রাহমাতুল্লিল আলামিনের নামেই এসব করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করুন।

masumon83@yahoo.com

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১৫

মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্র দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হবে। ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি, সেই সাথে ইজতেমার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

তবলীগ ও তার পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

১.ইসলামের বিজয়ের সাথে জান ও মালের কুরবানীর উল্লেখ করা হয়েছে। সব ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় দান করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, এটা অবশ্য পূরণ হবে। হযরত রসূল করীম (সা.) এর সময় ও তার পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দির মধ্যে সুদূর স্পেন হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করলেও এখনও বিশ্বের মাত্র ১/৪ অংশ মুসলমান। অথচ আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন "তিনি তাঁর রসূলকে সত্য-ধর্ম সহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন" (৬১ঃ১০)। এই বিজয়ের শর্ত হিসেবে আল্লাহ্‌ তার পরই বলেছেন "হে যারা ঈমান এনেছে! আমি কী তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের ওপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। (৬১ঃ১১-১২)

জান ও ধন-সম্পদের দ্বারা এই জেহাদের কারণে হযরত রসূল করীম (সা.) এর পরে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বে ইসলামের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। আজ ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই ইসলাম প্রচারও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্‌ জানতেন যে, মুসলমানদের ভেতর এক সময় এরূপ অবস্থা আসবে। তাই তিনি বলেছেন "শুন! তোমরাই হচ্ছ সে সকল লোক, যাদের মধ্যে এমনও আছে, যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ করে, সে প্রকৃত-অর্থে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্থ। এবং যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন, তখন তারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হবে না"। (৪৭ঃ০৯) আল্লাহ্‌র কাজ বৃথা যেতে পারে না। এজন্যই তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে পাঠিয়ে নতুন দল সৃষ্টি করে জান-মালের জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের ব্যবস্থা করেছেন। যখন তাঁর আগমনের প্রয়োজন ছিল, সে সময়েই আল্লাহ্‌ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

তিনি কারও ইচ্ছামত-সময়ে আসেন নি। অনেকে বলে থাকেন, 'তিনি এসে চলেও গেলেন, আমরা জানলাম না"। তাঁর আসার পূর্বে মুসলমানদের ঘোর দুর্দিন চলছিল। খ্রিষ্টানগণ মুসলমানদেরকে দলে দলে খ্রিষ্টান করছিল। তিনি এসে হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) এর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রমাণ দ্বারা ক্রুশ ধ্বংস করে খ্রীষ্টানদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি মালী কুরবানীর ব্যবস্থা চালু করেন ও তারপর খিলাফতের মাধ্যমে জীন্দেগী ওয়াকফকৃত মোবাল্লেগ তৈরী করে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করেছেন। ইসলাম প্রচার যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন খিলাফতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ ইমাম মাহদীর জামাত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌ পাক ইমাম মাহদী (আ.) এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন "মাঁয় তেরি তরলীগকো দুনিয়াকে কিনারুঁ তাক্‌ পৌঁছায়োঙ্গা"। অর্থ "আমি তোমার তবলীগকে দুনিয়ার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছাব"। আজ দুনিয়ায় ২০৭টি দেশে তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। একে প্রতিরোধ করবার কেউ নেই।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রত্যেক আহমদীর আয়ের নির্ধারিত অংশ চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা করে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত মালী-কুরবানীর সুযোগ করে দিয়েছেন। অনেক আহমদী ও মোবাল্লেগ/মোয়াল্লেমগণ নিজেদের জান বাজি রেখে তবলীগের কাজে ব্যস্ত। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছিলেন "প্রত্যেক আহমদীকে মোবাল্লেগ হতে হবে"। পরবর্তী খলিফাগণও একই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। আহমদীদের প্রদত্ত অর্থ 'বায়তুল মাল' ফান্ডে জমা হয়ে তবলীগের কাজে ব্যয় হচ্ছে। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ যেমন কর্মরত জীন্দেগী ওয়াকফকৃতদের জন্য ব্যয় হয়, তেমন তবলীগের জন্য জামা'তের পুস্তকাদি, বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, বিভিন্ন দেশে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সে সব পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়ে থাকে। এতে পুরুষের ন্যায় নারীগণও অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

মুসলমানগণ আজ ইসলাম প্রচার ও মালী-কুরবানী হতে বিমুখ। অন্ধ-বিশ্বাস, বেদাত ও কুসংস্কারে নিমগ্ন হয়ে তারা কুরআনের মূল-শিক্ষা থেকে দূরে। তাদেরকে হযরত ইমাম মাহদীর ঝান্ডাতলে এনে সকল প্রকার কুসংস্কার মুক্ত করে ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করানোর জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে। ইহুদীরা একশ্বরবাদী বলে দাবি

করে। কিন্তু তারাও তাওরাতের শিক্ষা হতে দূরে। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী চল্‌তে তাদেরকেও আহবান জানান হচ্ছে।

চাকুরি জীবনে আমি হিন্দু, খ্রিষ্টানদের ভেতর তবলীগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আহমদী হবার প্রথম দিকে অন্যান্য ধর্মের পুস্তকাদি পড়ার ঝোঁক ছিল। স্কুল পরিদর্শনকালে হিন্দুদের স্কুল হতে বেদ সংগ্রহ করে পড়তাম। গীতা, বাইবেল পড়ার সুযোগও আমার হয়েছিল। গীতা, বাইবেল আমার সংগ্রহে ছিল। এই বই দু'টি আমি একাধিকবার পড়েছি। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর আমার কয়েকটি লেখাও আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কুষ্টিয়া থাকাকালে মাঝে মাঝেই আমি তৎকালীন কুষ্টিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডাঃ ইয়াকুব আলী সাহেবসহ শহরস্থ ক্যাথলিক চার্চ ও হিন্দুদের রামকৃষ্ণ মিশনে যেতাম। একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। একদিন ইয়াকুব সাহেবের সাথে খ্রিষ্টান ক্যাথলিক মিশনে যেয়ে দেখি যে, কিছু মুসলিম-যুবককে খ্রিস্টধর্মের ওপর ছবক দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে মেহেরপুর জেলা হতে আনা হয়েছিল। তখন আমি খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে তাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনায় বসলাম। মুসলিম ছেলেরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। কয়েকদিন আলোচনার পর যখন তারা আমার কথার সদুত্তর দিতে পারল না, তখন এক মিশনারী বলেই বসল "বুঝতে পারছি, আপনারা আহমদী। আপনাদেরকে তো অন্য মুসলমানরা কাফের বলে, আপনাদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই"। এভাবে তারা আলাপ বন্ধ করে দেয়। মুসলিম ছেলেরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারা বলে যে, অর্থের প্রলাভনে তারা এখানে এসেছে। তারা এও বলে যে, তারা চলে যাবে। গিয়েছিল কি-না জানি না, তবে তারা যে নিজেদের ভুল স্বীকার করে ফিরে যাবার কথা বলেছিল, এতেই বলা চলে, তাদেরকে খ্রিষ্টান হওয়া থেকে ফেরাতে পেরেছিলাম।

কুষ্টিয়াতেই এক জাপানী প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারীর সাথেও আমার আলাপ হয়েছিল। সুদূর জাপান থেকে সে এসে বাংলা শিখে হাটে ঘাটে ঘুরে খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করত। সে-ও আমার কোন কথার জবাব দিতে পারেনি। একবার ট্রেনে এক বিদেশী খ্রিষ্টানের সাথে তাদের ধর্ম নিয়ে আমার আলাপ হয়। তার মুখও আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বগুড়াতেও একবার এক খ্রিষ্টানের সাথে তার ধর্ম নিয়ে আমার আলাপ হয়। সে মুসলমান থেকে খ্রিষ্টান হয়েছিল। মনে হয়, অর্থের লোভে সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে। আমার সাথে কথায় না পারলেও সে নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারেনি। সুযোগ পেলে হিন্দুদেরকেও তবলীগ করতাম। কুষ্টিয়ার এরূপ অভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গীতা পড়ে আমি দেখেছিলাম যে, কুরআনের অনেক কথায় সাথে তার মিল আছে। মনে হয়, গীতার কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলহাম আকারে এসেছিল। হিন্দুগণ তাকেই শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে করে তাকে ঈশ্বর বলে পূজা করতে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম-পুস্তক পড়লেও তাদেরকে ধর্মের অসারতা উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম-পুস্তক পড়ার সুযোগ আমার হয় নি। সে জন্য তাদেরকে তবলীগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। সবই নির্ভর করে সদিচ্ছার ওপর, এজন্য বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয়-পুস্তক পাঠ করা উচিৎ। এ সুযোগ না পেলে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মমতের ওপর জামা'ত হতে কিছু বই ও আহমদী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। যারা হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ভেতর তবলীগে আগ্রহী, তারা তা কাজে লাগাতে পারেন। সুযোগ অনেক সময় তৈরী করেও নিতে হয়।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তৌফিক দিন, যেন আমরা সঠিক পদ্ধতিতে তবলীগ করে ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করতে পারি। আমিন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে মানবজাতি যে জীবন বিধান লাভ করেছে তা হল পবিত্র কুরআন মজীদ। আর এই কুরআনের সুন্দরতম শিক্ষা ও সকল আদেশ-নিষেধের ওপর আমলকারী, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপরই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। রসূলে করীম (সা.) এর জীবনী নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে শেষ করা সম্ভব নয়। শুধু জীবনী নয় বরং যদি জীবনের কোন একটি দিক নিয়েও আলোচনা করা হয় তবুও তা শেষ করা সম্ভব নয়। কিছু না কিছু অবশিষ্ট রয়েই যায়। তারপরও আজ আপনাদের সামনে রসূল করীম (সা.) এর বিনয় ও নম্রতার কিছু দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করব কুরআন ও হাদীসের আলোকে। বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যদি কঠোর চিত্তের অধিকারী হতেন তাহলে লোকেরা তাঁর কাছে কখনই আসত না ও ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষাকে গ্রহণও করত না। আল্লাহ্ তা'লা রসূল করীম (সা.)-এর কোমল চিত্তের সাক্ষ্য দিয়ে বলেন–***"ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহে লিনতা লাহুম, ওয়া লাও কুনতা ফায্‌যান গালিযাল ক্বালবে লানফাযযু মিন-হাওলিকা ফা'ফু আনহুম ওয়াসতাগফিরলাহুম"***

অর্থাৎ "আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০) এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর ভদ্র প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সর্বব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো। মানব হিতৈষনা ও কৃপা-করুনায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে কেবল নিজের সাথীদের ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া, বিনয়, নম্রতা প্রদর্শন করেন নি বরং তাঁর প্রাণঘাতী শত্রুরাও তাঁর দয়া-মায়া স্নেহ-ভালবাসা থেকে সমভাবে অংশ পেয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে উহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মুনাফিক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছিল তাদেরকেও তিনি শাস্তিদান থেকে বিরত থাকেন।

মহানবী (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আর ইসলাম শব্দের অর্থ হল শান্তি। রসূল

করীম (সা.) সারা জীবনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আমরা সবাই জানি পবিত্র কুরআন করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তিনি (সা.) এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণও ছিল রসূল (সা.) এর বিনয় ও নম্রতা। তাঁর মাঝে বিন্দু পরিমাণও অহংকার ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন, ***"লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিল্‌লা রাআইতাহু খাশিআম মুতাসাদ্দে আম মিন খাশিয়াতিল্লাহ ওয়া তিলকাল আমসালু নাযরিবুহা লিন্নাসে লাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন"***

"অর্থাৎ আমরা যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করছি যেন তারা চিন্তভাবনা করে। (সূরা আল হাশর ঃ ২২)

এই আয়াতে এই গুঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র সত্তা সেই সত্তা ছিল যিনি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের মহা মর্যাদাপূর্ণ বাণী তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর বিনয়, নম্রতা ও কোমলতায় উন্নতি করে তিনি আপন সত্তাকে এত বেশি বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় এমনভাবে বিলীন হয়েছেন যে খোদার নৈকট্যের ক্ষেত্রে তিনি সেই মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন যে পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারাও পৌঁছতে পারেনি। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ উৎকর্ষ মানবকে, যা ফিরিশতাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীগুলোতেও ছিল না, ছিলনা মনি-মানিক্যে, পদ্মরাগমনিতে, চুনিপান্না হীরা জহরতে। মোটকথা তা আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষের মধ্যেই ছিল না। ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকুলের শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম পৃষ্ঠা, ১৬০-১৬১)

সূরা হাশরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তি ঐশী ভালোবাসা ও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ দু'টি বৈশিষ্ট বা গুণ তার মাঝে জন্ম না নেয়। প্রথমত অহংকার পরিহার করা, যেভাবে সুদৃঢ় পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তা ধ্বসে মাটিতে মিশে যায়। অনুরূপভাবে মানুষের উচিত, সকল প্রকার অহংকার ও গর্ব পরিহার করা আর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা।

শিশুকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বল্পে তুষ্ট আর বিনয় ও নম্রতার উন্নতমানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মানুষের ধনসম্পদ, বংশ পরিচয় ও অর্থ-কড়ির অহংকার থাকে। কিন্তু রাসূল করীম (সা.) এর ধন-সম্পদ, অর্থ কড়ি, চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো অহংকার বা গর্ব করেন নি বরং বিনয় ও নম্রতার একান্ত উন্নত এবং উত্তম আদর্শ স্বীয় অনুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কতটা বিনয়ী ছিলেন লক্ষ করে দেখুন, যখন মানবজাতির সংশোধনের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর অর্পন করতে চাচ্ছিলেন আর এই ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন মুহাম্মদ (সা.)কে বলেন, "ইক্বরা" অর্থাৎ আপনি পাঠ করুন। তখন খোদার মহিমার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের যোগ্যতা ভুলে গিয়ে একান্ত বিনয়ের সাথে তিনি (সা.) বলেন, "মা আনা বিক্বারেইন" অর্থাৎ আমি পড়তে পারি না বা আমার ভেতর পড়ার যোগ্যতা নেই। নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে স্বীয় দুর্বলতা স্বীকার করা ছিল মূলত: সেই উন্নত পর্যায়ের বিনয় যা তাঁর স্বভাব এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

রসূল করীম (সা.) এর নিজের বৈশিষ্ট্য যেভাবে উল্লেখ করেছেন এর প্রতিটি বাক্যে বিনয় ও নম্রতার বহি:প্রকাশ ঘটে। রসূল করীম (সা.) বলেন, শোন! আমি আল্লাহ্‌র বন্ধু আর এতে আমার কোন অহংকার নেই। আমি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পতাকা বহন করব কিন্তু তাতে কোন গর্ব নেই। কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী আমিই আর আমার শাফায়াতই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে কিন্তু এতে কোন গর্ব নেই। সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের কড়া নাড়বো, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য তা খুলবেন আমাকে প্রবিষ্ট করাবেন, আমার সাথে গরীব অসহায় মু'মিনরা থাকবে কিন্তু এতে কোনরূপ অহংকার নেই। ***"ওয়া আনা আকরামুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীনা ওয়ালা ফাখরা"*** আমি পূর্ব ও পরের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেনে, নিজ পরিবারে, সাহাবীদের সাথে, শত্রুদের সাথে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে, ধর্মত্যাগীদের সাথে, কাফেরদের সাথে এমনকি শত্রুর সাথেও তিনি (সা.) বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র কুরআন করীম রসূল করীম (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, ***"ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম"*** অর্থাৎ আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত (সূরা আল কলম ঃ ৫)

সত্যিকার অর্থেই তিনি (সা.) মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। রসূল করীম (সা.) এর বিনয় ও নম্রতার কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে গৃহকর্মে সাহায্য করতেন। স্বয়ং কাপড় ধুতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন। উট বাঁধতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন। আটা মাখতেন, বাজার থেকে জিনিষপত্র নিজে বহন করে আনতেন আর সেবকদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। পরিবারের মধ্য থেকে যখনই কেউ ডাকতেন তিনি (সা.) সর্বদা বলতেন আমি উপস্থিত আছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি আওফা (রা.) বর্ণনা করেন মহানবী (সা.) বিধবা এবং

দরিদ্রদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদের সাথে খাওয়াকে কোনরূপ লজ্জাজনক মনে করতেন না। (দারমী)

রসূল করীম (সা.) এর এক সাহাবীর সাথে ইউনুস নবীর এক অনুসারীর তর্ক হয়, তর্কে উভয়ে দাবী করেছিল যে তার নবী শ্রেষ্ঠ, তারপর সে রসূল করীম (সা.) এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আমাকে ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে বড় বলে প্রচার কর না। অনুরূপ আরো একটি ঘটনা যা এক ইহুদীর সাথে এক মুসলমান তর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে যে তার নবী বড়। এতে ইহুদী এসে রসূল (সা.) এর কাছে অভিযোগ করেন। এতে রসূল করীম (সা.) বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে সাহাবীদের বললেন, আমাকে মূসার চেয়ে বড় বলো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মদীনা সনদের সময়ও তিনি (সা.) যে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

একবার হযরত উমর (রা.) উমরাহ পালনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) অনুমতি প্রদান করেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাই! আমাদেরকে দোয়াতে স্মরণ করতে ভুলো না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এ কথায় আমি এত আনন্দিত হই যে, পুরো বিশ্বও যদি পেয়ে যেতাম তবুও এত আনন্দ হত না।" (আবুদাউদ)

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন কারো প্রতি দৃষ্টি দিতেন তখন পুরোপুরি দিতেন, দৃষ্টি সর্বদা অবনত থাকতো। মনে হত যেন ওপরের চেয়ে মাটির দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকতো। তিনি (সা.) সর্বদা অর্ধনিমিলীত চোখে দেখতেন, স্বীয় সাহাবাদের পিছু পিছু হাঁটতেন আর যখন কোন বিশেষ স্থানে যেতেন তখন তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীকে প্রথমে সালাম করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

আমরা সবাই জানি যে মক্কা ছিল রসূল করীম (সা.) এর প্রিয় মাতৃভূমি কিন্তু সেখান থেকেও তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু আট বছর পর যখন তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি (সা.) এর সাথে সাহাবীদের দশ হাজার সৈন্যদল ছিল। তিনি চাইলে শান-শওকত, জাঁকজমক ও প্রতাপের সাথে প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু খোদার এই বিনয়ী বান্দা কত বিনয় ও নম্রতার সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.) কোন উন্নত জাতের ঘোড়ার পিঠে নয় বরং একটি উটের পিঠে বসা ছিলেন আর কোন ধরণের অহংকার ও গৌরবের তো প্রশ্নই আসে না বরং তিনি বিনয় ও নম্রতার কারণে তাঁর গ্রীবা অবনত ছিল আর তা ক্রমশ: ঝুঁকতেই থাকে। তিনি খোদা তা'লার সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিলেন।

শুধু তাই নয় বরং মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেন। তিনি (সা.) বলেন, ***'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা'*** অর্থাৎ আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তিনি (সা.) সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। জাগতিক কোন বাদশাহ্‌র পক্ষে এমন ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রদান অসম্ভব।

রসূল করীম (সা.) কে যখনই কোন সাধারণ খাবারের জন্যও দাওয়াত করা হত তিনি তাদের দাওয়াত ফিরিয়ে দিতেন না। সরলমনা ও বিনয়ের সাথে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। 'মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানী (রা.) যিনি সম্পর্কে তাঁর বোন ছিলেন তার ঘরে যান আর জিজ্ঞেস করেন খাবার কিছু থাকলে দাও। তিনি (রা.) বলেন, ঘরে কেবলমাত্র শুকনো রুটি আর সিরকা আছে। অতঃপর তিনি (সা.) সেটিই আহার করেন আর বলেন সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী। (আবু দাউদ)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন– তিনি ছিলেন দু'জাহানের মহান বিনয়ী ও পৃথিবীর রাজাধিরাজ কিন্তু একই সাথে বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ। (১১ই মার্চ ২০০৫ সাল প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)

রসূল করীম (সা.) এর সমস্ত জীবন বিনয় ও নম্রতার দর্শন স্বরূপ ছিল। তিনি (সা.) বিনয় নম্রতার সেই পোষাক পরিধান করেছেন যা ইতোপূর্বে আর কোন মানুষ অবলম্বন করেননি। মহানবী (সা.) কখনো অহংকার গর্ব করেন নি। কখনো কারো মনে কষ্ট দেন নি। প্রত্যেকের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন।

শিশুকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বল্পে তুষ্ট আর বিনয় ও নম্রতার উন্নতমানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রসলে করীম (সা.) এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি বিনয় ও নম্রতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) প্রকৃতপক্ষেই বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন। আর এরূপ আজিমুশশান নবী (সা.) এর ওপর লক্ষ লক্ষ দরুদ ও সালাম। "ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যেকা দায়েমান, ফি হাযিহিদ্ দুনিয়া ওয়া বা'সিন সানী।" (দূররে সামীন) (আমীন, সুম্মা আমীন)

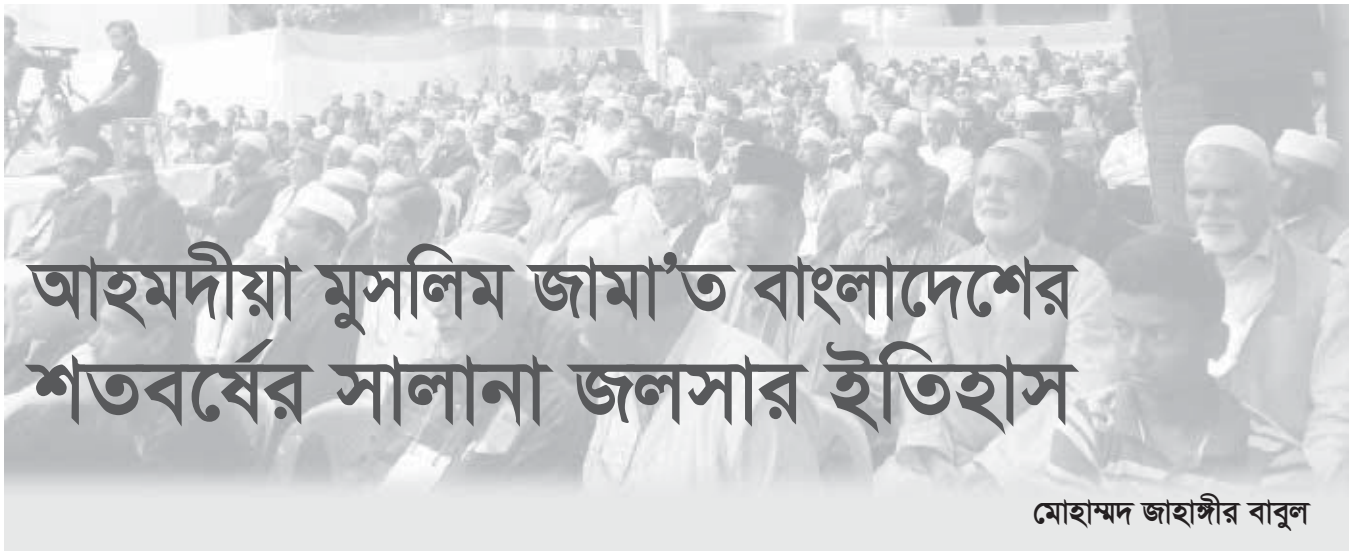

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৭ম কিস্তি)

১৯৪০ হতে ১৯৪৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালে ২৪তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালে ২৫তম, এবং ১৯৪২ সালে ২৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দৈনিক আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ–

জলসা সালানা ১৯৪২

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রতিকুলতা সত্ত্বেও প্রতি বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৪২ সালে প্রকট আর্থিক সংকট সত্ত্বেও জলসা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। এ বছর হুযূর (রা.) বঙ্গীয় আহমদীদের উদ্দেশ্যে এক বাণী প্রেরণ করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

অনুগ্রহ করে আমার এ বাণী পৌঁছে দিন। আমি চাই যে সমস্ত আহমদী এই কনফারেন্সে যোগদান করেছেন তারা ইসলামের সেবার জন্য নিজেদেরকে তৈরী করুন। বঙ্গ প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা এদেশের অন্য প্রদেশসমূহের তুলনায় বেশী। কিন্তু আহমদীয়াতের দৃষ্টিকোন থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব জাগুন এবং এই প্রদেশকে আতিসত্তর আহমদীয়াতের জন্য এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করুন । (আল ফযল ৮ই নভেম্বর ১৯৪২)।

এই জলসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে অনেক অ-আহমদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিজেদের বাণী প্রেরণ করেন। কতিপয় বাণী এখানে উল্লেখ করা হলো।

ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর-এর বাণী ঃ

আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২৬তম বার্ষিক কনফারেন্সের সফলতা কামনা করছি, এমন আন্দোলন যার উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। বর্তমান সঙ্কটময় যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির সহানুভূতি প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিজ উদ্দেশ্য সফল হোক।

ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বাণী ঃ

বঙ্গীয় অর্থ মন্ত্রী, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী নিম্নেবর্ণিত বাণী প্রেরণ করেন।

আপনারা যদি ভারতের দু'টি বড় জাতি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের অনেক বড় সফলতা হবে। আমি আপনাদের সফলতা কামনা করি।

ডাক্তার নিয়োগীর বাণী ঃ

আমি আপনাদের পুণ্যকাজের প্রশংসা করছি। আপনারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মিলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোক।

ডঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বাণী ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ডঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, এই ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতার যুগে যখন বিভিন্ন ঝগড়া, বিশৃংখলা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে তখন আপনাদের আন্দোলন একটি আনন্দদায়ক বিষয়। আমি আশাব্যঞ্জক, আপনাদের মত কিছু সংখ্যক লোক রয়েছেন যারা পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এজন্য আপনাদের কনফারেন্সে উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি পৌঁছে দিবেন। আমি এই কনফারেন্সের সফলতা প্রত্যাশা করছি। যাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হয়।

স্যার আরথার মুর-এর বাণী ঃ

ষ্ট্যাট্‌সম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্যার আরথার মুর বলেন, আপনাদের প্রচেষ্টা সমূহ এমন যোগ্যতা ধারন করছে, যাতে আপনারা সফলতার মুখ দেখতে পান। আমি বিশ্বাস রাখি আপনারা সফল হবেন। (আল ফযল ৮ই নভেম্বর ১৯৪২)

১৯৪৩ সালে ২৭তম, ১৯৪৪ সালে ২৮ তম এবং ১৯৪৫ সালে ২৯তম জলসা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব জলসার অনুষ্ঠানমালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বঙ্গীয় আহমদীদের প্রাণের মেলায় পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরাজ করার কারণে বঙ্গীয় জামা'তের সালানা জলসা হয়নি। (চলবে)

নবীনদের পাতা–

দোয়া কবুলিয়্যতের একটি অনবদ্য ঘটনা

গিয়াস উদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম

বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা। তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) তদীয় অনুবর্তী ও সহচরগণ সকলের প্রতি তাঁর আশিস ও শান্তি বর্ষিত হোক। মহামহিমান্বিত খোদা তার বান্দার কঠিন বিপদের সময় যখন বিগলিত হৃদয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য দোয়া করে তখন মহান খোদা তাঁর বান্দার দোয়ার জবাব দেন। দোয়া কবুলিয়্যতের একটি সত্য ঘটনার বিবরণ জানাচ্ছি। আমাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যের ওপর বর্বরচিত উগ্রবাদী মোল্লাদের হামলার ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছি। ঐ মর্মান্তিক বেদনা বিভোর দিনটি ছিল ৩রা নভেম্বর ১৯৬৩ইং আমার বয়স আনুমানিক ৯/১০ বছর হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ লোকনাথ দিঘীর পাড়ে প্রতি বছরের ন্যায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আব্দুল লতিফ মুন্সী উক্ত জলসায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হন। আমার জীবনের এই প্রথম জলসায় শামিল হওয়ার সৌভাগ্য হয়। সন্ধার পর যখন জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। আমাদের অতি প্রিয় শ্রদ্ধেয় জনাব মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "পৃথিবীতে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাব ঘটেছে।" ঠিক ঐ সময় শত শত উগ্রবাদী মোল্লার দল সভাস্থলে এসে চারদিক থেকে বৃষ্টির ন্যায় ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। আমাদের জামা'তের সাহসী কয়েকজন সৈনিক আত্ম রক্ষার্থে তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। অনেকে ভয়ে সভাস্থলের চারদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল। এরই মধ্যে আমাদের নিষ্ঠাবান অনেক আহমদী সদস্য আঘাত প্রাপ্ত হন। অনেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন। আমার পিতা আমাকে কোলে নিয়ে লোকনাথ দীঘির পাড় ঘেষে যাওয়ার সময় আমার পিতার পিঠে প্রচন্ড একটি ইটের আঘাত লাগে। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও আমাকে নিয়ে অনেক কষ্টে একটি বাড়ীর রান্না ঘরে আশ্রয় নিলেন। ঐ বাড়ির কর্তা ছিলেন ডাঃ মরহুম ফরিদুল হুদা সাহেব। আমরা আশ্রয় নেয়ার পূর্বে অনেক আহমদী সদস্য আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকের আঘাতজনিত কারণে তাদের দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। ব্যাথায় কান্নাকাটি করছে। আমাদের অনেক নিষ্ঠাবান আহমদী তাদেরকে সেবা দিয়ে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের আহাজারী এ যে ছিল এক করুন দৃশ্য। এ দিকে রাত গড়িয়ে প্রায় দুই ঘটিকা হবে। এমন সময় যালিম উগ্রবাদী হায়েনার দল লাঠিসোঁটা নিয়ে ডাঃ ফরিদুল হুদা সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়। ডাক্তার সাহেবকে ডেকে বলতে লাগল। আমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। তিনি তাদের এই নিষ্ঠুর প্রস্তাবে অনীহা প্রকাশ করলেন। যালেম মোল্লারা তার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি করতে লাগল। ঐ মুহূর্তে আমাদের জামা'তের লোকজন এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য দয়াবান খোদার নিকট সবাই সেজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট বিগলিত ভাবে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগল মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর বান্দার এই নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য আমার মনে হচ্ছিল তিনি কোন না কোন আঙ্গিকে তাঁর বন্দার দোয়া কবুল করেছিলেন, রহমান খোদা প্রয়োজনানুসারে নিষ্ঠাবান বান্দার অজ্ঞাতসারে নেই দোয়ার ফল দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ্‌র কি শান, মুহূর্তের মধ্যে যালেম উগ্রবাদী মোল্লাদের পাষন্ড হৃদয় যেন পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন ওরা নির্লজ্জ ভাবে অন্য আরেকটি প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি ছিল আমরা এক নযর দেখে চলে যাব। ডাক্তার সাহেব ওদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিলেন, যে তারা আমাদের ওপর কোন রকমের আক্রমণ করবে না। পরিশেষে ডাঃ সাহেব নিজে এসে উনার রান্না ঘরের দরজা খুলে দিয়ে দরজায় তিনি দন্ডায়মান ছিলেন। আমাদের দেখে উগ্রবাদী যালেমদের দল কিছু কটু কথা বলেন। আরো বলেন আজ তোমরা রক্ষা পেয়েছ একমাত্র ডাক্তার সাহেবের জন্য। আমরাও অনুমান করেছিলাম খোদা তা'লা আমাদের জন্য ডাঃ সাহেবকে শান্তির দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতের জীবনে কোন না কোন ভয়ানক বিপদের সম্মুক্ষিণ হয়েছিলেন, খোদার মেহেরবানীতে তাদের দোয়ার বরকতে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বর্তমান যামানার ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা অত্যাধিক শক্তি রেখেছেন, খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে বরাবর আমাকে জানিয়েছেন। যা কিছু হবে দোয়ার দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র আমাদেরকে দেয়া হয়নি। পরিশেষে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, উক্ত জলসায় আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামা'তের ধর্মপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান দুই সেবক বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রথম বাঙ্গালি শাহাদতের পেয়ালা গ্রহণ করেছেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) জনাব ওসমান গনি এবং জনাব আব্দুর রহমান। তাদের কুরবানী কোন দিন বৃথা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়াতের বিজয়ের দ্বার প্রান্ত উপনীত হয়েছে আজ পৃথিবীর ২০৮ টি দেশে বিজয়ের পতাকা উড়ছে। যুগের ইমাম আমাদেরকে তাগিদপূর্ণ আহ্বান করেছেন আমরা যেন সব সময় মহান আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া জারি রাখি, আমীন।

তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। (ফজর ঃ ২৮-৩১)

নবীনদের পাতা-

বগুড়া জেলার ধূনট উপজেলার চিকাশী গ্রামে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ মোবাশ্বেরুল ইসলাম

বগুড়া জেলার ধূনট উপজেলার চিকাশী গ্রামে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। সে সময় শাহ আফতাব উদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক ইউনিয়ন কৃষি-কর্মী হিসেবে চিকাশী ইউনিয়নে বদলী হয়ে আসেন। চিকাশী গ্রামের সিরাজুল ইসলাম মন্ডল ছিলেন তার খালাতো ভাই। সংগত কারণেই তিনি সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতেই উঠেন। শাহ্ আফতাব উদ্দিন আহমদ ছিলেন আহমদী। আহমদীয়াত নিয়ে দুই ভাইয়ের সাথে চলে আলোচনা, চলে জামা'তের বই-পত্র পড়াশুনা। "ইসলামী নীতি দর্শন" বইটি বাংলায় অনুবাদ হওয়ার আগে বইটি সম্ভবতঃ লাহোর হতে "ইসলামের শিক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়। বইটি পাঠের পর তিনি এত অভিভূত হন যে, তিনি বইটি পুনঃমুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং এর সমুদয় ব্যয়ভার তিনি বহন করতে চেয়েছিলেন। শাহ্ আফতাব উদ্দিন সাহেব বইটি পুনঃমুদ্রণে আইনগত কোন অসুবিধা আছে কি-না, তা জানা না থাকায় বইটি পুনঃমুদ্রণের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসেন নি। কারণ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন মানব এটি রচনা করতে পারেন না। পরবর্তীতে আহমদীয়াত নিয়ে বড় বড় আলেমের সাথে চলে বোঝা পড়া। এ সময় বগুড়া জামাতের জনাব আলতাফ হোসেন এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব চিকাশী গ্রামে আসেন এবং অ-আহমদী মৌলভী সাহেবদেরকে আহমদীয়াত কি তা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অ-আহমদী মৌলভী সাহেবগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে খোলামেলা আলোচনা না করে বাইরে বাইরে অপপ্রচার চালাতে থাকে। গয়ের আহমদী আলেমদের আচরণ, কথাবার্তা ও ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় তিনি আহমদী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তার সাথে যোগ দেন তার এক ভাতিজা আজিজার রহমান মাষ্টার, যিনি ভুলু মাষ্টার নামে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে তারা দুজন বয়আত গ্রহণ করেন। ফলে অ-আহমদী মৌলভীরা তাদেরকে এক ঘরে করে দেওয়ার ফতোয়া জারি করে। এলাকায় একটি বড় সভার আয়োজন করে আহমদীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। বর্গাদারগণ যাতে জমির ফসল না দেয়, সে জন্য তাদেরকে উস্কিয়ে দেয়া হয়। অনেক কষ্ট করে তাদের দিন যাপন করতে হয়। কিন্তু তবলিগের কাজ তারা চালিয়ে যান। যেখানেই ২/৩ জন লোকের সাথে দেখা হতো, তাদের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করেই শুরু করতেন জামাতী আলোচনা।

এদিকে সিরাজুল ইসলাম মন্ডল সাহেব অন্য এক চক্রান্তের শিকার হন। যদিও তিনি একজন জোতদার পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তার অনেক জমিজমা ছিল এবং তিনি দীর্ঘ দিন ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু তার বংশের লোকজন, বিশেষ করে তার চাচাত-ভাইগণ নিজেদের জমিজমা বিক্রি করে অভাব অনটনে দিন যাপন করছিল। স্বল্প লেখা পড়ার কারণে তারা চাকুরী করতে পারে নাই, আবার জোতদার পরিবারের সন্তান হওয়ায় নিজ হাতে কৃষি কাজও করত না। এ সময় তারা চিন্তা করল, কাদিয়ানী ইস্যুতে যদি তাদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালানো যায়, তবে তারা অন্যত্র চলে গেলে তাদের জমিজমা দখল করে নিতে পারবে। কিছু দিন পর তারা চক্রান্ত করে চিকাশী মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করে মৌলভী আব্দুল জলিলকে। একটি দাঙ্গাবাজ পরিবারের সদস্য ছিল এই মৌলভি আব্দুল জলিল। লাঠি হিসেবে একটি লোহার রড সবসময় হাতে রাখতেন তিনি। তার সাথে আঁতাত করে আহমদীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। সমাজের যারা আহমদীদের সাথে মেলামেশা এমনকি কথা বলবে, তাদের দশ বার কান ধরে উঠাবসা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে- এমন নিয়ম জারী করা হয়। যা হোক, এর ফলে তাদের মধ্যেই যারা প্রয়োজনে আহমদীদের সাথে কথা বলত, তাদের কান ধরে উঠাবসা করতে হতো। এই বিধান যিনি জারি করেছিলেন, তার এক পুত্র একদিন এক আহমদীর পুত্রের সাথে কথা বলেছে এমন প্রমাণ পাওয়ার পর বিধান জারি কারী সকলের কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু পূর্বে যারা এই অপরাধে কান ধরে উঠাবসা করেছে, তারা ক্ষমা করতে রাজি না হওয়ায় এবং তার পুত্র সেখানে অনুপস্থিত থাকায় তিনি (বিধান জারিকারী) নিজেই কান ধরে উঠাবসা করেন। এতে তাদেরই একজন মন্তব্য করে বলেন, কাদিয়ানীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য এই বিধান জারী করা হলো, অথচ তাদের কোন খবর নাই। কিন্তু আমরা কান ধরে নাচানাচি করছি।

সিরাজুল ইসলাম সাহেবের চাচাতো ভাইদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু জমি জমা দখল করে নিয়ে নিজেরা ভোগ করতে শুরু করে এবং বর্গাদারকে ফসল না দিতে উস্কে দেয়। এর পরেও তারা যখন দেখলো, এদেরকে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না, তখন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ২২ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তারা সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাড়ির উঠানে এক সভা ডাকে। এতে চক্রান্তকারীদের সকলে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা উপস্থিত ছিল। এ সময় আব্দুল জলিল ঘোষণা দেয়, 'কাদিয়ানীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা করে ফেরৎ না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন করা জায়েয এবং তাদেরকে নির্যাতন করতে গিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তবে তিনি শহীদ হবেন'। এই ঘোষণার পরপরই সভার প্রায় সকল লোকজন সিরাজুল ইসলাম সাহেব ও আজিজার রহমান মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে বৃষ্টির মত ঢিল ছুঁড়তে থাকে, ঘর-দরজা তছনছ করে ফেলে, হাঁড়ি-পাতিল ভেঙ্গে ফেলে, পানীয় জলের কূপ ময়লা আবর্জনা, এমনকি মানুষের বিষ্ঠা দিয়ে ভর্তি করে ফেলে। টিউবওয়েলের মাথাটি খুলে নিয়ে যায়। এর ফলে সিরাজুল ইসলাম মন্ডল সাহেবের স্ত্রী ১৭ দিন পানির অভাবে গোসল করতে পারেননি। রাগে গোপনে বিশ্বস্ত কয়েকজন বর্গাদার খাবার জন্য পানীয়-জল দিয়ে যেত। তবে চক্রান্তকারীদের লোকজন টের পেলে তা ফেলে দেয়া হতো। এমতাবস্থায় সিরাজুল ইসলাম মন্ডল সাহেব তাঁর শশুর-বাড়ির লোকজনের সহযোগিতায় ১১ জানুয়ারী ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৩০০ লেবার ও ১৮টি মহিষের গাড়ীযোগে বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ী থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে চরআওলাকান্দি গ্রামে হিজরত করেন।

তাদের এই হিজরতের কয়েকদিন পরই খবর পাওয়া যায়, মৌলভী আব্দুল জলিল তার আপন ভাতিজার হাতে খুন হয়েছে। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আব্দুল জলিলকে তার ভাতিজা ছোরা দিয়ে আঘাত করে পেটের নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে, ফলে তার মৃত্যু হয়। আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য যে, এ ধরনের নির্যাতন করার পর এবং বাড়ী ঘর ভেঙ্গে অন্যত্র হিজরত করার তিন দিন পর তাঁর একমাত্র পুত্র ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতে কৃতকার্য হয়। পরবর্তীতে তারা রংপুরের শ্যামপুরে বাড়ি-ঘর করে বসবাস শুরু করেন। তাঁর ছেলে মোজহারুল ইসলাম দীর্ঘ ২২ বছর যাবত শ্যামপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্ম-জীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের তথা ক্যাডারে চাকুরী করেছেন। এদিকে আজিজার রহমান সাহেব একা হওয়ায় তাকে কষ্ট করে সেখানে থাকতে হয়। ইতোমধ্যে নিউ সোনাতলা জামাত গঠিত হওয়ায় এবং সেখানে তাঁর মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তিনি নিউ সোনাতলা জামাতের সাথেই সম্পৃক্ত থাকেন। মৃত্যুর অনেক আগ পর্যন্ত তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেও আহমদীয়াতের ওপর কায়েম ছিলেন এবং আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁর সন্তানের মধ্যে একজন সৈয়্যদপুরে ও একজন পঞ্চগড়ে বসবাস করছেন।

"পাপ বিষ বিশেষ, তা কখনও পান করিও না।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

"যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নহে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০১৫

জোট গঠন এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা – আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধান

ডাচ সংবাদ সংস্থার সাথে সাক্ষাৎকার চলাকালীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর মন্তব্য

৫ অক্টোবর ২০১৫, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ডাচ সংবাদ সংস্থা ওমরেপ গেন্ডারল্যান্ড।

ডেন হাগ বা দ্য হেগ-এ মসজিদ মোবারক প্রতিষ্ঠার পর ৬০ বছরে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে হুযূর (আই.) বলেন, বিগত ছয় দশকে মানুষ ধর্মীয় চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং এটি কেবল ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

তবে, হুযূর (আই.) বলেন, একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা ছিল যে বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা এবং দ্বন্দ্বের মূল কারণ হল ইসলাম কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি ভুল।

হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, যখন কিনা এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ঐক্য, সমাজ বিভাজন নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন হল শান্তির পথপ্রদর্শক এবং আমরা আহমদী মুসলমানগণ ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট। প্রতি বছর বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করছে।"

ইসলামবিরোধী দল বা ব্যক্তি তাকে ভীত করছে কিনা এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আমি তাদের দ্বারা মোটেও ভীত নই। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে নিজস্ব মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার, তবে কেউই এই দাবি করার অধিকার রাখে না যে সে অন্য একজন ব্যক্তি কি বিশ্বাস ধারণ করে সেটি তার থেকে বেশি অনুধাবন করতে সক্ষম। অধিকন্তু, এখন এমন অমুসলিমও রয়েছে যারা ইসলামের পক্ষে লিখছেন। উদাহরণস্বরূপ, গত সপ্তাহে জনৈক সাংবাদিক এড ওয়েষ্ট দৈনিক ইভনিং ষ্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় আমাদের জামা'তের বিষয়ে খুব ভাল একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন যার শিরোনাম ছিল, 'আমাদের লন্ডনের খেলাফত ভাল বৈ অন্য কিছুই করছে না।'"

জিহাদ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"মুসলমান উগ্রপন্থীরা জিহাদের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রকৃত জিহাদ হল ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া, যে শিক্ষা ভালবাসার এবং সহানুভূতির। ইসলাম যদি আজ আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তা মিডিয়ার মাধ্যমে আর সাহিত্য রচনার মাধ্যমে এবং এজন্য মুসলমানদের উচিৎ মিডিয়া আর প্রবন্ধ প্রকাশনার দ্বারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে স্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামকে রক্ষা করা।"

বিশ্বের ক্রমাবনত পরিস্থিতিতে কখনও নিরাশ হয়েছেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"পরিস্থিতি যেমনই হোক, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং আমাদের প্রত্যাশা ভালবাসার মাধ্যমে একদিন আমরা মানুষের হৃদয় জয় করে নিব।

সিরিয়ার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আমি অনেক বছর যাবত বলে আসছি যে এটি ধরে নেয়া একটি ভুল ছিল যে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি পর বিশ্বের সবকিছু ঠিক আছে। আজ আমরা দেখছি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী ও জোট গড়ে উঠছে এবং এর ফলে এমন পরিস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে যা আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে।"

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৫ অক্টোবর, ২০১৫

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফার নতুন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর হাতে নর্ডহর্নের সাদিক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, ১৪ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জার্মানির নর্ডহর্ন শহরে জামাতের প্রথম মসজিদ স্থাপন করেছেন। তিনি এ মসজিদের নাম রেখেছেন সাদিক মসজিদ (সত্যবাদীদের মসজিদ)।

এ অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা যেমন- নর্ডহর্নের মাননীয় মেয়র টমাস বারলিং ও ডেপুটি জেলা কমিশনার হেলেনা হুন।

আনুষ্ঠানিক ভাবে এ আয়োজন শুরু হয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানির আমীর জনাব আবদুল্লাহ ওয়াগিসহাউজার- এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে।

তিনি অভ্যাগতদের জানান যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত নর্ডহর্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সিরিয়া থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়তা দিচ্ছে।

এরপর, আগত কর্মকর্তাদের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য মঞ্চে আসেন।

গ্র্যাফশ্যাফ্ট ও বেনথাইম- এর ডেপুটি জেলা কমিশনার হেলেনা হুন বলেন:

"আমাদের এ অঞ্চলে সম্মানিত হুযূর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে স্বাগত জানাতে পারা আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত নর্ডহর্ন আপাতদৃষ্টিতে ছোট হলেও স্থানীয় সমাজের

প্রতি এর অবদান বিশাল আর তাই আমি মনে করি যে, এই মসজিদ হবে সৌহার্দ্য ও সহনশীলতার প্রতীক।"

নর্ডহর্নের মেয়র টমাস বারলিং বলেন:

'আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তারা এই অকস্মাৎ শরণার্থী আগমনের ক্ষেত্রে সহায়তার প্রস্তাব রেখেছে। আপনারা অমূল্য সেবা প্রদান করছেন, বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সমস্ত কর্মকান্ড এর মূলমন্ত্র 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে' -এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) মূল বক্তব্য প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এ নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও মানবতা উভয়ের অধিকার আদায় করা।

এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, এই নতুন মসজিদ যে কেবল আল্লাহর ইবাদতের ঘর তা নয়, বরং সকল মানুষের সহায়তা ও রক্ষা করার মিলনস্থল হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি মানুষ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার আদায়ে সচেতন হতো তবে, এ পৃথিবী শান্তিপূর্ণ স্বর্গে পরিণত হতো ও সমস্ত শত্রুতা নিঃশেষ হয়ে যেত। নিশ্চিতরূপে, আমরা যে মসজিদ নির্মাণ করি তা সমস্ত সংঘর্ষ ও ঘৃণা দূরীভূত করে এবং শান্তি সম্প্রসারিত করে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"মুসলমান হিসেবে আমরা আল্লাহকে মানবজাতির একমাত্র প্রভু হিসেবে মান্য করি আর এজন্য মানুষকে সহায়তা করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। তাই, আহমদী মুসলমানরা উচিত সব সময় যে ভাবেই হোক, মানবতার সহায়তায় অবদান রাখা।"

এ ধর্মীয় নেতা বলেন যে, মুসলমানদের দায়িত্ব হলো প্রতিবেশীদের ভালোবাসা ও তাদের রক্ষা করা।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা যদি প্রতিবেশীদের সাথে সংঘর্ষ ও দুর্ভোগ সৃষ্টি করি ও নিজেদের জন্য শান্তি কামনা করি তা অসম্ভব। তাই, আমরা যখন মসজিদ নির্মাণ করি তখন চারপাশের মানুষদের ভালোবাসা ও তাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মসজিদ যেমন আমাদের জন্য শান্তি ও নির্ভরতার স্থান, তেমনি অন্যদের জন্য ভালোবাসা, নির্ভরযোগ্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে যে, স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত উচ্চ নৈতিক মান সম্পন্ন এবং তারা একটি সমন্বিত সমাজের আকাঙ্ক্ষী যাতে সবাই সমভাবে স্বাগত।

তিনি বলেন: "স্থানীয় জনগণ আহমদীদের বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধুত্বের হাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।"

পরিশেষে তিনি প্রার্থনা করেন:

"আমি দোয়া করি এই মসজিদ যেন ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের মনে থাকা যে কোন ভয় বা বদ্ধমূল ধারণা অপসারণের উপায় হয় এবং আল্লাহ যদি চান, এটি প্রকৃত ইসলাম অর্থাৎ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার উপকরণে পরিণত হয়।"

বক্তব্যের শেষে তিনি সাদিক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

তাঁর সম্মানিত সহধর্মিনী হযরত আমতুল সবূহ বেগম সাহেবাও একটি ভিত্তি প্রস্তর রাখেন এবং এর পরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয়, জাতীয় ও স্থানীয় কয়েক জন কর্মকর্তাও ভিত্তি প্রস্তর রাখেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর নেতৃত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৭ অক্টোবর, ২০১৫

"উগ্রবাদী মোল্লাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত"

ডাচ সংবাদ মাধ্যম ডি করেসপনডেন্ট-এর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর মন্তব্য

৯ অক্টোবর, ২০১৫ নুনস্পীটে অবস্থিত বায়তুন নূর মসজিদে ডাচ সংবাদ মাধ্যম ডি করেসপনডেন্ট *(De Correspondent)* আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

সাক্ষাৎকার চলাকালীন মাননীয় হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সমর্থিত ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালের হিংস্রতা এবং সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এর ভিত্তি হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দেয়া শিক্ষা এবং পথনির্দেশনা।

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ ইসলামের উপর আক্রমণ ছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করা হলে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, এটা কোন ধর্মযুদ্ধ না বরং ভৌগলিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত যুদ্ধ ছিল।

আইএস অথবা দায়েশ *(Daesh)* নামে পরিচিত সন্ত্রাসী দল সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করা হলে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দায়েশ-এর মতো দলগুলো পবিত্র কুরআনকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে। প্রকৃতপক্ষে জিহাদের অর্থ হল ভালো কিছুর জন্য সংগ্রাম করা কিন্তু সন্ত্রাসীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর নিজস্ব হিংসাত্মক ব্যাখ্যা তৈরি করছে।"

মাননীয় হুযূর বলেন (আই.) যে পবিত্র কুরআনকে বুঝার চাবিকাঠি হল কোন্ প্রসঙ্গে কোন কথা তা বুঝার চেষ্টা করা আর তাই কোন নির্দিষ্ট উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করার আগে তার আগে এবং পরে কী লেখা আছে তা পড়ে নেয়া আবশ্যক।

কিভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, জিজ্ঞেস করা হলে মাননীয় হুযূর (আই.) বলেন যে, সন্ত্রাসী দলগুলোর অস্ত্র সরবরাহের লাইন নষ্ট করে দেয়া; তাদের তহবিলের উৎসগুলোকে এবং কালোবাজারি লেনদেনের সুযোগ বন্ধ করে দেয়াটা অপরিহার্য।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন যে, মুসলিম সরকারগুলোর তাদের দেশে উগ্রবাদী মোল্লাদের প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য "কঠোর ব্যবস্থা" গ্রহণ করা উচিত।

ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চলমান প্রচেষ্টার ব্যাপারে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা কখনোই হাল ছাড়ব না এবং হতাশ হব না। বরং আমরা আমাদের ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যাব এবং আমরা বিশ্বাস করি যে একদিন পরিবর্তন আসবেই। যদি এই প্রজন্ম না হয়, তাহলেও পরের প্রজন্ম ইসলামের সত্যকে বুঝতে আসবে।"

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী কি না, তা জিজ্ঞেস করা হলে মাননীয় হুযূর (আই.) বলেন যে, বর্তমান লক্ষণসমূহ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ আরও বাড়ার ঝুঁকি আছে। এইভাবে, তিনি বললেন যে তিনি স্বল্পমেয়াদে "আশাবাদী নন" কিন্তু আশা করেন যে মানুষ অবশেষে তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে।

সংবাদ

হবিগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চাঁদপুর চা বাগান হবিগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ৩১ অক্টোবর ২০১৫ বাদ মাগরীব সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, চাঁদপুর চা বাগান, হবিগঞ্জ। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। বক্তৃতা পর্বে মহানবী (সা.) অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ইসলাম ধর্মের অপরূপ সৌন্দর্য বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা সৈয়দ মোজাফফর আহমদ এবং মৌলবি মোহাম্মদ আমীর হোসেন। এতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও উপস্থিত ছিলেন। জলসায় স্থানীয় চা বাগান কমিটির সভাপতি, পুরুষ ও মহিলা ইউপি মেম্বার ও পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তৃতা কালে ইউপি মেম্বার জনাব শ্রী নিপেন পাল বলেন, মুসলমানদের এই ধরনের অনুষ্ঠানে এই প্রথম আমার অংশগ্রহণ। আপনাদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। মহিলা ইউপি মেম্বার বলেন, আপনাদের অনুষ্ঠানে এসে মনে হলো যেন আমাদেরই প্রোগ্রাম হচ্ছে। সবাই উক্ত অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরো বড় ধরনের প্রোগ্রাম করার পরামর্শ দেন। আগত মেহমানদের মধ্যে ৫৫ জনকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি লিফলেট বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে সর্বমোট ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

দূর্গারামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/১০/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, দূর্গারামপুর এর উদ্যোগে সীরতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা: তৌফিক-ই-ইলাহী। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুকুল আমীন। নযম পরিবেশন করেন জনাব দিপু মিয়া। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব হৃদয় মিয়া, জনাব মছিউল আমীন ও জনাব সাজেদুল ইসলাম এছাড়া স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলো উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাজেদুল ইসলাম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লার তালিম ক্লাস

গত ০৯/১০/২০১৫ শুক্রবার সকাল ১১টা হতে ১২টা ৩০ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লার উদ্যোগে এক বিশেষ তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসে নামায, শুদ্ধ কুরআন পাঠ এবং ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে ছিলেন মৌলবী এনামুল হক রনি। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত হয়। এতে ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. কামরুল হাসান সরকার

ফতুল্লায় তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৯/১০/২০১৫ শুক্রবার বাদ আসর হতে এশা পর্যন্ত ফতুল্লা জামা'তের পিলকুনি হালকার জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের বাসায় এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যক্রম কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে বিভিন্ন বক্তাগণ পর্যায়ক্রমে বাজামাত নামায আদায়, প্রত্যহ কুরআন পাঠ এবং মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। এতে ২ জন মেহমানসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনি

আপনার জামা'তের সংবাদ পাঠাতে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়-

pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তি

২২ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ২০১৫ সনের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, এই বৎসরের প্রথমেই হুযূর (আই.) সকল আহমদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, জামা'তের কেউই যাতে এই ওয়াক্‌ফ জাদীদের চাঁদার বাইরে না থাকেন। অর্থাৎ জামা'তের ১০০% সদস্য যাতে এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আপনাদের সকলের নিকট আবেদন, আপনারা অতিসত্তর চাঁদা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। জামা'তের সাথে যোগাযোগ তেমন নেই তাদের নিকটও খলীফার এই পয়গাম পৌঁছান ও তাদেরকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং নও মুবাঈনসহ মোট আদায়কারীর সংখ্যা ১০০% উন্নীত করুন। এ ব্যাপারে জামাতে সকল অঙ্গ সংগঠন ও মুরুব্বী মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট আগামী ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন, যাতে যথা সময়ে হুযূর (আই.) দপ্তরে সমাপ্ত রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়।

আমাদের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট হই ও হুযূরের দোয়া, বরকতের অংশীদার হই।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

তালিম দফতর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালিম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৫ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ৮ম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি এ সম্মাননা (এ্যাওয়ার্ড) পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৬ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

শুভ বিবাহ

আমাদের কনিষ্ঠ সন্তান **নাবিদ আহমদ লিমন**, মুরব্বী সিলসিলাহ-এর বিবাহের এলান গত ৩০ অক্টোবর ২০১৫ মরহুম মফিজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতনি এবং জনাব জাকির হোসেন-এর কনিষ্ঠ কন্যা **ফারিয়া হোসেন আভা**'র সাথে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা দেন মোহরানায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুরে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এ বিয়ে যেন উভয় পরিবারের জন্য মঙ্গলময় ও কল্যাণকর হয় সেজন্য জামা'তের সকল ভাই বোনের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
সহিদ আহমদ ও হালিমা চৌধুরী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
আহমদনগর

*** শুভ বিবাহ ***

* গত ১৪/০৭/২০১৫ তারিখ ফারিয়া আফরিন খান, পিতা-কামরুল আখতার খান, ৩, মেরিটাইম প্লেস লিভাপুল এল-৩, ৮ পি কিউ, ইউ. কে. এর সাথে ফাহাদ আমীন, পিতা-বদরুল আমিন, বাড়ী ০৯, রোড-৭/সি, সেক্টের-০৩ উত্তরা, ঢাকা-এর বিবাহ ১১,০০,০০১/-(এগার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯০/১৫

* গত ১৪/০৭/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ মাকসুদা আজহার ইতি, পিতা-গাজী মাজহারুল খোকন, গ্রাম- ক্রোড়া, পোষ্ট-ক্রোড়া, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে অযাহাত আহমদ, পিতা-ইকবাল আহমদ, গ্রাম ও ডাকঘর-সিক্কা, থানা শ্রীমঙ্গল, জেলা মৌলভী বাজার-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯১/১৫

* গত ১৪/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ খালেদা নুসরাত, পিতা-মরহুম লুৎফুল হক সিরাজী, ডি-৩/৫, তালবাগ, সাভার, ঢাকার সাথে মোহাম্মদ ফজলুর রহমামন, পিতা-মরহুম লুৎফর রহমান, ৭০১, ইষ্টার্ন ভ্যালী, ২৮/৬ নিউ ইসকাটন রোড, ঢাকা-১০০০-এর বিবাহ ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯২/১৫

* গত ২৮/০৮/২০১৫ তারিখ সামরিন সুলতানা লিজা, পিতা-মরহুম এখলাসুর রহমান, পশ্চিম ভাদেশ্বর, পো: দৌলতনগর, বাহুবল, জেলা-হবিগঞ্জ-এর সাথে এস, এম, সুলতান, পিতা- এস, এম, হাবীব উল্লাহ্, ঘাটুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৩/১৫

* গত ২৮/০৭/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ আফসানা, পিতা-কুরাইশী মোহাম্মদ সাদেক, ৪১ এ/বি, সেকেন্ড কলোনী, গাবতলী মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকার সাথে রাকিবুল হাসান সিরাজী, পিতা-বশিরুল হাসান সিরাজী, ৮৫/৫, ব্লক-ই, গেণ্ডা, সাভার, ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৪/১৫

* গত ২৮/০৮/২০১৫ তারিখ ডাঃ ইফ্‌ফাত রহমান ত্বনী, পিতা-মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, বাসা নং- জি-২৫, হাজীপাড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর-এর সাথে ডাঃ সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক, পিতা মরহুম- আবুল হাসেম, হরিপুর, আনন্দপুর আদর্শ সদর, কুমিল্লা-এর বিবাহ ৫০১০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৫/১৫

* গত ১৫/০৩/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ ইফরাত জাহান ইভা, পিতা-জনাব নাসির আহমদ, গ্রাম+পোঃ ক্রোড়া-জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মজিব আহমদ, পিতা- আবু নাসের আহমদ, দক্ষিণ শাহবাজপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৬/১৫

* গত ১৫/০৩/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ তামান্না হাসিন, পিতা-মোহাম্মদ মকবুল আহমদ পাটওয়ারী, আহমদনগর, ধাক্কামারা, জেলা পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ জুবায়ের আহমদ বিপু, পিতা-আলহাজ্জ তাহের আহমদ, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৭/১৫

* গত ২৯/০৫/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ নিপা আখতার, পিতা-সোলায়মান লস্কর, গ্রাম+পোঃ ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ ওবায়দুল সরকার, পিতা-হেফজু মিয়া সরকার, গ্রাম: ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালশহর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৮/১৫

* গত ০৩/০৭/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ কোহিনুর আক্তার, পিতা-মরহুম হোসেন আহমদ, গ্রাম সমেযপুর, উত্তর গাজীপুর, থানা বরুড়া, জেলা-কুমিল্লার সাথে এনামুল ইসলাম, পিতা- সুরুজ মিয়া, বৈরাগীর চর, কটিয়াদী, জেলা কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১২৯৯/১৫

* গত ২৮/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ মাহমুদা সুলতানা মিশু, পিতা-আহমদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে হাজারী আহমদ আল মুনিম, পিতা-হালিম আহমদ হাজারী, ২৭২/২, ই-৩, বাতেন নগর গাবতলী, ঢাকার বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০০/১৫

* গত ১০/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ আছিয়া খাতুন, পিতা-আবুল বাসার মোড়ল, মীরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে জামাল হোসেন, পিতা আজাদ সরদার, মীরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০১/১৫

* গত ১৪/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ নাদরাতুল নাঈমা আহমদ, পিতা নূরুদ্দীন আহমদ, গ্রামঃ বীরপাইকশা, হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে এনাম আহমদ শুভ, পিতা-মরহুম শাহআলম, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০২/১৫

* গত ১৪/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ খায়রুন নাহার, পিতা-রুহুল কুদ্দুস মোল্লা, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে রজব আলী খান, পিতামৃত-নওশের খান, ঘড়িলাল, পোঃ চরমুখা, কয়রা, জেলা-খুলনা-এর বিবাহ ৪৫,০০০/- (পঁতাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৩/১৫

* গত ১৪/০৮/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ ইরানী পারভীন, পিতা-কামরুল হোসেন খান, ঘড়িলাল, পোঃ চরমুখা, কয়রা, জেলা-খুলনা-এর সাথে কামাল হোসেন, পিতা-আজাদ সরদার, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৪২,০০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১৩০৪/১৫

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ৬ নভেম্বর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত এ সপ্তাহের খুতবায় আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা বর্ণনা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ করো সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"

মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সাহাবীগণ কীভাবে এই আয়াতের মর্ম অনুধাবন করেছেন আর কীভাবে তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এনে রসূলের চরণে ঢেলে দিয়েছেন তার অগণিত উদাহরণ রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে আর এজন্যই আল্লাহ্ তাঁদেরকে স্বীয় নৈকট্যের সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং তাঁদেরকে রাযিআল্লাহু আনহুম এর উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

হুযূর বলেন, বর্তমানে পার্থিবতার যুগে কোন জগতপূজারী হয়তো একথাগুলোকে অতীতের কল্পকাহীনি মনে করে উপেক্ষা করবে কিন্তু এ জগতে এখনও রসূলের নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জামাতের লোকের অহোরাত্র খোদার পথে কুরবানীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সেসব সাহাবী যাদের কাছে পরিধেয় বস্ত্রও ছিল না কিন্তু তাসত্ত্বেও তাঁরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন।

এরপর হুযূর ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর উল্লেখ করেন আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর ফলে তাদের ঈমান ও ধন-সম্পদে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা অভাবনীয়ভাবে বরকত ও সমৃদ্ধি দিয়েছেন তা উল্লেখ করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, নবাগত আহমদীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারা সাগ্রহে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ দিচ্ছেন আর এর উপকারীতা দেখে আপ্লুত হচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের আহমদীরাও এক্ষেত্রে উন্নতির প্রমাণ দিচ্ছেন।

এরপর হুযূর (আই.) রীতি অনুসারে আজ তাহরীকে জাদীদের ৮২তম নববর্ষের ঘোষণা দেন আর গত বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া এ খাতে কি পরিমান আর্থিক কুরবানী পেশ করেছেন তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

গত বছর আল্লাহ্‌র ফযলে তাহরীকে জাদীদ খাতে মোট আদায় হয়েছে, ৯২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮শত পাউন্ড যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৭লক্ষ ৪৭ হাজার পাউন্ড বেশি। আলহামদুলিল্লাহ্। এবছর তাহরীকে জাদীদ খাতে মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা হলো, ১৩লক্ষ ১১হাজার। আর এবছর এতে নতুন চাঁদা দাতা যুক্ত হয়েছেন ১লক্ষ

বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্তান এবছরও নিজেদের কুরবানীর মান ধরে রেখেছে অর্থাৎ তারা প্রথম স্থানে আছে।

এছাড়া বহিঃর্বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশ হলো, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশীয়া, মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ আর সুইজারল্যান্ডকে পিছে ফেলে দশম স্থানে উঠে এসেছে ঘানা।

মাথাপিছু বেশি চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরবের দু'টি দেশের পর রয়েছে, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও জার্মানী।

আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে মোট চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব দেশ শীর্ষে রয়েছে তারা হলো, ঘানা, নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুর্কিনাফাঁসো, তাঞ্জানীয়া, গাম্বিয়া ও বেনিন।

এরপর হুযূর বিভিন্ন দেশের যেসব জামাত চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করেন। এবং সকল চাঁদা দাতার ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত সৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করেন।

"তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ করো সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘানার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘানা জামাতের কেন্দ্রে অবস্থিত (Agona Swedru) আগোনা সোয়েরডুতে বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন করে। এবারের ইজতেমার প্রতিপাদ্য বিষয় "ধর্মীয় সন্ত্রাস: শান্তির জন্য হুমকী স্বরূপ"।

বর্তমানে গণমাধ্যম এবং প্রাচ্যের দৃষ্টিতে 'সন্ত্রাস ও ইসলাম'কে একই শব্দের অপর নাম হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এজন্য বিশ্বজুড়ে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলাম। কেউ কেউ মনে করে ইসলাম ধর্ম বৈশ্বিক শান্তি এবং অর্থনীতির জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। বিষটিকে লক্ষ্য রেখে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত এসব ধ্যান-ধারণা খন্ডন করে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা প্রদান করছে।

উক্ত ইজতেমায় ঘানা জামাতের আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ বিন সালিহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মজলিসের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলেন, তারা যেন ছোটদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রধান বক্তাগণ ছিলেন কেন্দ্রীয় ঘানার ধর্মীয় মন্ত্রী, আগোনা সোয়েরডু এর বিভাগীয় প্রধান, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঘানার সদর, জাতীয় ওয়াক্‌ফে নও বিভাগের সমন্বয়ক এবং কায়েদ 'যিহানত ও সেহতে জিসমানী'।

এ ইজতেমায় খেলাধুলাকেও প্রাধান্য দেয়া হয়, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, "একজন সুঠাম দেহের অধিকারী বিশ্বাসী দুর্বল অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়"। খেলাধূলার অংশ হিসেবে, মজলিসের সদস্যরা আগোনা সোয়েরডু এর রাস্তায় পদব্রজ করেন। এ সময় সদস্যরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা বন্দনা, তাঁর রসূল (সা.), ইমাম মাহদী (আ.), খিলাফাত, শান্তি এবং সৌহার্দ্রের উদ্দেশ্যে গান গাইতে থাকেন।

পুরো মজলিস হতে প্রায় দু'হাজার অংশগ্রহণকারী এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক শূরা ও ইজতেমা সফলভাবে সম্পন্ন এবং সমাপনী অধিবেশনে খলীফাতুল মসীহ্‌র ঈমান সঞ্জিবনী বক্তব্য প্রদান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের সহযোগী সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমা ও শূরা গত ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ইসলামাবাদ টিলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের ইজতেমার বিশেষ দিক হলো আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতি। তিনি ২৫ শে অক্টোবর সমাপনী অধিবেশনে লাজনাদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জামাত থেকে প্রায় ৪ সহস্র লাজনা ও নাসেরাত এতে অংশ নেন। এবারের ইজতেমার মুল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "Ahmadiyyat, the Renaissance of Islam".

এ বছরের ইজতেমার আয়োজনগত বৈচিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইসলামাবাদে একটি পূর্ণাঙ্গ ইজতেমা গাহ্ স্থাপন। ইজতেমার জন্য যেসকল তাবু টাঙ্গানো হয় সেগুলো হলো-মুল ইজতেমা গাহ্, নাসেরাত, খাওয়া দাওয়া, প্রদর্শনী, খেলাধুলা, কর্মশালা, এবং বাজারের জন্য পৃথক পৃথক তাবু। লাজনা ও নাসেরাতদের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, হিফযে-কুরআন, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা, প্রদর্শনী, নযম প্রতিযোগীতা, কুইজ, ও বাইত বাযি।

তালীমী প্রতিযোগীতার পাশাপাশি নাসেরাতদের জন্য খেলাধুলা মজার ও আনন্দদায়ক করার উদ্দেশ্যে নতুনভাবে একটি গেইম জোনও তৈরী করা হয়। এ বছরের ইজতেমার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল "কর্মশালার তাবু"। যাতে ব্যবসা বানিজ্য, স্বাস্থ বিষয়ক আলোচনা ও প্রদর্শনী। এছাড়াও কাপ কেক তৈরী ও ডেকোরেশনের উপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানগুলো সকল বয়সী অংশগ্রহণকারীরাই উপভোগ করেন।

এই ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠানটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতির মাধ্যমে বরকতমন্ডিত হয়। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ঈমানউদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন। অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার যে গুরুদায়িত্ব প্রতিটি আহমদীর উপর ন্যস্ত, হযুর আনোয়ার সে বিষয় সততার সাথে মুল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

খলীফাতুল মসীহ্ জামাতের সকল কর্মকর্তাকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে দূরে সরিয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যদের জন্য কীভাবে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, খোদার নৈকট্যলাভ এবং দোয়া ও নামাযের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, অন্যদের দৃষ্টি আহমদীদের ওপর, অন্যরা জানতে চায়, আহমদীরা যা প্রচার করে তারা তা সত্যিকার অর্থেই পালন করে কী না।

খলীফাতুল মসীহ্ বলেন, আমাদের প্রতি খোদার যে অনুগ্রহ তার কৃতজ্ঞতা শুধু তখনই জানানো সম্ভব যখন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী আমাদের মাঝে ন্যায়নিষ্ট পরিবর্তন আনয়ন করব।

হুযূর আনোয়ার বক্তব্যের শেষাংশে ধর্মকে প্রাধান্য দোয়ার কথা স্বরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আর তখনই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইহ ও পরকালে পুরস্কৃত করবেন।

দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

ইজতেমার দু'দিন লাজনা সদস্যদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের প্রতিফলন এবং এটি লাজনা ও নাসেরাতদের জন্য জ্ঞানার্জন, নতুন লক্ষ্যে পৌঁছানো, একে অপরের কাছে শিখার এক অপূর্ব সুযোগ। এ ইজতেমা লাজনা ও নাসেরাত সদস্যদের মধ্যকার সর্ম্পকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

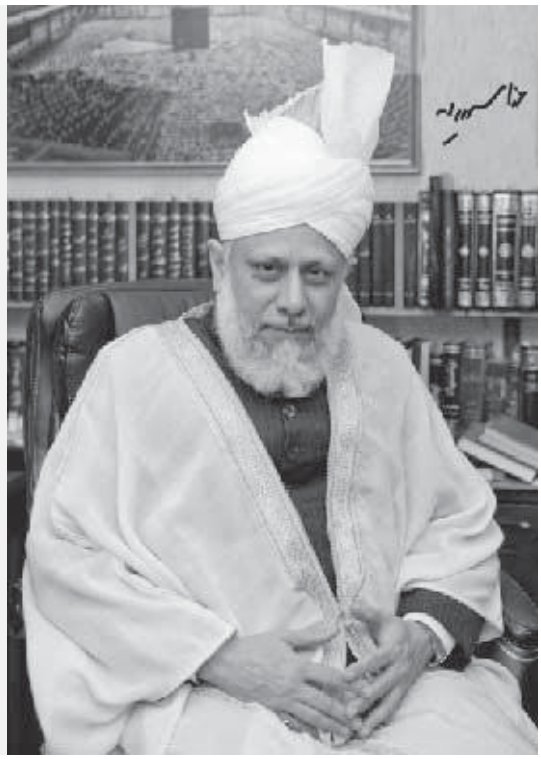

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 9th Issue

The Ahmadi Fortnightly

15th November, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন । (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমুত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com